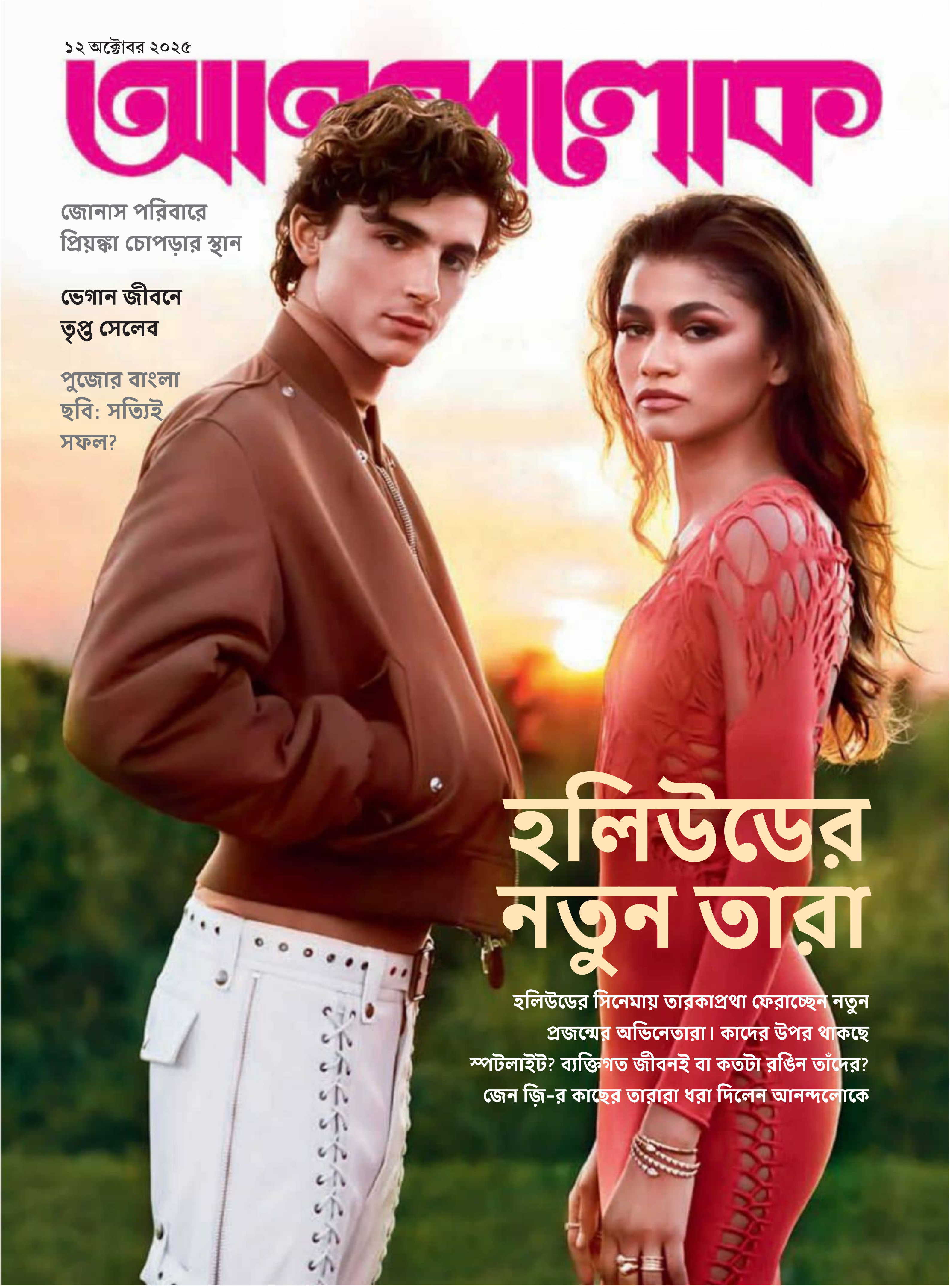
১২ অক্টোবর ২০২৫

আনন্দলোক



জোনাস পরিবারে প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার স্থান

ভেগান জীবনে তৃপ্ত সেলেব

পুজোর বাংলা ছবি: সত্যিই সফল?

হলিউডের নতুন তারা

হলিউডের সিনেমায় তারকাপ্রথা ফেরাচ্ছেন নতুন প্রজন্মের অভিনেতারা। কাদের উপর থাকছে স্পটলাইট? ব্যক্তিগত জীবনই বা কতটা রঙিন তাঁদের? জেন জ়ি-র কাছের তারারা ধরা দিলেন আনন্দলোকে


মারের চোটে
সাইকেল থেকে ছিটকে
পড়ল পোষা!
কে মারল? কেন মারল?
রাজ্য-রাজনীতি-সমাজের সাম্প্রতিক চিত্র
নিয়ে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখা নতুন
ধারাবাহিক উপন্যাস
‘বাবলগাম’
পড়ুন ‘আরও সাহিত্য’-র
উপন্যাস বিভাগে।
একদিন অন্তর নতুন পর্ব।
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও
আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী
৫১ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১২ অক্টোবর ২০২৫

কভার ড্রাইভ



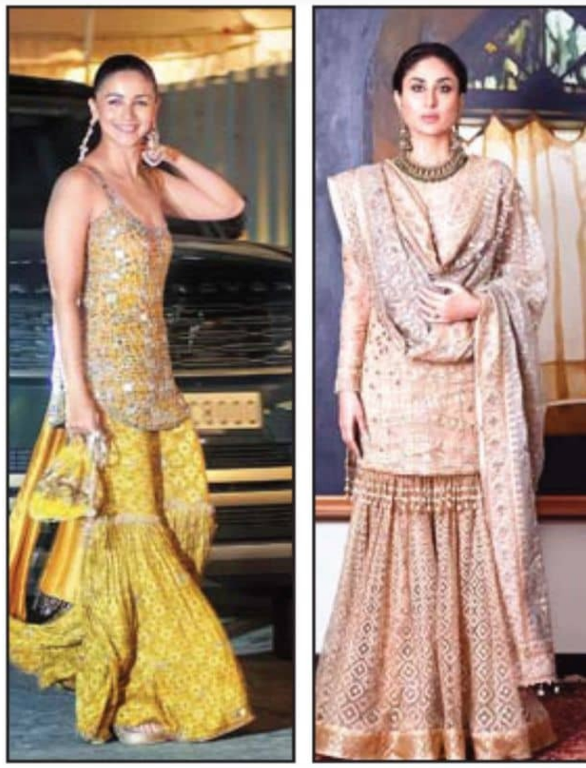
হলিউডের নতুন তারা

হলিউডে তারকাপ্রথা ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। কারা তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন নিজেদের? নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় তারকা কারা?

নেপথ্য কথা

জুম ইন





স্টাইলোমিটার

প্রচ্ছদ: টিমোথি শ্যালামে ও জ়েন্ডায়া

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

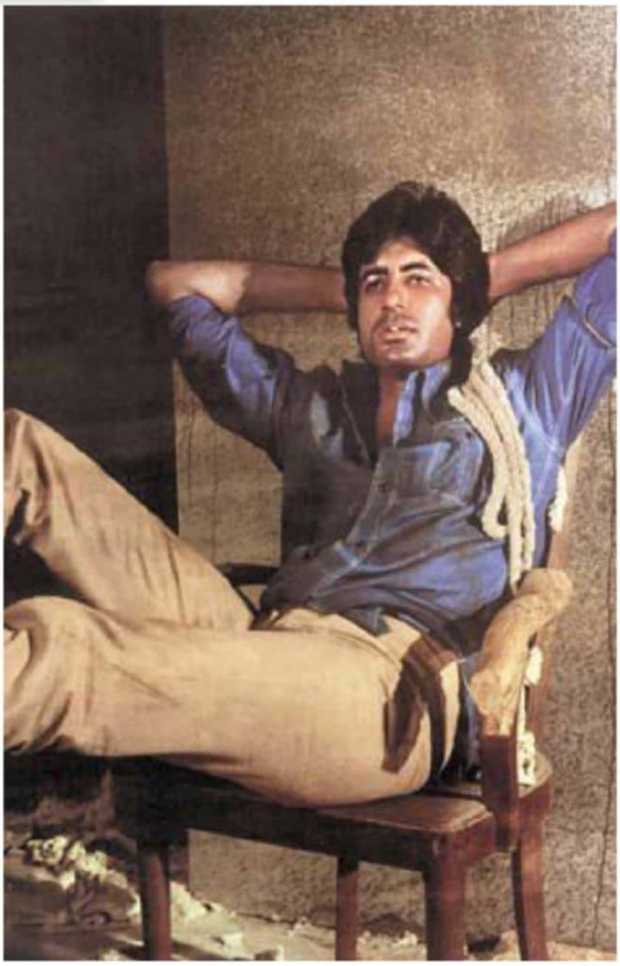
Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 18th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন **www.anandalok.in**-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ ‘দিওয়ার’ ছবিতে অমিতাভ বচ্চন

অন্য ধাঁচের

‘দিওয়ার’ ছবির ৫০ বছরকে মনে রেখে, আনন্দলোকের প্রচেষ্টা খুব ভাল লেগেছে। বিশেষত সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি অনন্য। অরুণা ইরানি এবং জাভেদ আখতারকেও সঙ্গে পেলাম। এরকম প্রতিবেদনের খুবই প্রয়োজন।

সীমা মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর

অনেক দিন পর

বুম্বাদাকে নিয়ে অনেক দিন পর এরকম সাক্ষাৎকার পড়লাম। তাঁর প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষোভ থাকলেও, এই সাক্ষাৎকার পড়ে তা কমেছে। ছবিগুলোও মনে ধরার মতো।

সম্রাট রায়, বারাসত

বিস্তারিত পড়লাম

সোশ্যাল মিডিয়া কম ব্যবহার করি। তাই দীপিকা পাড়ুকোনের কাজের শর্ত নিয়ে তেমন কিছু জানতে পারিনি। আনন্দলোক-এই প্রথম বিস্তারিত পড়লাম এবং এমন ঘটনায় অবাক হলাম।

পূজা সরকার, বিরাটি

জুবিনের স্মরণে

বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে জুবিন গর্গের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে আরও বড় একটা প্রতিবেদন আশা করেছিলাম।

স্বপ্না বিশ্বাস, বরাহনগর



■ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়



■ দীপিকা পাড়ুকোন



মনের মতো

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এবারের কভার ড্রাইভ আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে তাঁকে খুবই মনখোলা লাগল। তাঁর মনের অন্দরের কথা পড়লাম, জানলাম।

বৈশাখী তালুকদার, হাওড়া



■ জুবিন গর্গ

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

ইংল্যান্ডের চার্চ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রায় ১৪২৮ বছর পর, ক্যান্টারবেরির ক্যাথিড্রালের আর্চবিশপ হচ্ছেন প্রথম মহিলা রেভারেন্ড ডেম সারা মুল্লালি। ক্যান্টারবেরির ১০৬তম আর্চবিশপ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে তাঁকে। ১৫৩৪ সালে রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, চার্চ অফ ইংল্যান্ড কোনও মহিলাকে এই পদে বসায়নি। সেদিক থেকে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন রাজা চার্লস। কারণ তাঁর অনুমোদনেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৬ সালে পুরোহিত হওয়ার আগে, মুল্লালি ৩৭ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রধান নার্স হিসেবে কাজ করেছিলেন, সর্বকনিষ্ঠ মহিলা হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি। দুই সন্তানের এই মা ২০১৮ সালে লন্ডনের প্রথম মহিলা বিশপ হন।



■ সপরিবার প্রিন্স উইলিয়ামস



■ ডেম সারা মুল্লালি

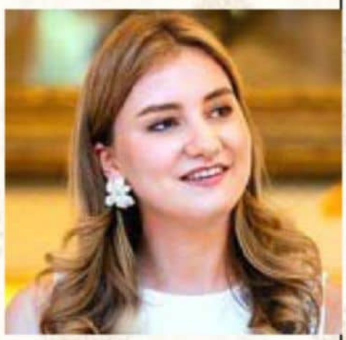
অধিক সচেতন

প্রিন্স চার্লস ও রাজকুমারি ডায়ানার যখন ডিভোর্স হয়, তখন প্রিন্স উইলিয়ামসের বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। ওই সময়ে তাঁর উপর যে গভীর প্রভাব পড়েছিল এবং সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তিনি যে ভীষণ সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন, তা কিছুদিন আগে স্বীকার করলেন উইলিয়ামস। একটি সাক্ষাৎকারে যুবরাজ জানিয়েছেন, পিতা মাতার ওই সিদ্ধান্তের পরে তিনি আরও বেশি সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং তাই এখন তাঁর এবং কেটের সংসারে অশান্তির আঁচ পড়তে দেন না। যাতে তাঁদের ছেলে মেয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, তার জন্য অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়েছেন বলে স্বীকার করলেন উইলিয়ামস।

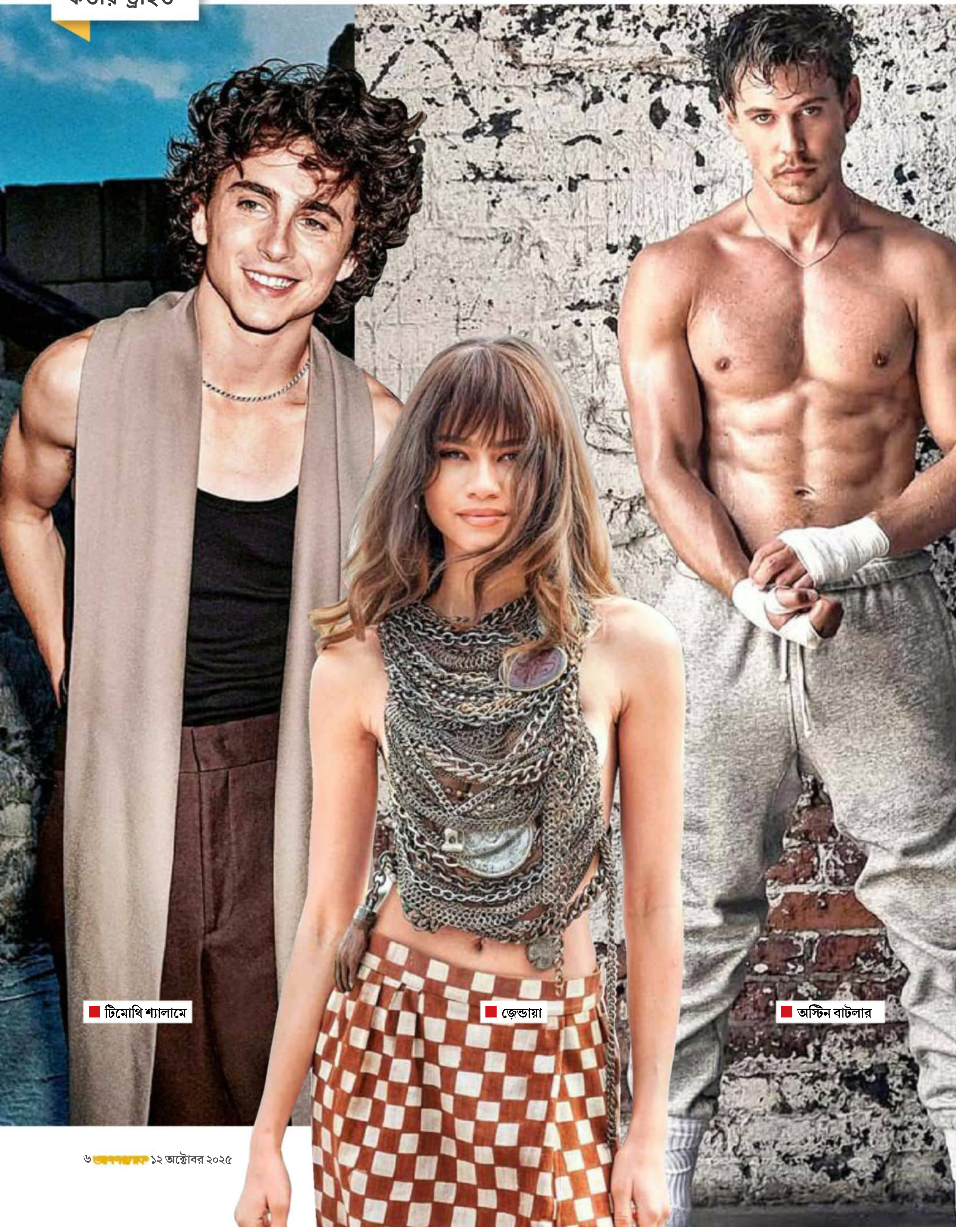
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফাঁদে

শেষে কিনা রাজ পরিবারের সদস্যদের ছবিও কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হচ্ছে, বিতর্ক ছড়ানোর উদ্দেশে? বেলজিয়ামের রাজকুমারি এলিজ়াবেথ এবং লিচেনস্টাইনের যুবরাজ জর্জের একটি ছবি কিছুদিন আগে বেশ ভাইরাল হয়। একসঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন তাঁরা। ফলে মনে করা হয়েছিল, ২৩ বছর বয়সি রাজকুমারি এলিজ়াবেথ এবং ২৬ বছর বয়সি লিচেনস্টাইনের প্রিন্স জর্জের হাত ধরে হয়তো আর একটি রাজকীয় প্রেমের সূচনা হতে চলেছে। কিন্তু বেলজিয়াম রাজ পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ছবিটি জাল। এলিজ়াবেথ এবং প্রিন্স জর্জ শৈশব থেকে একে অপরকে চেনেন বটে, কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের সম্পর্কও নেই। প্রেম তো অনেক দূরের কথা।





■ জর্জ ও এলিজ়াবেথ


টিমোথি শ্যালামে
জ়েন্ডায়া
অস্টিন বাটলার





■ ফ্লোরেন্স পিউ

হলিউডের নতুন তারা

হলিউডে তারকাপ্রথা ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। কারা তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন নিজেদের? লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

ফ্র্যাঞ্চাইজ় তৈরি করতে গিয়ে 'তারকা' তৈরি নাকি ভুলতে বসেছিল হলিউড। হলিউডের ট্যালেন্ট ম্যানেজারদের এমনই বক্তব্য। চিত্রনাট্যই মূলত তারকা তৈরি করে। কিন্তু হলিউডের বড় স্টুডিয়োগুলি ফ্র্যাঞ্চাইজ় ছবির মোহে চিত্রনাট্য এবং তারকাশক্তি, দু'টিকেই হেলাফেলা করেছে একটি গোটা দশক। নতুন প্রজন্মের তারকা তৈরিতে মন দেয়নি। তবে অবশেষে চৈতন্য ফিরেছে। স্বাধীন ছবির হাত ধরে ভেলকি দেখিয়েছেন যে অভিনেতারা, তাঁদের এবার তারকার উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাইছে হলিউড। এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত অভিনেতারা নতুন দর্শকদের মনে এবং সমালোচকদের কলমে জায়গা করে নিয়েছেন তারকা হিসেবে। এঁরা মোটামুটি সমবয়সি, অধিকাংশই ৩০-এর কোঠায় প্রবেশ করেননি। এবং নিশ্চিতভাবে হতে পারেন ভবিষ্যতের বাজি...



টিমোথি শ্যালামে: লিও-র উত্তরসূরি

২০১৮-তে মাত্র ২২ বছর বয়সে টিমোথি শ্যালামে নারীদের হৃদয় হরণ করে নিয়েছিলেন। উডি অ্যালেনের বিরুদ্ধে তখন যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠছে একের পর এক। উডি পরিচালিত 'আ রেনি ডে ইন নিউ ইয়র্ক' ছবিতে কাজ করার পারিশ্রমিক টিমোথি দান করে দিয়েছিলেন চ্যারিটিতে! টিমোথি বলেছিলেন, যখন #MeToo আন্দোলনে মহিলারা যৌন হেনস্থা নিয়ে মুখ খোলার সাহস দেখাচ্ছেন, তখন উডির ছবিতে অভিনয় করে তিনি মোটেই গর্বিত নন। তবে প্রত্যয়ের অভাব হবেই বা কেন? তার আগেই তো লুকা গুয়াডানিনোর 'কল মি বাই ইয়োর নেম'-এর জন্য তিনি অস্কার মনোনয়ন পেয়ে গিয়েছেন! এই বছর 'আ কমপ্লিট আননোন' ছবিতে বব ডিলানের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি চমকে দিয়েছেন। শুধু অভিনয়ে নয়, গানেও। তাই আবারও ২০২৫-এ তিনি অস্কার মনোনয়ন পেয়েছেন সেরা অভিনেতার। টিমোথিকে এখন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর উত্তরসূরি বলা হচ্ছে। ভিন্ন ঘরানার পরিচালকদের তিনি প্রিয়। আবার 'ওঙ্কা' এবং 'ডিউন'-এর মতো বড় ফ্র্যাঞ্চাইজের কেন্দ্রবিন্দুও বটে (প্রথমটি ৬৩২ মিলিয়ন ডলার এবং দ্বিতীয়টি ৭০০ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে)। কাইলি জেনারের সঙ্গে এই তারকার প্রেমজীবন নিয়েও চর্চা তাই নিরন্তর।



'আ কমপ্লিট আননোন'-এ বব ডিলানের ভূমিকায় টিমোথি

জ়েন্ডায়া: আ বর্ন স্টার

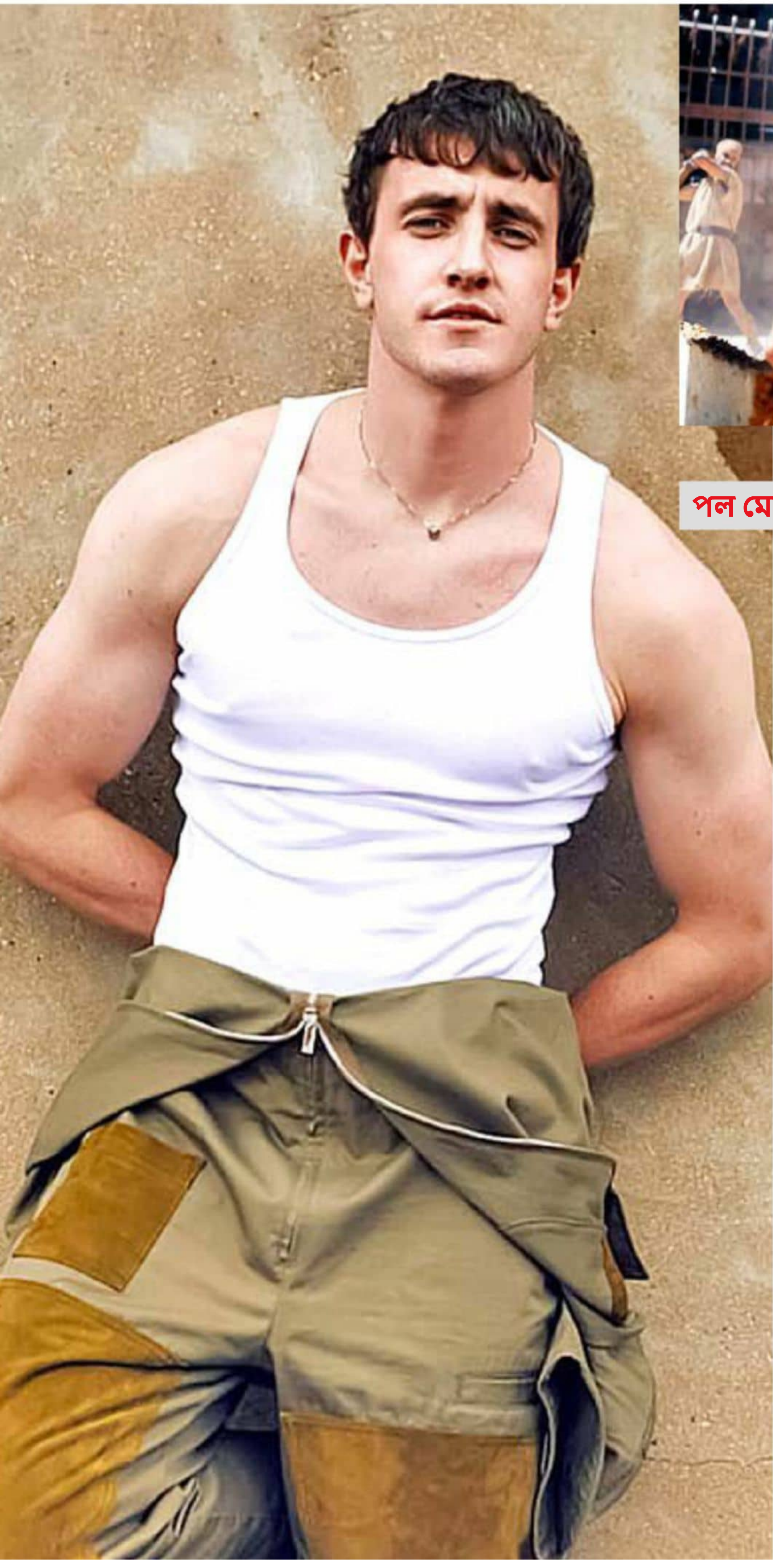
জ়েন্ডায়া শিশুশিল্পী হিসেবে ডিজ়নির 'শেক ইট আপ' সিরিজ়ে নিজের অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন। ফলে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণ তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না। বরং নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। তবে শুধু তা দিয়ে তো হয় না! জ়েন্ডায়া অভিনয়, ছবির চয়ন থেকে শুরু করে ফ্যাশন মঞ্চ অবধি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাত্র উনত্রিশ বয়সে তিনি 'স্পাইডারম্যান' এবং 'ডিউন'-এর মতো বৃহৎ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তবে নিজে যখন প্রথম প্রযোজনায় আসেন, তখন বেছে নেন লুকা গুয়াডানিনোর 'চ্যালেঞ্জার্স' ছবিটিকে। নিজেকে টেনিস খেলোয়াড়, বহুগামী নারী হিসেবে পর্দায় নিয়ে আসতে ভয় পান না। টেনিস কোচ তাশির ভূমিকায় তিনি এতটাই সাবলীল যে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তিনি পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় নন।



■ 'ডিউন ২'-তে জ়েন্ডায়া

দু'টি এমি এবং একটি গোল্ডেন গ্লোব বিজয়ী জ়েন্ডায়া অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের নতুন পোস্টার গার্ল। তাঁর গানের গলাতেও মুগ্ধ শ্রোতা। টম হল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর অফস্ক্রিন প্রেম নিয়ে নেটিজ়েনরা গদগদ। যে-কোনও অনুষ্ঠানের লাল-গালিচায় নিমেষে স্পটলাইট কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি। নয়ের দশকে জুলিয়া রবার্টসের যে জনপ্রিয়তা ছিল, তার সঙ্গে বর্তমানে তুলনা করা হয় জ়েন্ডায়াকে।







‘গ্ল্যাডিয়েটর ২’-তে পল মেসক্যাল

পল মেসক্যাল: আর্ট ফিল্মের রাজপুত্র

‘সব পরিচালক পল মেসক্যালকে পছন্দ করেন। কিন্তু দর্শক জানেই না সে কে!’ এই কথাটা একসময় হলিউডে প্রচলিত ছিল। ২০২০-তে ‘নরম্যাল পিপল’ সিরিজে ডেবিউয়ের পর থেকে পলকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ‘আফটার সান’-এর মতো ইন্ডি ছবি দিয়ে তিনি ফেস্টিভ্যাল চত্বরে আবির্ভূত হন, ছবির প্রিমিয়ার হয় কান চলচ্চিত্র উৎসবে। এই ছবির জন্যই তিনি অস্কার মনোনয়ন পান সেরা অভিনেতা বিভাগে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে এমন সব মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলা কম কথা নয়। তাও কোথাও গিয়ে দর্শকের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র তৈরি হচ্ছিল না। উপরোক্ত বক্তব্যটি সেই সময়কার, যখন রিডলি স্কটের ‘গ্ল্যাডিয়েটর ২’ মুক্তি পায়নি। যাই হোক, বড় স্টুডিয়োর ছবিতে মুখ্য চরিত্র হয়ে অবতীর্ণ হওয়া পল মেসক্যালের সেই প্রথম। কাজটা সহজ ছিল না। ‘গ্ল্যাডিয়েটর’-এর মতো কিংবদন্তি ছবিতে রাসেল ক্রো অভিনীত ম্যাক্সিমাসের ছেলে হিসেবে অবতীর্ণ হন তিনি। অভিনয় দিয়ে তাবড় যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার কঠিন কাজটি করে পল আর্ট ফিল্মের রাজপুত্রের তকমা মুছে চলে এলেন মূলস্রোতে (যদিও তারপরই ‘দ্য হিস্ট্রি অফ সাউন্ড’-এর মতো আর্ট ফিল্মে তাঁকে দেখা গেছে)। তবে এখন আর নতুন প্রজন্মের জানতে বাকি নেই পল মেসক্যাল কে! তিনি কত ভাল অভিনেতা। ফলে বর্তমানে তাঁর ঝুলিতে বড় স্টুডিয়োর বেশ কিছু ছবি রয়েছে। তার মধ্যে অগ্রগণ্য, ‘বিটলস’ ব্যান্ড (পল ম্যাকার্টনির চরিত্রে) নিয়ে স্যাম মেন্ডেসের পরবর্তী ছবি। ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি অন্তরালে রাখতে চান। তাই এই প্রজন্মের হয়েও তিনি সামাজিক মাধ্যমে অনুপস্থিত।

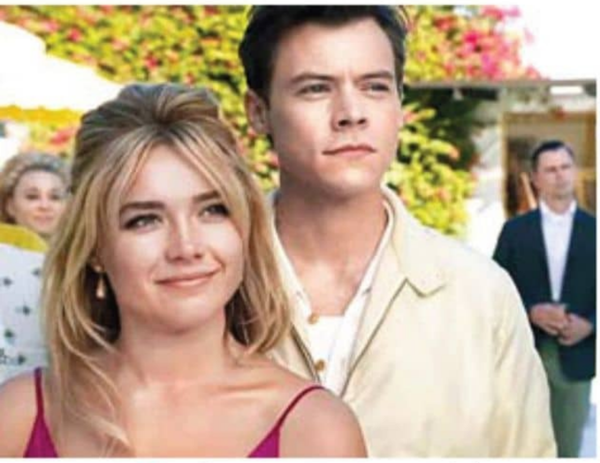


সিডনি সুইনি: মার্কেটিং জিনিয়াস

সিডনি সুইনি এবং গ্লেন পাওয়েল অভিনীত রমকম 'এনিওয়ান বাট ইউ' ২০২৪ সালে বক্স অফিস জয় করেছিল। কিন্তু তারপর? সিডনি সুইনি কিন্তু তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও ছবি এখনও করেননি। তা সত্ত্বেও জেন জ়ি-র প্রিয় অভিনেত্রী তিনি। বা বলা ভাল ইয়ুথ আইকন। সিডনি মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকে অভিনয় করছেন। গোটা বয়ঃসন্ধি তিনি 'ক্রিমিনাল মাইন্ডস', 'গ্রেজ় অ্যানাটমি', 'শার্প অবজেক্টস', 'দ্য হ্যান্ডমেডস টেল', 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড'-এ অভিনয় করে গেছেন। ২০২২-এ যখন ২৪ বছর বয়স, তখন সিডনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শুধুমাত্র অভিনয় করে তিনি নিজের জীবনযাপন ধরে রাখতে পারতেন না। তাই বিনোদন জগৎ থেকে ছুটি নিতে পারেননি। বিভিন্ন ব্র্যান্ড এনডর্স করা, সামাজিক মাধ্যমে নানা কোল্যাব, পেড প্রমোশন তিনি অনবরত করে গিয়েছেন, কারণ উপার্জনের পাঁচ শতাংশ উকিলকে, ১০ শতাংশ এজেন্টদের, তিন শতাংশ আপ্তসহায়ককে দিতে হয়। এরপর আছে পাবলিসিস্ট, মেকআপ আর্টিস্ট, হেয়ার স্টাইলিস্ট, স্টাইলিস্টের খরচ। সেলেব্রিটি জীবন খুব সুখের... এই বুদবুদটি সিডনি ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, ট্যাক্স বাঁচাতে তিনি ফ্লরিডায় বসবাস শুরু করেন, পরিবারের স্বার্থে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সাপোর্ট করেন... এই যে মন খুলে রাখঢাকহীন কথা তিনি বলেন, এটাই সিডনির ইউএসপি। নিজেকে এমনভাবে বেচতে পেরেছেন বলেই জেন জ়ি-র প্রিয় তারকা হয়ে উঠেছেন। না হলে, মারাত্মক সুন্দরী বা দারুণ অভিনেত্রী না হয়েও কেউ এত বড় বড় ব্র্যান্ডের মুখ হন কী করে? 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর পর তাঁর জনপ্রিয়তা অন্য উচ্চতায় ওঠে, ফলে তিনি নিজের প্রযোজনা সংস্থা ফিফটি-ফিফটি খুলে আর একটি লক্ষ্যভেদ করেন। সিডনি স্বীকার করেন যে, তিনি বিনোদনের 'ব্যবসা' করেন। কোনও আঁতলামো করতে তিনি আসেননি। যাঁরা আঁতলামো করেন, তাঁরা 'প্রিভিলেজড' বা 'নেপো বেবি'। এই ধরনের কথা বলার সাহসের জন্য সিডনি হয়ে উঠেছেন নতুন প্রজন্মের প্রিয় তারকা।

■ 'এনিওয়ান বাট ইউ' ছবিতে গ্লেন পাওয়েলের সঙ্গে সিডনি সুইনি

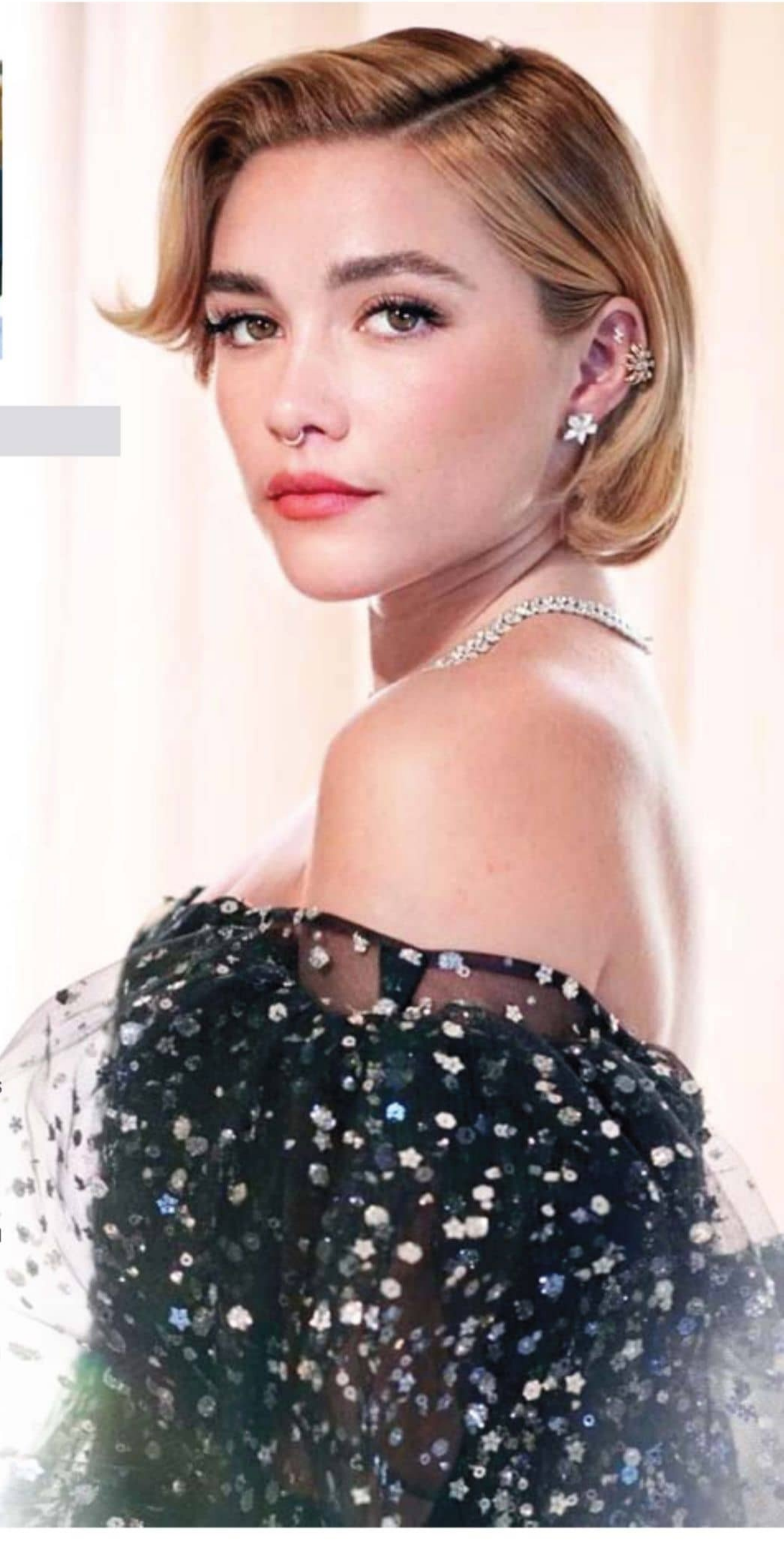




■ 'ডোন্ট ওয়ারি ডার্লিং' ছবিতে হ্যারি স্টাইলসের সঙ্গে

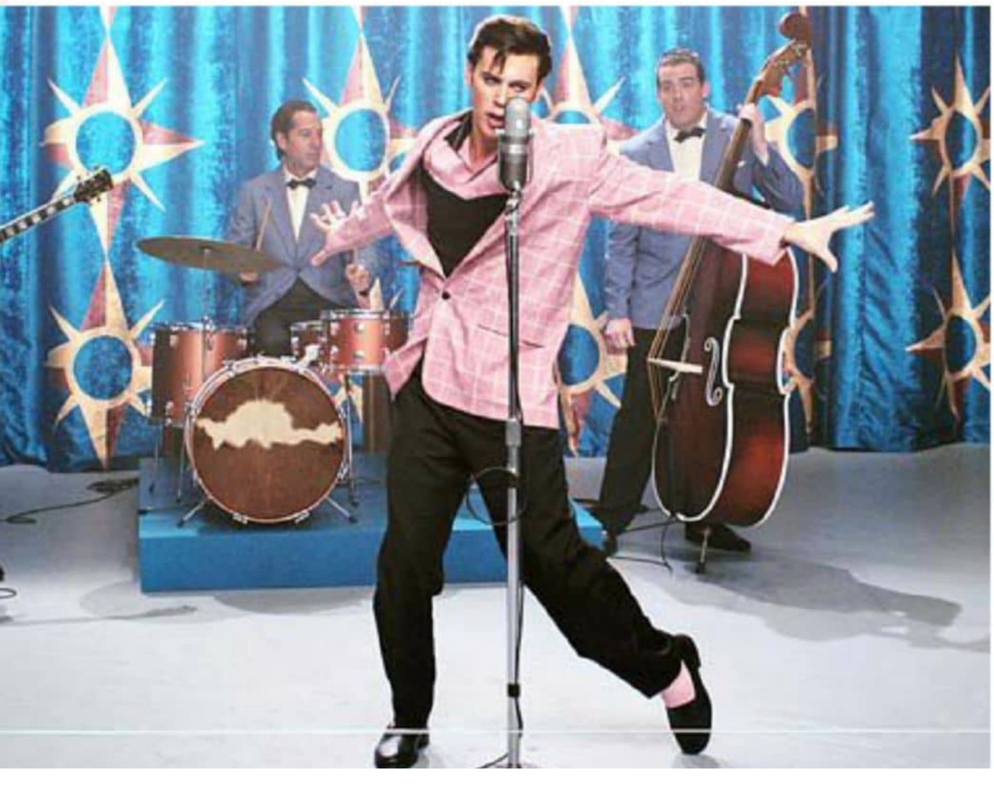
ফ্লোরেন্স পিউ: বহুরূপী

কম বাজেটের একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি 'লেডি ম্যাকবেথ'-এ ক্যাথরিন লেস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রথম নজর কেড়েছিলেন তিনি। যদিও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই অভিনয় করতে শুরু করেছিলেন ফ্লোরেন্স পিউ, তবে তাঁর অভিযোগ, তাঁর স্কুল বা কলেজ কোনওদিনই অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেয়নি, সহযোগিতা করেনি। স্কুলের চেয়ে সিরিজ়ের সেটেই বেশি আনন্দ পেতেন তিনি। ২০১৯-এ ফ্লোরেন্সের দু'টি ছবি মুক্তি পায়। একটি অরি অ্যাস্টরের হরর ছবি 'মিডসমার' এবং অপরটি গ্রেটা গারউইগের পিরিয়ড ড্রামা 'লিটল উইমেন'। একেবারে ভিন্ন দুই অবতারে নিজের বহুমুখিতার প্রমাণ দেন ফ্লোরেন্স। তারপর থেকে নিজের কেরিয়ারে ঠিক জ়েন্ডায়ার মতো ভারসাম্য রেখে চলছেন তিনি। একদিকে যেমন 'ব্ল্যাক উইডো'-র হাত ধরে মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের কমার্শিয়াল পটবয়লার জগতে প্রবেশ করেছেন, তেমনই জিন ট্যাটলক চরিত্রে 'ওপেনহাইমার'-এ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ফ্লোরেন্সের বিষয়ে এক বর্ষীয়ান চিত্রসমালোচক লিখেছেন, "Florence is fantastic, even when the movie isn't" 'ওপেনহাইমার'-এর পরের বছরই তিনি অপর একটি ফ্র্যাঞ্চাইজ়ে প্রবেশ করেছেন, নাম 'ডিউন'। 'ব্ল্যাক উইডো'-তে যে ইয়েলেনা বেলোভার প্রথম ঝলক পাওয়া গেছিল, তারপর 'থান্ডারবোল্টস'-এ মার্ভেলের পরবর্তী 'নিউ অ্যাভেঞ্জার্স'দের মধ্যে তা অন্যতম, বলা ভাল কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, ইয়েলেনা বেলোভাকে কেন্দ্র করেই নতুন অ্যাভেঞ্জারদের ব্রহ্মাণ্ড রচনা করছে মার্ভেল। ফলে অনূর্ধ্ব তিরিশ হলি-তারকাদের ব্রিগেডে ফ্লোরেন্স অবশ্যই এখন প্রথমসারিতে।





■ 'এলভিস' ছবিতে অস্টিনের অভিনয় তাঁকে অস্কার মনোনয়ন উপহার দিয়েছে



অস্টিন বাটলার: সোনার ছেলে

অস্টিন বাটলারের সঙ্গে অনেকেই ব্র্যাড পিটের মিল খুঁজে পান। শুধুমাত্র গোল্ডেন ব্লন্ড চুলের জন্য নয়। অস্টিন নিজেও ব্র্যাডকে অনুসরণ করেন। তাই স্বপ্নপূরণের মতোই 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড' ছবিতে ব্র্যাডের বিপরীতেই একটি ছোট্ট ভূমিকায় তিনি প্রথম নজর কাড়েন। তাঁর চেহারা, চলন-বলনে ব্র্যাডের ছায়া বর্তমান। কেরিয়ারে যেমন ছবি বেছে নিচ্ছেন, বা যে ছবিগুলো তাঁকে বেছে নিচ্ছে, তাও তো অনেকটা ব্র্যাডের মতোই ভিন্নধর্মী! বাজ় লারম্যানের 'এলভিস' ছবিতে এলভিস প্রেসলির ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এতটাই অভ্যাস করেছিলেন অস্টিন, যে তাঁর কণ্ঠস্বর এলভিসের মতোই রয়ে গিয়েছিল বহুদিন! তিনি নিজেই বলেছেন, এলভিসকে নিজের শরীর, মন থেকে আলাদা করতে অনেক সময় লেগেছে তাঁর। একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বলেই হয়তো বাফটা এবং গোল্ডেন গ্লোব বগলদাবা করে বাড়ি ফিরতে পেরেছিলেন।

তবে যে মুহূর্তে এলভিস তাঁর সত্তা থেকে আলাদা হলেন, একের পর এক ছবির প্রস্তাব আসতে শুরু করল। জেফ নিকোলসের 'দ্য বাইক রাইডার্স', অরি এস্টারের 'এডিংটন', অ্যারন এরোনফস্কির মাল্টি-স্টারার 'কট স্টিলিং'-এর মতো ছবিতে তিনি মুখ্য ভূমিকায়। আবার 'ডিউন'-এর দ্বিতীয় কিস্তিতে মুণ্ডিতমস্তক, ভ্রু-হীন ফায়েদ রাউথার খলচরিত্রে হাড়হিম করে দিয়েছেন তিনি। 'হ্যানা মন্টানা'-র শিশুশিল্পী বা টিন-ড্রামা 'সুইচড অ্যাট বার্থ' বা 'দ্য ক্যারি ডায়েরিজ়'-এ অভিনয় করে একসময় যিনি পপ-সংস্কৃতিতে আসতে চেয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে যে ডেনজ়েল ওয়াশিংটনের সঙ্গে ব্রডওয়েতে অভিনয় করবেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কে ভেবেছিল! নতুন প্রজন্মের 'অননুমেয়' ব্র্যাড পিট তাই তিনিই, সোনার ছেলে অস্টিন।





'সল্টবার্ন' ছবির দৃশ্যে জেকব

জেকব এলর্ডি: ভিনপথের পথিক

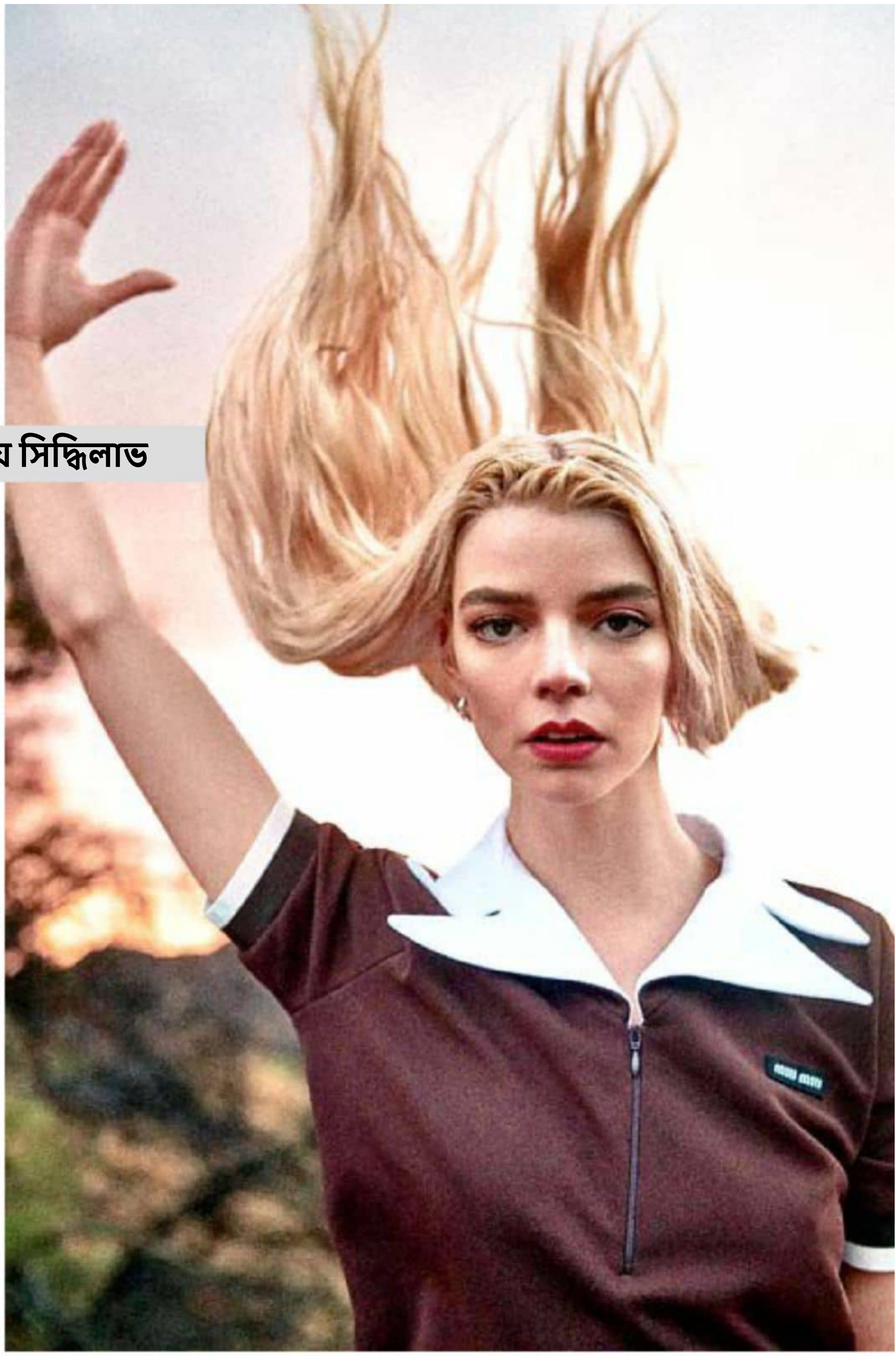
তাঁর উচ্চতা ছ' ফুট পাঁচ ইঞ্চি। খোদাই করা মুখমণ্ডল, নজরকাড়া দেহসৌষ্ঠব। কিন্তু জেকব এলর্ডিকে যখন ওয়ার্নার ব্রাদার্স নতুন 'সুপারম্যান'-এর স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ে ডাকে, হেলায় সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন তিনি! টিভি সিরিজ় 'দ্য কিসিং বুথ' বা 'ইউফোরিয়া' করার পর জেকব যে 'সল্টবার্ন'-এর মতো ব্ল্যাক কমেডি বেছে নেবেন, কে ভেবেছিল! সোফিয়া কপোলার 'প্রিসিলা'-তে কখনও তরুণ এলভিস প্রেসলি হয়ে উঠছেন, লুকা গুয়াডানিনোর 'কুইয়ার'-এ সমকামী প্রেমিক হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছেন... 'সুপারম্যান' হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে তৈরি হচ্ছেন গিলের্মো দেল তোরোর 'ফ্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর দৈত্যরূপে পর্দায় অবতীর্ণ হতে। জেকব বেশ স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন, টাকাপয়সা বা স্টারডম নিয়ে তিনি ভাবিত নন। যে-কোনও দিন বড় কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের আগে বেছে নেবেন ভিন্নধর্মী স্ক্রিপ্ট এবং চরিত্র। ফলে তাঁকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেই দেখা যায় বেশি।

ফলে জেকবের কেরিয়ার অন্য খাতে বইছে ঠিকই, তবে তাতে মন্দা নেই। বরং বাজারদর বেড়েই চলেছে। মার্গো রবির বিপরীতে এমারল্ড ফেনেলের 'উদারিং হাইটস'-এ তিনি, আবার রিডলি স্কটের 'দ্য ডগ স্টারস'-এও তিনিই! অর্থাৎ যে পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করলে সমালোচক এবং ফেস্টিভ্যালের জুরির মন জয় করা সম্ভব, তাঁদের সঙ্গে কাজ করাকেই পাখির চোখ করে এগিয়ে চলেছেন জেকব এলর্ডি।

আনিয়া টেলর-জয়: অভিনয়ে সিদ্ধিলাভ

‘ফিউরিওসা: আ ম্যাড ম্যাক্স সাগা’ মুক্তি পাওয়ার আগে আনিয়া টেলর-জয় বিখ্যাত ছিলেন নেটফ্লিক্সের ‘দ্য কুইন্স গ্যামবিট’ সিরিজ়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে। বড় ফ্র্যাঞ্চাইজ়ে কাজ না করলে অনেক অভিনেতা যেমন অলক্ষে থেকে যান, আনিয়ার ক্ষেত্রেও তেমনই আশঙ্কা ছিল। রবার্ট এগার্সের ‘দ্য উইচ’, এম নাইট শ্যামলনের ‘স্প্লিট’, ‘দ্য মেনু’র মতো ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে উচ্চপ্রশংসিত হওয়া সত্ত্বেও আনিয়ার জনপ্রিয়তা কোথাও একটা সীমিত হয়ে থেকে যেত, যদি না ‘ম্যাড ম্যাক্স’-এর প্রিকোয়েল ‘ফিউরিওসা’-তে তিনি অ্যাকশন অবতারে সাফল্য না পেতেন। এই যে তিনি সাফল্যের স্বাদ পেলেন, তারপর এই পথ ছেড়ে যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে মনে হয় তাঁর নেই। কারণ আনিয়ার পরবর্তী ছবি স্কট ডেরিকসনের অ্যাকশন ড্রামা ‘দ্য গর্জ’ এবং ক্রিস ইভান্সের বিপরীতে থ্রিলার ‘স্যাক্রিফাইস’।

একটা সময় আনিয়া এবং জ়েন্ডায়ার ফ্যানদের মধ্যে তর্ক হত, কে বেশি ভাল অভিনেত্রী। অভিনেত্রী হিসেবে আনিয়া এগিয়ে থাকলেও জ়েন্ডায়া জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এগিয়ে অনেকটাই। ফ্যাশন, ব্র্যান্ড এনডর্সমেন্ট হোক বা সমবয়সি তারকা টম হল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে চর্চা... সব নিয়ে। সেখানে আনিয়া নেহাতই সোজাসাপটা, দীর্ঘদিনের প্রেমিক গায়ক ম্যালকম ম্যাকরেকে বিয়ে করে নিয়েছেন চুপচাপ (২০২২-এ)। বিতর্কও তাঁকে ধাওয়া করে না। আনিয়ার অস্ত্র কেবল অভিনয়। তাই সমবয়সি প্রতিযোগীদের নিশ্চিন্তে তিনি থাকতে দেবেন না। কখন যে অস্ত্রাঘাতে কুপোকাত করে দৌড়ে এগিয়ে যাবেন কে জানে!





■ ‘ফিউরিওসা’ ছবির দৃশ্যে ক্রিস হেমসওয়র্থ ও আনিয়া



■ 'অ্যানোরা' ছবির দৃশ্যে মাইকি। এই ছবির জন্য তিনি সেরা অভিনেত্রী হিসেবে অস্কার জয় করেন



মাইকি ম্যাডিসন: নতুন আবিষ্কার

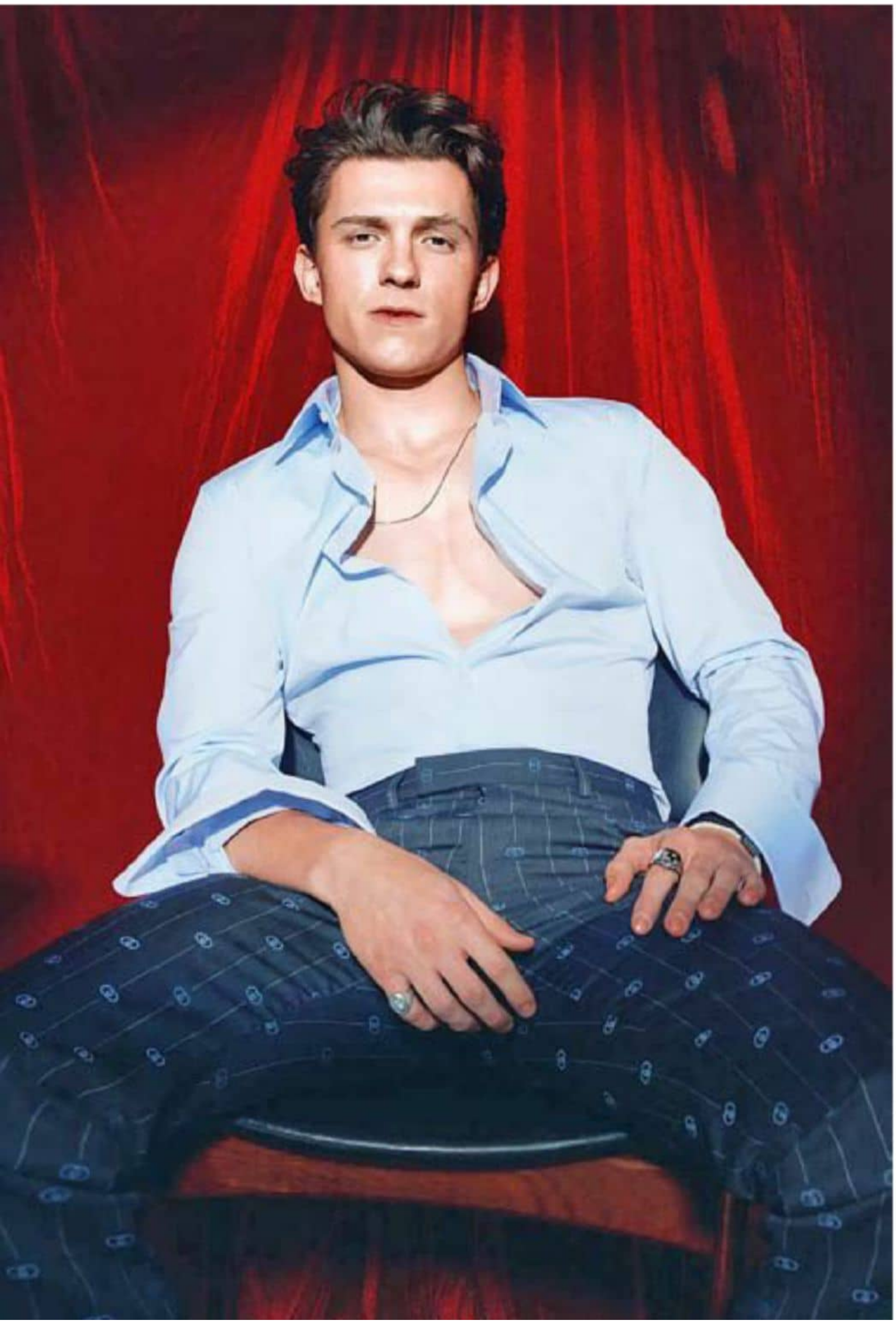
মাইকি ম্যাডিসনের উত্থান যেন ধূমকেতুসম। 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড' বা 'স্ক্রিম ৫'-এ তিনি মনে রাখার মতো কিছু করেননি। কিন্তু শন বেকারের 'অ্যানোরা'-তে এক যৌনকর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে অস্কার এবং বাফটা পুরস্কার পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রী হিসেবে। তিনিই প্রথম জেন জ়ি অভিনেত্রী, যিনি অস্কার পেয়েছেন (জন্ম '৯৯ সালে)। মাইকির মা-বাবা দু'জনেই মনোবিজ্ঞানী। কিন্তু সপ্তম শ্রেণির পর থেকে স্কুল ছাড়িয়ে মাইকিকে গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন মা-বাবা।

মাইকি জেন জ়ি-র অংশ হলেও তিনি সোশ্যাল হ্যান্ডলে নেই। নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি এতটাই যত্নশীল মাইকি। 'অ্যানোরা' ছবিটিতে তাঁকে এক প্রকার চমক হিসেবেই ব্যবহার করেছেন পরিচালক, কারণ মাইকি তার আগে চোখেই পড়েননি কোনওদিন! বিনোদন জগৎ থেকে বেশ দূরে রেখেছিলেন নিজেকে। অস্কার জয়ের পরও তিনি খুব পাল্টে গিয়েছেন, তা নয়। কারণ শন লেভির পরবর্তী 'স্টার ওয়ার্স' ছবির প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বড় ফ্র্যাঞ্চাইজ় ছেড়ে বেছে নিয়েছেন মারমেড থ্রিলার 'রেপটিলিয়া'কে। এডগার অ্যালান পো রচিত ছোটগল্প 'দ্য মাস্ক অফ দ্য রেড ডেথ' নিয়ে চার্লি পোলিংগারের ছবিতেও দেখা যাবে মাইকিকে। অস্কার জয়ের পর যেভাবে উড়তে শুরু করেন সকলে, তার চেয়ে অনেকটাই আলাদা মাইকি। অন্তরালে থেকে চুপচাপ নিজের কাজ করে যেতে চান। তাঁকে ঠিক তারকা বলা না গেলেও, তারকা পদপ্রার্থী বলা যায় বইকি।

টম হল্যান্ড: চেনা ছকের অচেনা খেলোয়াড়

টম হল্যান্ড বাকি সকলের মধ্যে সবচেয়ে চেনা ছকে এগিয়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের চেনা পথ ধরেই তারকা হয়েছেন। তিনি যখন 'স্পাইডারম্যান' হিসেবে আবির্ভূত হন, তখন ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। অ্যান্ড্রু গারফিল্ডকে স্পাইডি হিসেবে দর্শক ভালভাবে গ্রহণ করেনি। ফলে মার্ভেল এবং টমের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল পাশের বাড়ির অতিমানবকে দর্শকের ভালবাসার পাত্র করে তোলার। ছোটবেলা থেকে দর্শকের ভালবাসা পেয়েছেন টম। কখনও মঞ্চে বিলি এলিয়ট সেজে, কখনও সিনেমায় 'দ্য ইম্পসিবল'-এর মতো সিনেমায়। ফলে ছোটবেলা থেকে সাফল্য পাওয়া টম একসময় মদিরাসক্ত হয়ে পড়েন। ২০২২-তে তিনি সকলকে জানান, তিনি রিহ্যাবে থেকেছেন আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং তখন থেকে তিনি মদের গ্লাস ছুঁয়েও দেখেননি। মার্ভেল ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে এবং 'স্পাইডারম্যান' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি বাদে টম 'আনচারটেড' বা 'চেরি'র মতো ছবিতেও সাফল্য পেয়েছেন। তারপর সিনেমা থেকে বিরতি নিয়ে একবছর ধরে ইংল্যান্ডে 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের শো করেন। তাঁর কথায়, নাটকের মঞ্চেই তাঁকে বারবার ফিরতে হয় নিজেকে নতুনভাবে গড়তে। আবার হয়তো ক্রিস্টোফার নোলানের 'দ্য ওডিসি'র প্রস্তুতির জন্য বিরতি নিয়েছিলেন টম।

আর সাম্প্রতিকতম ঘটনা, এক সাংবাদিক জ়েন্ডায়াকে তাঁর বান্ধবী বলায়, প্রশ্নের মাঝেই থামিয়ে তাঁকে শুধরে টম বলে, 'বান্ধবী নয়, ফিয়াঁসে'। অর্থাৎ জ়েন্ডায়ার সঙ্গে বাগদান সেরেই ফেলেছেন টম।





'আনচারটেড' ছবির দৃশ্যে টম হল্যান্ড

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, নতুন প্রজন্ম তৈরি তারকা প্রথার রাশ ধরতে। বলতে বাধা নেই, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হলিউড চলতে শুরু করবে এঁদের হাত ধরেই। তৈরি করবে নতুন সিনেমা, নতুন দর্শক। তাই এখন থেকেই চোখ থাকুক এই তরুণ তুর্কীদের উপর। ভবিষ্যতে যাতে এই তারকাদের উত্থানের পরও তাঁদের চেনা যায়।



প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

পুজোর ছবি: তরজার নেপথ্যে

পুজোর চারটি বাংলা ছবি একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে প্রমাণ করল, বাংলা ছবির পাশে তারা নিজেরাই দাঁড়াতে চায় না। কেন এই লড়াই? আদতে লাভবান বাংলা সিনেমা? লিখেছেন **সায়ক বসু**

অবশেষে লড়াইয়ের আঁচ খানিক স্তিমিত হল। আর একটা জিনিস প্রমাণ হল। পুজোয় মুক্তি পাওয়া চারটি বাংলা সিনেমা 'রঘু ডাকাত', 'রক্তবীজ ২', 'দেবী চৌধুরানী' এবং 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যেভাবে শো পাওয়া, প্রচারে টানাপড়েন নিয়ে একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করেছে, তাতে বাংলা সিনেমার পাশে তারা নিজেরাই দাঁড়াতে চায় না। নয়তো যেখানে সরকারি মিটিং করে ঠিক হয়েছিল, প্রাইম টাইমে সব হলে বাংলা সিনেমা চলবে,

একাধিক ছবি মুক্তি পেলে সমান সংখ্যক শো পাবে, তা কথার কথা হয়ে থেকে যায় কী করে? পুজোর আগে করা প্রযোজকদের মিটিংয়েরও (কে কবে মুক্তি দেবে ছবি এবং

> যেখানে সরকারি মিটিং করে ঠিক হয়েছিল, প্রাইম টাইমে সব হলে বাংলা সিনেমা চলবে, একাধিক ছবি মুক্তি পেলে সমান শো পাবে, তা কথার কথা হয়ে থেকে যায় কী করে?

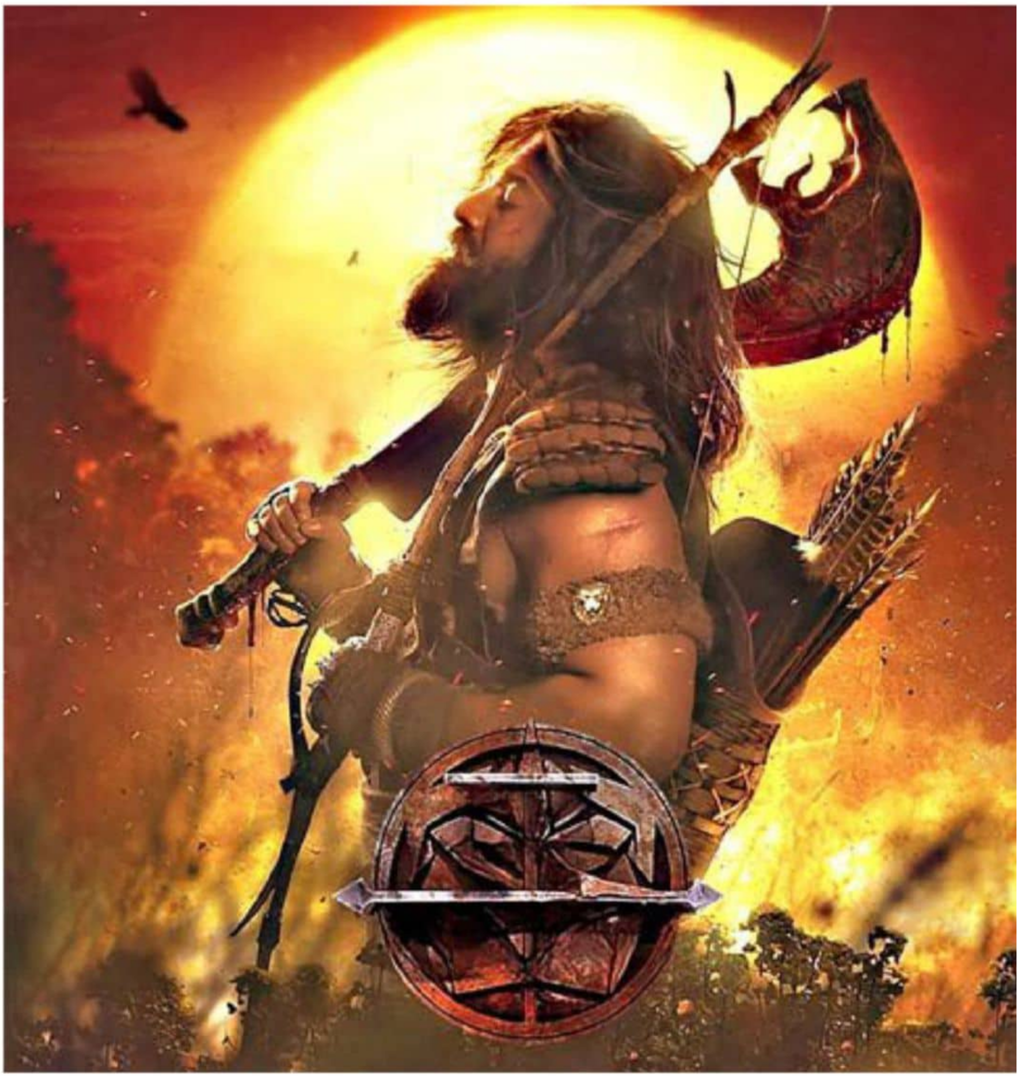


'দেবী চৌধুরানী' রূপে শ্রাবন্তী

ক'টা শো পাবে) তার মানে কোনও সারবত্তা নেই! এক পক্ষ নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব খাটিয়ে বেশি শো পেয়ে গেল। অন্য পক্ষ, যে কিনা নিজেদের ছবি এককভাবে মুক্তি দিলে সব শো নিয়ে নিত, সে খানিক পিছিয়ে পড়ে চিৎকার শুরু করে দিল। আর অন্য দুই তথাকথিত ছোট ছবি শুরুর দিকে তেমন লড়াইতেই থাকল না। ফলে তারা ক'টা শো পেল, কতটা প্রচার করতে পারল, তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা রইল না। কিন্তু শেষে দেখা গেল,



'রঘু ডাকাত'-এর প্রচারে দেব ও ইধিকা। নীচে 'রঘু ডাকাত'-এর পোস্টার





■ 'রক্তবীজ ২'-তে অঙ্কুশ ও কৌশানী

> ছবি ভাল হলে মানুষ সেই ছবি খুঁজে দেখে নেন। 'আলিনগরের গোলকধাঁধা' হোক, 'অর্ধাঙ্গিনী' বা 'মায়ানগর', কোনও ছবিই সেভাবে প্রচার করেনি

দর্শকের বিচারে এই দু'টি ছবিই সিংহভাগের ভাল লেগেছে (ব্যবসার নিরিখে নয়)। এখন কিছু কিছু জায়গায় এই দু'টি ছবির শো বাড়ছে বলেও শোনা যাচ্ছে।

প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। তা হল, এই লড়াইয়ের ফলে আদতে কার কী লাভ হল? এমনিতেই বহু সময় দেখা গিয়েছে, ছবি ভাল হলে মানুষ সেই ছবি খুঁজে দেখে নেয়। সায়ন্তন ঘোষালের 'আলিনগরের গোলকধাঁধা' হোক, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্ধাঙ্গিনী' বা আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তর 'মায়ানগর', কোনও ছবিই সেভাবে প্রচার করেনি। কিন্তু মানুষ হলে ভিড় করে ছবি দেখেছে। মৈনাক বিশ্বাসের 'বিবাহ ডায়েরিজ়'-র কথাও ভোলা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তো প্রচারের কোনও অস্ত্র নিক্ষেপ করতেই বাদ রাখেননি পরিচালকরা। দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু' যেদিন মুক্তি পেয়েছে, সেদিনই 'রক্তবীজ ২'-এর টিজ়ার মুক্তি পেয়েছে। আবার 'রক্তবীজ ২' যেদিন প্রি রিলিজ় পার্টি দিয়েছে, ঠিক একই সময়ে 'রঘু ডাকাত'-এর টিম নদীতে বজরা ভাসিয়েছে। 'যত কাণ্ড কলকাতা'র প্রোমোশনে আবীর চট্টোপাধ্যায়কে ছাড়া হয়নি এক অদ্ভুত চুক্তির দোহাই দিয়ে। সত্যি বলুন তো, সিনেমার বিষয়ের উপরে যদি নির্মাতাদের নিজেদের বিশ্বাস থাকত, তা হলে এত কিছু করার দরকার পড়ত কি? এই হুড়োহুড়ির মানে কী? কেন প্রচারের নামে একে অপরকে টেনে রাস্তায় নামানোর চেষ্টা? বা বাকিদের আটকানোর চেষ্টা! সাদা চোখে তো 'রঘু ডাকাত' এবং 'রক্তবীজ ২'-এর বিষোদ্গার দেখে এটাই মনে হয়েছে যে, লড়াইটা যাতে দ্বিমুখী থাকে, 'দেবী চৌধুরানী' এবং 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'-এর দিকে চোখই না যায়, তা প্রমাণ করার চেষ্টা! এদিকে দেব বিভিন্ন



■ 'রক্তবীজ ২'-এ ভিক্টর ও সীমা



■ 'রক্তবীজ ২'-এর প্রচারে আবীর ও অঙ্কুশ



■ 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবির একটি দৃশ্য

কথায়, FOMO (ফিয়ার অফ মিসিং আউট) তৈরি করে দর্শকদের হলে টানার চেষ্টা। কিন্তু ওই, ছবি যদি ভাল হয়, তা হলে এত কিছু করার দরকার পড়ে কি? অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, এই বঙ্গদেশে এখন দর্শকদের বিশ্বাস করানো হয়, যে ছবি যত বেশি রোজগার করেছে, সেটি তত ভাল ছবি। অথচ এই রোজগারের জন্য কীভাবে টিকিট বিলি করা হয়, কীভাবে কর্পোরেট শো বুক করা হয়, কীভাবে ফ্যানক্লাবগুলোকে কাজে লাগানো হয়, তা ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে অনেকেই জানেন। অনেকে তো এই অভিযোগও করেছেন যে, এই ব্যাপারে পুজো উদ্যোক্তাদেরও কাজে লাগানো হয়েছে। কোনও কোনও পুজোর উদ্বোধনের বিনিময়ে নাকি পারিশ্রমিক নেওয়া হয়নি। বরং সিনেমার শোয়ের টিকিট কিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তাতে কি আদতে লাভ হচ্ছে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির? নাকি দর্শকদের? দুর্গাপুজোর চারটি দিন ছাড়াও কালীপুজো থেকে শুরু করে জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত একটা সপ্তাহ

জায়গায় প্রকাশ্যে বলছেন, এত প্রতিকূলতা তিনি এর আগে কখনও দেখেননি।

শিবপ্রসাদেরও বক্তব্য, ছবির শো পাওয়া নিয়ে রাজনীতিতে তিনি যারপরনাই বিরক্ত। কিন্তু কেন এই বিরক্তি? তাঁরা কি জানতেন না এমন কিছু ঘটতে চলেছে? এই যে 'প্রভাব', 'মাফিয়া কার্ড' খেলে শো বাড়ানো... এগুলো কি নতুন কিছু? তাঁরা নিজেরা যদি কোনও তথাকথিত 'ছোট' ছবির সঙ্গে নিজেদের ছবি মুক্তি দিতেন, তা হলে শো ছেড়ে দিতেন? নাকি সেরকম কোনও নবাগত, অনামী পরিচালকের বাংলা ছবি এলে তাঁরা পাশে দাঁড়ান! লড়াই করেন সেই ছবির শো পাওয়া নিয়ে! অথচ কী আশ্চর্য, এই প্রযোজকরাই ঠিক আওয়াজ তুলতে শুরু করলেন, যখন 'কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান' মুক্তির সময় হল। তখন মনে হল, তাঁদের শো কমিয়ে দেওয়া হতে পারে।

এই দ্বিচারিতা আর কতদিন? এমনিতেই বক্স অফিসে ছবির রোজগার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলাটা এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই জানেন, কানাঘুষোয় বলাবলিও করেন যে, বড় ছবির রোজগারের যে অঙ্ক তিন বা চার সপ্তাহের রোজগার বলে প্রচার করা হয়, তাতে জল মেশানো থাকে। এই বঙ্গে যত সিনেমা হল আছে, তার প্রতিটি শো, প্রতিদিন হাউজ়ফুল হলে, তাও সেই অঙ্কের ধারে কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেটাই হচ্ছে। সোজা



■ অনীক দত্ত

বক্স অফিসে ছবির রোজগার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলাটা এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই কানাঘুষোয় বলাবলি করেন যে, ছবির রোজগারের যে অঙ্ক...

দুয়েকের সময় পাওয়া যায়। সেই সময় কারও সিনেমা রিলিজ়ের তাগিদ থাকে না। কিন্তু দুর্গা পুজোর সময় যত মারামারি। আর তারপরেও তার সাফল্য নিয়ে আলাদা করে উদ্‌যাপন এবং ইন্টারভিউ। সাফল্য যে কিসে, সিনেমা ভাল লাগানোয় নাকি ব্যবসায়, তা মা গঙ্গাই জানেন। বাংলা সিনেমার ইতিহাস একটি বিরাট ঐতিহ্য বহন করে আসছে। সেখানে দাঁড়িয়ে এই লড়াই বেশ অন্তঃসারশূন্য বলেই মনে হয়। নির্মাতারা আর কবে ভাববেন?



বাবা-মায়ের ৪০ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে নিক, সঙ্গে প্রিয়ঙ্কা

জোনাসদের অন্দরমহল

পারিবারিক একতা থেকে সাময়িক দূরত্ব, হলিউডের প্রভাবশালী পরিবার হিসেবে খ্যাতির শিখরে **জোনাস পরিবার**। ব্যক্তি জীবন থেকে সঙ্গীত জীবন, শেষ কয়েক বছরে কোন খাতে বয়ে চলেছে তাঁদের চর্চিত স্টারডম? খুঁজে দেখলেন

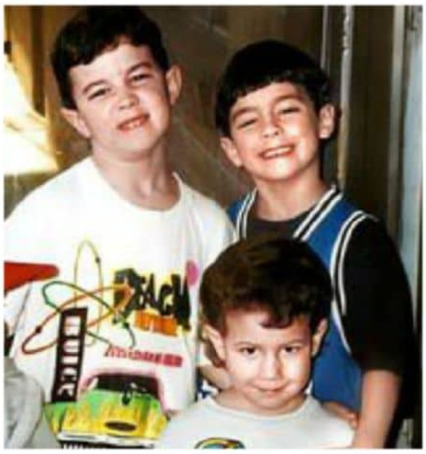
সাগরিকা চক্রবর্তী

জোনাস ব্রাদার্স এখন ব্যস্ত ‘জোনাস ২০’ হোম টুর নিয়ে। ২০ বছরে পা দিল কেভিন জুনিয়র, জো এবং নিকের সঙ্গীত দল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির প্রায় প্রতিটি শহরে হচ্ছে তাঁদের কনসার্ট। জোনাস পরিবার বললে অবশ্যই তাঁদের সঙ্গীতের কথা প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, তাঁদের পারস্পরিক একতা, ভালবাসা, সম্পর্কের দৃঢ়তাও। প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে নিক জোনাসের বিয়েই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। প্রিয়ঙ্কাকে যে ভাবে আপন করে নিয়েছেন জোনাস পরিবারের মাথা কেভিন সিনিয়র এবং ডেনিস... তা অবিশ্বাস্য। এমনকি জোনাস ব্রাদারদের মধ্যে একতা

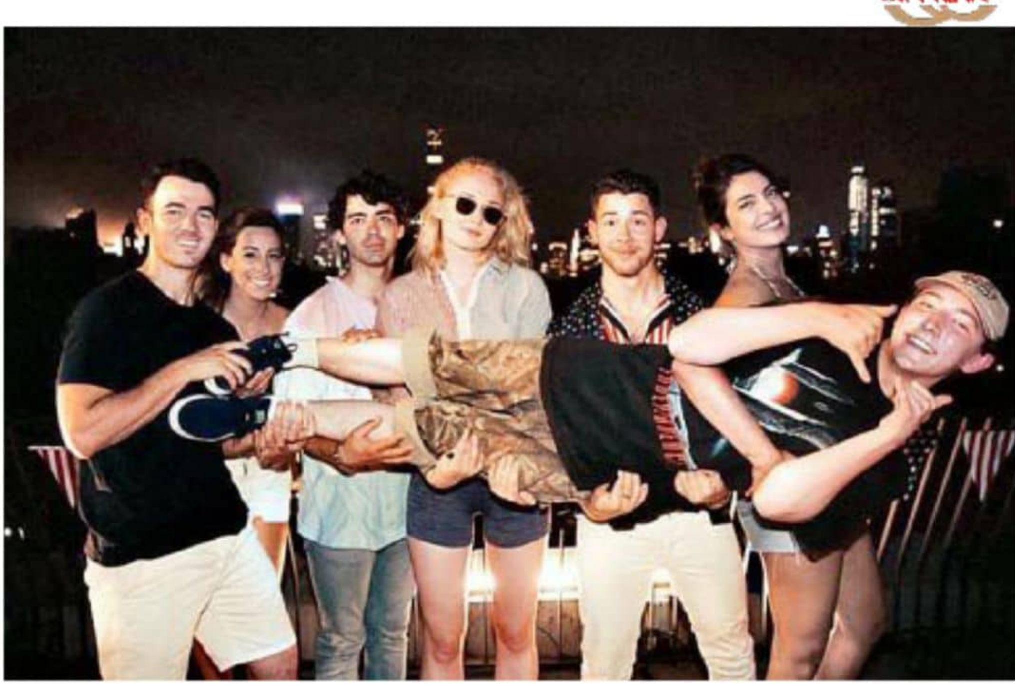
তিন ছেলের সঙ্গে ডেনিস জোনাস। ছেলেদের মানুষ করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল।



দেখলে বোঝা দায়, ১২ বছর আগে ২০১৩ সালে তাঁদের সম্পর্কেও ভাঙন ধরেছিল। এবং তা হয়েছিল তিন ভাইয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই।



■ কেভিন, জো এবং নিকের ছেলেবেলা



■ জোনাস ভাইদের সঙ্গে ড্যানিয়েল, সোফি ও প্রিয়ঙ্কা



■ সোফি এবং ড্যানিয়েলের সঙ্গে কেভিন, জো, নিক এবং ফ্র্যাঙ্কলিন

জো বলেছিলেন, তাঁদের সম্পর্ক খুবই অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। কারণ ব্যান্ডের সকলেই একক কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ব্যান্ডের সামগ্রিক উন্নতিতে নজর ছিল না কারওরই। যদিও সময় নিয়ে নিজেরাই এই সম্পর্ককে...

পরিবারের স্তম্ভ

জোনাস ব্রাদারদের মধ্যে তিন জনের কথাই প্রকাশ্যে আসে বারবার। কিন্তু তাঁদের ছোট ভাই ফ্রাঙ্কলিনও জোনাস পরিবারের আর এক স্তম্ভ। 'বোনাস জোনাস', হ্যাঁ মজা করে দাদারা তাঁকে এই নামই দিয়েছেন। জোনাস ব্রাদার্স ব্যান্ডে না থাকলেও, ফ্রাঙ্কলিনও আলাদা করে সঙ্গীত ও অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত। আসলে এই পরিবারের গোড়ার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক অটুট। জনপ্রিয় জোনাস ব্রাদারদের বাবা কেভিন জোনাস সিনিয়রও ছিলেন একজন সঙ্গীতশিল্পী এবং গীতিকার। মা ডেনিস জোনাসও সঙ্গীতশিল্পী। এখন অবশ্য রেস্তরাঁ পরিচালনায় নিজেদের ব্যস্ত করে তুলেছেন। এবং জোনাস পরিবারকে এখনও এক সুতোয় বেঁধে রেখেছেন তাঁরাই। পুত্রবধূ নয়, প্রিয়ঙ্কা কিংবা ড্যানিয়েলকে মেয়ের জায়গায় রেখেছেন তাঁরা। প্রিয়ঙ্কার নতুন ছবি হোক বা নতুন বই, সেই ছবির প্রচার করেন তাঁরাও। প্রশ্ন জাগে, কীভাবে মাটির এত কাছাকাছি থাকেন তাঁরা? যেখানে বলিউডের খান-কপূর-বচ্চনরাও হার মানেন!

পারিবারিক বন্ধন

এক সঙ্গে সময় কাটাতে ভালবাসেন তাঁরা। পুত্রবধূরা তাঁদের বন্ধুসম, এমন পরিবার নিয়ে চর্চা হওয়াই স্বাভাবিক। জোনাস পরিবার যে কত সহজে এবং নির্দ্বিধায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন, তার প্রমাণ প্রিয়ঙ্কার চোপড়ার বিয়ে। নিজেদের আচার-সংস্কার ভুলে ভারতীয় বিয়ের সব রীতি-নীতিকে আপন করে নিয়েছিলেন তাঁরা। মুখে বলা সহজ হলেও, শুধুমাত্র কারওর মুখের কথায়, কারও প্রতি ভালবাসা থেকে এ কাজ করা কিছুটা অসম্ভব। প্রিয়ঙ্কাকে ভালবেসেই তাঁদের এই স্বতঃস্ফূর্ততা। প্রিয়ঙ্কা-নিকের বিয়েতে কেভিন সিনিয়র নিজে ভারতীয় রীতি-নীতি মেনে সব আচার-ধর্ম পালন করেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, সকলকে চমকে দিয়েছিল তাঁদের ভারতীয় পোশাকসজ্জা। প্রিয়ঙ্কা চেয়েছিলেন ভারতীয় মতে বিয়ে হবে তাঁর। সেই কথায় এক বাক্যে সম্মতি জানিয়েছিলেন জোনাস পরিবারের সকল সদস্য। বিয়ের জন্য পরিবারের অনেক সদস্যই প্রথম বার ভারতের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন।

এক সুতোয় বাঁধা

পারিবারিক বন্ধন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্পর্কের সততা... জোনাস পরিবারের



জোনাস ব্রাদার্স ব্যান্ডের অনুষ্ঠানে তিন ভাই

এই গুণগুলোই মুগ্ধ করেছিল প্রিয়ঙ্কাকে। প্রিয়ঙ্কা বলেছিলেন, নিকের প্রতি ভালবাসা থাকলেও, জোনাস পরিবারের এই বন্ধন তাঁকে আরও মুগ্ধ করেছিল। প্রায়শই তাঁদের একসঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায়। সমাজ মাধ্যমে একে অন্যের কাজে উৎসাহ জোগান। আসলে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হন পরিবারের সকলে। শুনেই বোঝা যায়, এই রীতিই তাঁদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। সপ্তাহের ওই এক দিন সব কাজ ভুলে একত্রিত হয় পরিবারের সকলে। হাসি, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, কখনও বা আউটিংও থাকে লিস্টে। প্রথম থেকেই এই আসরে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রিয়ঙ্কা। বলা ভাল, তাঁকে নিজের করে নিয়েছিলেন কেভিন, ডেনিস, ড্যানিয়েল এবং বাকিরা। ব্যস্ত কর্মজীবনের মাঝে এই নিয়মেই বাঁধা পড়ে গিয়েছেন সকলে। আর আগেই যেটা বললাম, একে অপরের কাজে উৎসাহ জোগানো... এই একতার আর এক ইউএসপি।

সব ভাল যার

কিন্তু ভিন্ন সংস্কৃতিতে মানিয়ে নেওয়া কি খুব সহজ? প্রিয়ঙ্কার ক্ষেত্রে তা কঠিন অবশ্যই ছিল। বেশ কিছু নিয়ম যেমন তাঁকে শিখতে হয়েছে, বর্জন করেছেন অনেক নিয়ম। তাতে কোনও আপত্তির ঘেরাটোপে পড়তে হয়নি অভিনেত্রীকে। কারণ হলিউডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সময়, জোনাস পরিবারের থেকে অনেক সাহায্যই তিনি পেয়েছিলেন। নিকের ভাই-দাদাদের সঙ্গে যেমন তাঁর ভাল সম্পর্ক, ঠিক তেমনই ড্যানিয়েল (কেভিন জুনিয়রের স্ত্রী) এবং সোফি (জো-এর প্রাক্তন স্ত্রী)-কে প্রথম দিন থেকেই বোন বলতেন তিনি। নিকের মা, ডেনিসের নয়নের মণি তিনিই। কিন্তু জো এবং সোফির বিচ্ছেদের সময় এক পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সোফির খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন প্রিয়ঙ্কা। অথচ বিবাহবিচ্ছেদের পর, প্রিয়ঙ্কাকেই প্রথম আনফলো করেন সোফি। সেই কারণ একেবারেই অজানা। পরবর্তীতে প্রিয়ঙ্কাও তাঁকে আনফলো করেন। এ দিকে সোফি এখনও পর্যন্ত জোনাস পরিবারের অনেকের সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়া মারফত যুক্ত। প্রিয়ঙ্কার প্রতিবাদী মনোভাবই হয়তো এই সম্পর্ককে শেষ করেছে। পরবর্তীতে অবশ্য শোনা যায়, জো এবং সোফির বিচ্ছেদের সময়, বাধ্য হয়েই যে কোনও একজনের পক্ষ নিতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে।



প্রিয়ঙ্কা ও নিকের বিয়েতে সপরিবারে জোনাসরা নিয়েই চর্চিত তাঁরা



একটি কনসার্টে নিক

জোনাস ব্রাদারদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

এত শক্তিশালী একটি গানের দল, তাও আবার তিন ভাইয়ের একসঙ্গে... ভাঙন ধরার সম্ভাবনাই তো বেশি। কিন্তু ২০০৬ সালে যখন তাঁরা একসঙ্গে অ্যালবাম রেকর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন

ভাঙনের কথা ভাবেননি। সময়কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই হয়তো প্রথম অ্যালবামের নাম তাঁরা রেখেছিলেন ‘ইটস্ অ্যাবাউট টাইম’। তবে দল হিসেবে আগেও গান তৈরি করেছিলেন। আজকের পরিচিত ‘জোনাস ব্রাদার্স’ তখন ‘সন অফ জোনাস’ নামে খ্যাতি কুড়িয়েছিল। কিন্তু ২০১৩ সালে হঠাৎই সেই সম্পর্কে ভাঙন ধরে। নিজেদের সমস্যার কথা কখনও আড়াল করেননি কেভিন, নিক ও জো। সেই সময় একটি বড় টুর বাতিল করে, নিজেরাই জানিয়েছিলেন অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। জো বলেছিলেন, তাঁদের সম্পর্ক খুবই অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। কারণ ব্যান্ডের সকলেই একক কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যান্ডের সামগ্রিক উন্নতিতে নজর ছিল না



■ ড্যানিয়েলকে নিজের বোনের মতো দেখেন প্রিয়ঙ্কা। ডেনিসেরও চোখের মণি নিক-পত্নী



■ প্রিয়ঙ্কার খুব প্রিয় এবং কাছের মানুষ ডেনিস। প্রিয়ঙ্কাকে নিজের মেয়ে বলেন তিনি

কারওরই। অবশ্য এই দলের নেপথ্যে যে একক যাত্রা রয়েছে, তা তো অস্বীকার করা যায় না।

নিক-প্রিয়ঙ্কা ও নিকের পথচলা

জোনাস ব্রাদার্সদের মধ্যে নিকের নামই অধিক জনপ্রিয়। আটটিরও বেশি সম্পর্কে থাকা নিক যখন প্রিয়ঙ্কা চোপড়াকে বিয়ে করেন, তখন চর্চা আরও বাড়ে। কারণ তাঁর প্রাক্তনদের তালিকায় সেলেনা গোমেজ়, লিলি কলিন্স, অলিভিয়া কুলপো, মাইলি সাইরাসের মতো বড় নাম ছিল। সে যাই হোক, গানের প্রতি বেশি প্রেম কিন্তু জোনাস ভাইদের মধ্যে তাঁরই বেশি ছিল। বান্ধবী পরিবর্তনের মতো দ্রুত গানও



■ বাবা-মায়ের সঙ্গে কেভিন (জুনিয়র)-এর পরিবার। একান্তে প্রায়ই সময় কাটান তাঁরা

লিখতেন। সঙ্গে দোসর অভিনয়ও। নিজের গানের স্টুডিয়ো খুলতে মরিয়া নিকের প্রথম একক গান বেরোল ২০০২-এ। ২০০৪-এ নিজের একক স্টুডিয়োও খুলে ফেললেন। নাম দিলেন ‘নিকোলাস জোনাস’। এরপর নিককে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন কেভিন (জুনিয়র) এবং জো। এরপর তাঁর একার গান নয়, দর্শকের প্রিয় হয়ে উঠলেন তাঁরা তিন জন। পপ-রক ব্যান্ড হিসেবে ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী থাবা বসান তাঁরা।

তবুও তাঁরাই প্রিয়

নিক এবং জো... কে কাকে টেক্কা দেয়, তা বোঝা আমাদের কাজ নয়। এ টেক্কা সম্পর্কের। নিকের কথা তো আগেই উল্লেখ করা হল। এখন তিনি এক কন্যার বাবা। প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যবধান নিয়ে তো কম চর্চা হয় না। কিন্তু তাতে আর কী! নিক তো বরাবরই নিজের চেয়ে বয়সে বড় মেয়েদেরই পছন্দ করতেন। যেমন অস্ট্রেলিয়ান গায়িকা ডেল্টা গুডরেম, তাঁর চেয়ে ১০ বছরের বড় ছিলেন। এই তালিকায় ছোট ভাইকে প্রায় টেক্কা দেন জো। টেলর সুইফ্ট এবং ডেমি লোভাটোর সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষে বিয়ে করেন সোফি টার্নারকে। সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে তুমুল আলোড়ন ফেলেছিল ঠিকই। কারণ সেই সময় বাড়ি হোক বা বাইরে, সব জায়গায় একত্রে দেখা মিলত তাঁদের। মাত্র পাঁচ বছরেই সেই সম্পর্কে ইতি টানেন তাঁরা। বিচ্ছেদের পর জো-এর টিম সোফির নামে নেগেটিভ ক্যাম্পেন চালায় মিডিয়াতে। এখন তাঁরা একসঙ্গে না থাকলেও, সন্তানদের জন্য কাছাকাছিই থাকেন। বিতর্ক থাকলেও ব্যান্ডের সুবাদে জো জোনাস মানুষের প্রিয়পাত্র। যদিও এই সব বিতর্ক থেকে শতহস্ত দূরে কেভিন (জুনিয়র)। টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ড্যানিয়েলই তাঁর প্রথম এবং একমাত্র প্রেম। এখন তাঁরা দুই সন্তানের অভিভাবক।

জোনাস পরিবারের অন্দরের চিত্র তারকাসুলভ হলেও, বরাবর নিজেদের মাটির কাছাকাছি রেখেছেন কেভিন (সিনিয়র), ডেনিস এবং তাঁর ছেলেরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় না দিয়ে, কীভাবে পরিবারকে আগলে রেখেছেন সকলে। হলিউডের এই পরিবার কেবল গান বা ব্যান্ডের জন্য প্রভাবশালী হয়নি। জোনাস ভাইরা, মূলত নিক এবং জো, কাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন, কত বিতর্কে জড়িয়েছেন, তা-ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রঙিন পরিবার বলে কথা!



১

২



পুজো চলে এসেছে। সবে তো দুর্গা ও মা লক্ষ্মীর আরাধনা হল, এখনও বাকি কালী, জগদ্ধাত্রীর পুজো। সেলেব্রিটিরা মেতে উঠেছেন এই উৎসবের আমেজে, তা সে বাংলায় হোক বা মুম্বইয়ে। আর তাঁদের সঙ্গে আনন্দলোক



৩





① মুম্বইয়ে মুখোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজোতে হোস্ট রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষ অতিথি আলিয়া ভট্ট

② মেয়ে নিসার সঙ্গে পুজোর প্রস্তুতিতে কাজল

③ মুম্বইতে পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

④ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গাপুজোতে নাতি তৃষাণজিৎ এবং জ্যাকি শ্রফ

⑤ পুজোর সাজে ধরা দিলেন নুসরত জাহান



৬



৭



৮



৯

৬ দিল্লিতে একটি লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের অনুষ্ঠানে রণবীর কপূর

৭ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আয়োজিত 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' অনুষ্ঠানে শিল্পী আনন্দ গুপ্তের সঙ্গে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়



১০

৮ 'জাগো দুর্গা' অনুষ্ঠানে আরতি মুখোপাধ্যায় ও কবীর সুমন

৯ মুম্বইয়ে খুদেদের একটি স্পোর্টস ইভেন্টে উসেন বোল্ট ও অনিল কপূর

১০ কানপুরে একটি ফ্যাশন ইভেন্টে সুস্মিতা সেন

১১ দুই নক্ষত্র এক ফ্রেমে। মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে অজয় দেবগন ও সচিন তেন্ডুলকর



১১







১২ রাজ চক্রবর্তীর বাড়ির বিজয়ার আড্ডায় সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত মোহতা ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়

১৩ টানা বিদেশ টুরের পর বিশ্রামে সিধু

১৪ তিনি বরাবরই খাদ্যরসিক। ছবিতে সেই প্রমাণ দিলেন সৌমিত্র রায়





১৬

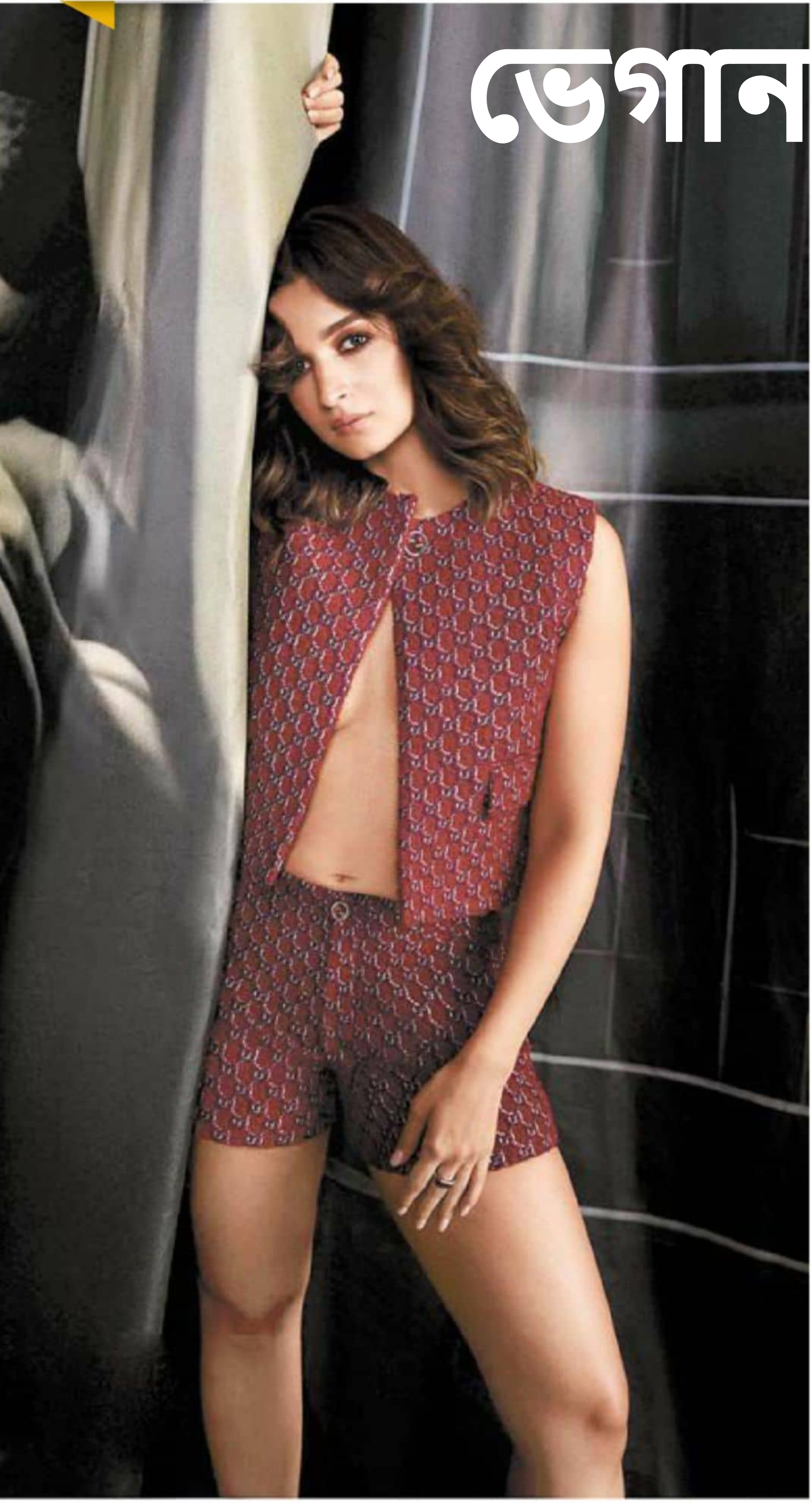


১৭

১৫ ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে রোজা পারমিতা দে, ঋক চট্টোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক অনীক দত্ত

১৬ হিন্দি ছবি ‘সানি সংস্কারী কী তুলসী কুমারী’র প্রচারে বরুণ ধওয়ান, সানয়া মলহোত্র, জাহ্নবী কপূর ও রোহিত শ্রফ

১৭ ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের ৩০ বছর পূর্তিতে ববি দেওল



ভেগান বিপ্লব

ভেগান ডায়েটে মজেছেন সিংহভাগ বলি তারকা। কী আছে এই ডায়েটে? নিরামিষের চেয়ে কতটা আলাদা এই খাবার? কেন গুরুত্বপূর্ণ? তারকাদের এই নতুন অবসেশনের কারণ নিয়ে লিখছেন **সায়ক বসু**

'ভেগানিজ়ম'... এই জ্বরে এখন পুড়ছে গোটা দেশ। বিশেষ করে বলিপাড়া। আগে একটা সময় ছিল, যখন নিরামিষ খাবার খাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হত। সেখানে পেঁয়াজ, রসুনকে বর্জন করা হত। এখনও হয় বটে, কিন্তু ভেগান এসে নিরামিষের জায়গাও নিয়ে নিয়েছে। আদতে কী এই ভেগান খাবার? অবশ্য একে ডায়েট না বলে জীবন যাপন বলাই ভাল। প্রাণী এবং প্রাণীদেহের যে-কোনও অংশ দিয়ে তৈরি সব পণ্য বর্জন করা হয় এই জীবনধারায়। মাছ-মাংস তো খাওয়া হয়ই না, ভেগানরা



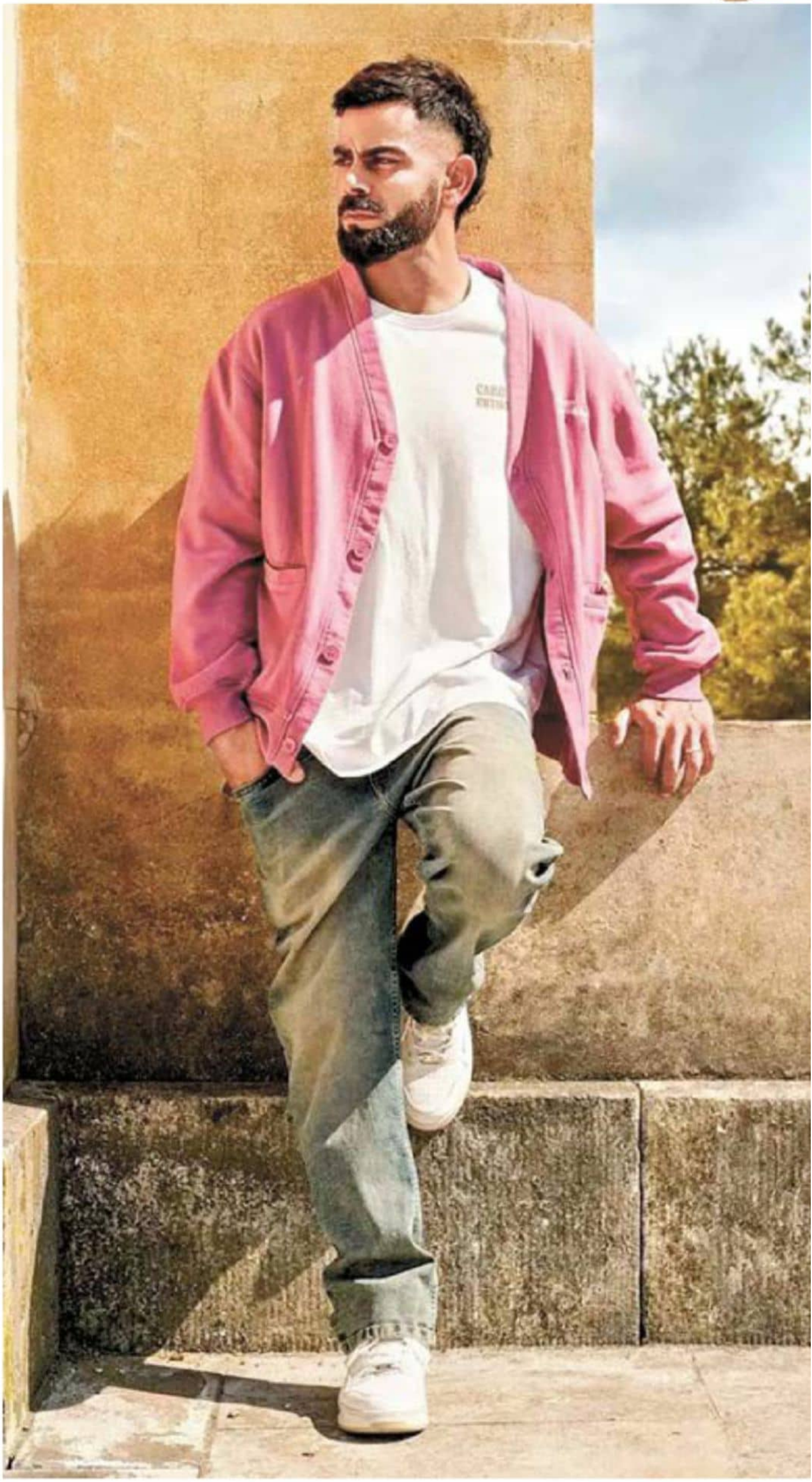
■ আলিয়া ভট্ট মেয়ের জন্মের সময় থেকে ভেগান

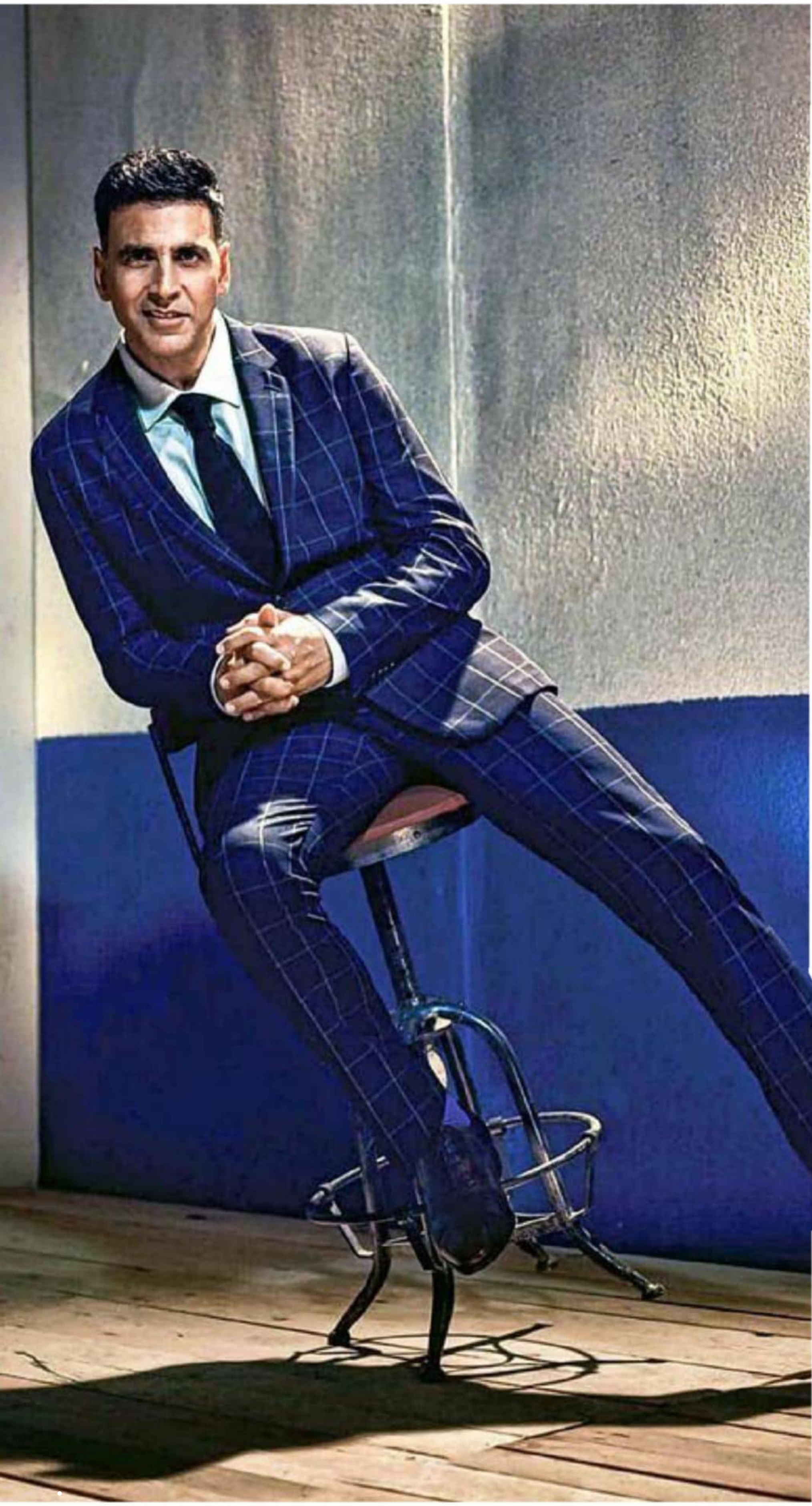


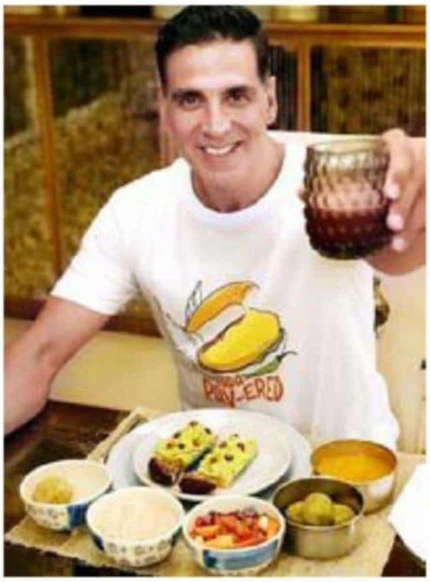
■ বিরাট কোহলি খুব নিয়ম মেনে খাবার খান

প্রাণীজাত দুধও খান না। ব্যবহার করেন না প্রাণীর লোম বা চামড়া দিয়ে তৈরি কোনও জিনিসপত্রও। মোট কথা, নিরামিষাশীরা যখন প্রাণিজ সব খাবার ও পণ্য বর্জন করেন, তাঁদেরই মূলত ভেগান বলা হয়। গোটা বিশ্বে ভেগান বা ভেগানিজ়ম এখন নতুন একটি ট্রেন্ড। ২০০৪ সালে এই দেশে গড়ে ওঠে প্রথম ভেগান সোসাইটি। শঙ্কর নারায়ণ তৈরি করেছিলেন দ্য সাত্তিক ভেগান সোসাইটি। সেখানে সমমনস্ক মানুষদের একত্র করা হয়েছিল। ২০১০ সালে জাতিসংঘ ভেগান ডায়েট নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, শরীর ভাল রাখতে, দীর্ঘ জীবন পেতে এই ডায়েটের কোনও বিকল্প নেই। পুষ্টির আদত উৎস আমিষ খাবার হলেও, পুষ্টিবিদেরা বলেছেন,

১৯৪৪ সালে ডোনাল্ড ওয়াটসনের উদ্যোগে ভেগান সোসাইটি গড়ে ওঠে। ২০১০ থেকে ভেগান ডায়েট নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়। আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র বলে, শাক সবজি, ফলে থাকা বিভিন্ন ফাইটোকেমিক্যালস শরীরের জন্যে অত্যন্ত উপকারী।এগুলি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এই কারণেই আমেরিকা, ইউরোপের মানুষদের মধ্যে ভেগান ডায়েট ক্রমশ অত্যন্ত জনপ্রিয় হচ্ছে।







■ করোনাকালে অক্ষয় নিজের খাদ্যাভ্যাস পাল্টে ফেলেন

দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে নিরামিষ খাবার খাওয়া যায়। আবার অনেকের মতে, প্রাণীজ প্রোটিন না খেলে শরীরের অনেক প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি হয়। তাই বলাই যায়, নিরামিষ-আমিষের দ্বন্দ্বের মাঝেই ভেগান খাদ্যাভ্যাস জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জনমত হল, ভেগান ডায়েটে থাকলে শরীর সুস্থ থাকে তো বটেই এমনকি, নিয়ন্ত্রণে থাকে ওজনও। তবে যা হয়, তখনও এই ধারা সেভাবে জনপ্রিয় হয়নি। সেটা এল জনপ্রিয় কিছু মুখের হাত ধরে। এই আইকন সর্বস্ব দেশে সেলিব্রিটিরাই তো সবচেয়ে বড় প্রচারক। তাই এই ট্রেন্ড পৌঁছে গেল বলি পাড়ায়। দেখা যাক, কোন কোন তারকা ভেগান জীবন যাপন করেন।

বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মা

এই দুই তারাকে একসঙ্গে নিয়ে লেখা শুরু করার কারণ একটাই, দেশের এই পাওয়ার কাপল একে অপরকে অনুপ্রাণিত করেন নিজেদের খাদ্যাভ্যাস বদলের ক্ষেত্রে। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি যে ফিটনেস বিপ্লব এনেছিলেন, তার পিছনে অবদান হিসেবে ধরা হয় নিরামিষ খাবারকে। কারণ একটা সময় অতিরিক্ত আমিষ খাবার খাওয়া বিরাটের পাকস্থলীতে এত বেশি অ্যাসিড তৈরি হচ্ছিল যে, তা নাকি ক্ষয় করে দিচ্ছিল তাঁর হাড়কে। তাই বাধ্য হয়ে বিরাট নিরামিষ খাওয়া শুরু করেন এবং পরে ধীরে ধীরে অনুষ্কা শর্মার অনুপ্রেরণায় চলে যান ভেগান ডায়েটে। এখন নাকি দেশ



অনুষ্কা শর্মা

বিদেশের নানা নামী খাবারই নাকি তাঁরা খান, কিন্তু প্রাণিজ প্রোটিনের বদলে সেখানে থাকেন উদ্ভিদ। প্রখ্যাত রন্ধনশিল্পী হর্ষ দীক্ষিত জানিয়েছেন, তিনি বিরুষ্কাকে ভিয়েতনামের 'ফো' খাবারটি রান্না করে খাইয়েছেন। কিন্তু সে রান্নার রেসিপির মূল উপকরণ সাপ! এবং খাবারের ব্রথে মুরগি আর গরুর মাংস থাকে। কিন্তু সেসব না করে উদ্ভিদ থেকে তৈরি মাংসের ফ্লেভার তিনি যোগ করেছেন ডিশে। এবং সাপের মাংসের বদলে ব্যবহার করেছেন স্নেক গোর্ড নামে পরিচিত সব্জিটিকেই (চিচিঙ্গে)। অনুষ্কা তো আবার বাদাম দুধ খেতে ভালবাসেন। এবং তিনি চিনি ব্যবহারও বন্ধ করে দিয়েছেন। তার বদলে নায়িকা আমরান্থ, বাজরা, জোয়ার এবং কিনোয়ার মতো শস্যের তৈরি খাবার খেতে পছন্দ করেন।



বিরাট ও অনুষ্কা সব ধরনের খাবার খান... কিন্তু সেসবই তৈরি হয় উদ্ভিদ থেকে

আলিয়া ভট্ট

করোনা কালের পর থেকেই ভেগান খাবারদাবার খান আলিয়া। যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, সেই সময় থেকে ভেগান খাবারের দিকে ঝোঁকেন। সে কথা সমাজ মাধ্যমে ফলাও করে বলেও ছিলেন যে, ভেগান খাবার কীভাবে তাঁর উপকার করেছে। সেসব নিয়ে তাঁর অনুরাগীরাও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। শারীরিক এই অবস্থায় যেখানে মাছ, মাংস, দুধের মতো খাবার বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা, সেখানে পছন্দের অভিনেত্রীর ভেগান খাবার



ভেগান ডায়েটের সুফল

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে: শাকসবজিতে থাকা বিভিন্ন ফাইটোকেমিক্যাল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

ডায়াবিটিসের ঝুঁকি: এই খাদ্যাভ্যাস দীর্ঘ দিন মেনে চললে নাকি টাইপ-২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমে। রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ক্যানসারের ঝুঁকি: এই ডায়েট নাকি ক্যানসার আটকায়। স্তন ক্যানসার, যোনি ক্যানসার, কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকটাই কমে।

হৃদ্‌রোগের প্রবণতা: ভেগান ডায়েটে তাজা শাকসবজি, ডাল এবং ফাইবার-সমৃদ্ধ খাবার বেশি মাত্রায় রাখা হয়। এই সব খাবার হার্টের পক্ষে বেশ ভাল।

অ্যালঝাইমার্সের ঝুঁকি কমে: কোভিড পরবর্তী সময়ে কমবয়সিদের মধ্যেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এই খাদ্যাভ্যাস সেই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

খাওয়া কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কেউ কেউ। আলিয়া অবশ্য জানিয়েছিলেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। এই ধরনের খাবার খেয়েই সবচেয়ে ভাল থাকেন তিনি। এমনকি নিজের বেবি শাওয়ার অনুষ্ঠানেও 'ভেগান থিম'কেই কেন্দ্রে রেখেছিলেন তিনি। এখনও এই খাদ্যাভ্যাস থেকে বেরোতে পারেননি নায়িকা।



■ আমির খান কি পুরোপুরি ভেগান?



■ রিতেশ ও জেনেলিয়া নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছেন ভেগান খাবার দিয়ে

জন এব্র্যাহাম

পশুপ্রেমী বলে পরিচিত জন অনেক বছর আগে থেকেই ভেগান জীবনধারায় বিশ্বাসী। বলিউডের ফিটনেস সচেতন অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম তিনি। ৪০ বছর পেরিয়েছে অনেক দিন আগেই। তবু জনের পেশিবহুল চেহারায় মুগ্ধ দর্শক। ভেগান হয়েও কী ভাবে নিজের এমন চেহারা তৈরি করলেন তিনি? অনেকের মনেই এই প্রশ্ন ঘোরে। একটি সাক্ষাৎকারে জন জানিয়েছেন, ভেগান খাবারই তাঁর চেহারার আসল রহস্য। তিনি প্রমাণ করতে চান মেদহীন শরীর তৈরি করতে প্রাণিজ প্রোটিন অপরিহার্য নয়। তাই ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার, ভেগান খাদ্যকেই সম্বল করেছেন তিনি। জনের মত, সময় লাগবে হয়তো, কিন্তু গোটা দেশ কিছুদিনের মধ্যেই ভেগান খাদ্যের উপকারিতা সম্পর্কে জানতে পারবে।



■ ভেগান খাবার

শ্রদ্ধা কপূর

বছর তিনেক আগে থেকে ভেগান ডায়েট শুরু করেছেন শ্রদ্ধা কপূর। প্রাণিজ কোনও খাবারই তিনি মুখে তোলেন না এই জীবন বেছে নেওয়ার পর থেকে। নায়িকার খাদ্যতালিকায় থাকে সুজি, চিঁড়ের পোলাও, খিচুড়ি, উপমার মতো খাবার। সঙ্গে থাকে ফলের রস। শ্রদ্ধার কাছের মানুষের বক্তব্য, এই যে বয়স ৪০-এর কাছকাছি হয়ে গেলেও, শ্রদ্ধাকে দেখে এখনও বছর ৩০-এর মনে হয়, এটা নাকি ভেগান খাদ্যাভ্যাসেরই সুফল। আজ পর্যন্ত কোনওদিন হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি শ্রদ্ধাকে। মুখে বলিরেখা তো দূরের কথা, সারা শরীরে ডার্ক প্যাচও নেই তাঁর। ৪০-এ 'বুড়িয়ে যাওয়া'র মিথকে কার্যত নস্যাৎ করে আজও নিজেকে ফিট রেখেছেন তিনি। গ্লুটেন মুক্ত পালংশাক, বিটের রস আর অনেক সবজির সঙ্গে আমলকি, আদা ও হলুদের জুস, পুদিনা দিয়ে লেবুর জল খান শ্রদ্ধা। শরীর হাইড্রেটেডও থাকে এতে। রাত্রে একেবারেই হালকা খাবার। আর ভাজাভুজি একদম বাদ। সন্ধেবেলা ইচ্ছে হলে, ভেজানো বাদাম,



■ শ্রদ্ধা কপুরের দাবি, ভেগান খাবার তাঁকে সুস্থ রেখেছে

মাখানা, ফলের রস– এই দিয়েই খিদে মেটান তিনি।

আমির খান

ভেগান খাদ্যাভ্যাসের তালিকায় যে এই নামটিও যে আছে, তা অনেকেরই অজানা। আমিরের ভেগান জীবনযাত্রার শুরুটা কয়েক বছর আগে হয়েছে। মাছ, মাংস এবং সব রকম দুগ্ধজাত খাবারকে জীবন থেকে অনেক দিন আগেই বিদায় জানিয়েছেন। বিরিয়ানিপ্রেমী আমিরের রোজের খাদ্যতালিকায় এখন থাকে সব্জি, বাদাম, বিভিন্ন ধরনের দানাশস্য। ২০১৫ সালে আমিরের প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাও এই খাদ্যের প্রতি তাঁর ভালবাসা গড়ে তোলেন। এমনিতেই আমির সবসময় পশু অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। সেখানে ভেগান জীবন তাঁর খুব কাছের বলে মনে হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, আমিরকে পুরোপুরি ভেগান বলা যায় কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ দইয়ের প্রতি ভালবাসা এখনও তিনি কমাতে পারেননি।

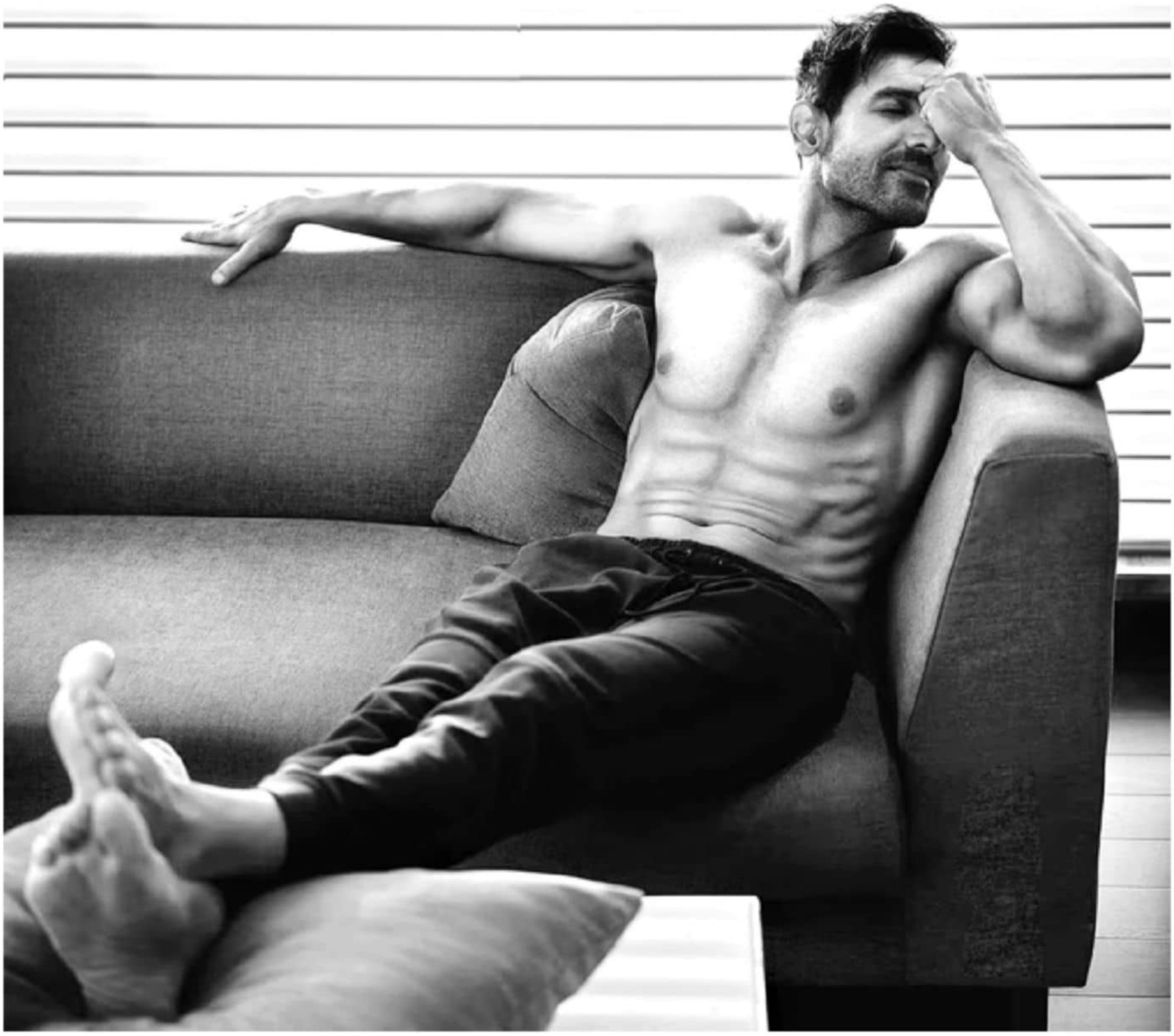
অক্ষয়কুমার

২০২০ সাল পর্যন্ত নিরামিষাশী ছিলেন অক্ষয়কুমার। কিন্তু ৫৩ বছর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলে ফেলেছেন । একটা সময় দুধ, ছানা খেতে ভালবাসতেন। এখনও বাসেন। কিন্তু এখন তাঁর খাওয়ার দুধ তৈরি হয় উদ্ভিদ থেকে। তবে অক্ষয় এখন মূলত দানাশস্যের উপরেই থাকেন। এবং প্রচুর ফল খান। শাকসব্জি এবং ফল অক্ষয়ের খাদ্যাভ্যাসের অপরিহার্য অংশ। এতে ফাইবার এবং জলের পরিমাণ বেশি, তবে ক্যালোরির মাত্রা কম। শাকসব্জি এবং ফলের এই গুণাগুণ সহজেই পেট ভরিয়ে দেয়, অনেক ক্ষণ পেট ভরাটও রাখে। অক্ষয়ের মত, আর পাঁচটা ডায়েটের তুলনায় এই ডায়েটে ক্যালোরি গ্রহণ বেশ কম হয়। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

রিতেশ দেশমুখ ও জেনেলিয়া ডি সুজ়া

বলিউডের এই জনপ্রিয় দম্পতি বহুদিন





■ জন এব্র্যাহাম

বিশ্বব্যাপী ভেগান তারকা

- আরিয়ানা গ্রান্ডে
- নাতালি পোর্টম্যান
- ইয়াকিন ফিনিক্স
- পামেলা অ্যান্ডারসন
- বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ
- মাইলি সাইরাস
- ভেনাস উইলিয়ামস
- সেরেনা উইলিয়ামস
- বেয়ন্সে
- লুইস হ্যামিলটন

ধরেই ভেগান খাবারের প্রচার করে চলেছেন। রিতেশ-জেনেলিয়া শুধু যে নিজেরা ভিগান খাবার খান, তাই নয়, নিজেদের সন্তানদেরও একই পন্থায় বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন। এবং এই জীবনধারায় বিশ্বাসী তাঁরা 'ইমাজিন মিট' নামক একটি উদ্ভিদ-ভিত্তিক মাংসের স্টার্ট-আপের পত্তনও করেছিলেন। এই স্টার্ট আপে মাটন-চিকেন-ফিশ... সব ফ্লেভারের খাবারই পাওয়া যায়। খেতে লাগে মাংসের মতোই। কিন্তু সেই সব খাবার উদ্ভিদ থেকে তৈরি। জেনেলিয়া মাংস ছেড়ে দিয়েছেন বহু বছর এবং সকলকে বুঝিয়েছেন যে, একটি সুষম ভারতীয় নিরামিষ ডায়েট থেকেই সব ধরনের প্রোটিন পাওয়া সম্ভব। যেহেতু তাঁরা বহু দিন ধরে PETA-র সঙ্গে যুক্ত, তাই পশু হত্যার বিরুদ্ধেও তাঁরা নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে পেরেছেন।

তবে ভেগানরা যে সব দিক থেকে ভাল আছেন এবং সুষম আহার পাচ্ছেন, তা মানতে নারাজ অনেকেই। কারণ এতে নাকি সভ্যতার যে স্বাভাবিক খাদ্য খাদক সম্পর্ক, তা ব্যাহত হচ্ছে অনেক সময়। এমনকি, উদ্ভিদ থেকে সম্পূর্ণ ভিটামিন ও প্রোটিন পাওয়া সম্ভবও হচ্ছে না। অনেক সময় ভিগানদের শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এই ট্রেন্ডে যে এখন অনেকেই গা ভাসিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। দেখা যাক, এই জোয়ারের ঢেউ ঠিক কতটা অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে জনজীবনে।



অভিজাত

শরারা-কামিজ় অভিজাতদের উৎসবের পোশাকে পরিণত হয়েছে। বিশেষত তারকাদের দীপাবলি উদ্‌যাপনে ট্রেন্ডিং পোশাক শরারা

মুঘল সাম্রাজ্যের সময়কালে এদেশে আসে 'শরারা'। পারসিকে এই শব্দের অর্থ 'যা বয়ে যায়'। ফ্লেয়ার-লেগড পাজামার সঙ্গে খাটো কামিজ় একসময় অভিজাত মুসলমান নারীদের পছন্দের পোশাক ছিল। একবিংশ শতকে বলিউডের হাত ধরে আবার এই পোশাক সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শরারা সাধারণত একটি 'ফেস্টিভ ওয়্যার'। গত কয়েক বছরের ট্রেন্ড দেখলে বোঝা যায়, দীপাবলিতে শাড়ি বা লেহেঙ্গার পরিবর্তে শরারা বেছে নিচ্ছেন বলিউডের ডিভারা। যেমন আলিয়া ভট্ট হলুদ সিল্কের শরারার উপর ফিটেড এমবেলিশড কুর্তি পরে দীপাবলি পালন করেছেন গত বছর। মলাইকা অরোরা এবং সোনাক্ষী সিনহা আবার সাবেক সিল্কের শরারার সঙ্গে ম্যাচিং লং স্লিভ কামিজ় এবং দুপাট্টা নিয়ে তৈরি করেছেন অভিজাত লুক।

শরারা







নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রীরা এই শরারা নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করেন। যেমন ম্রুণাল ঠাকুর করেছেন। ওয়াইড লেগড ডিজিট্যাল প্রিন্টেড শরারার উপর একই প্রিন্টের ব্রালেট এবং তার উপর অ্যাঙ্কল লেংথ শ্রাগ পরেছেন। শরারা আসলে বেশ ভারী পোশাক। পায়ের দিক চওড়া করতে অনেকখানি কাপড় ব্যবহার করা হয়। তেমনই লম্বা হাতা এবং আঁট হয় উপরের কামিজ়। ফলে তাঁকে ট্রেন্ডি এবং খোলামেলা করতে একটু এক্সপেরিমেন্ট তো করতেই হবে! আলিয়া এবং ম্রুণাল সেটাই করেছেন।





কৃতি স্যানন একটি শিয়ার জর্জেট ফ্যাব্রিকের শরারা পরেছেন, যার উপর ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি করা। তার উপর এমব্রয়ডারি করা স্ট্র্যাপি কুর্তি পরেছেন। সেই সঙ্গে নিয়েছেন নেটের দুপাট্টা। করিনা কপূর খান প্রথম শরারা পরেছিলেন বিয়ের সময়। পটৌডি পরিবারের সাবেক বেনারসি শরারা। তারপর থেকে তিনি শরারার প্রেমে পরেছেন। যেমন লটকম দেওয়া ফুলস্লিভ কামিজ়ের সঙ্গে একই রকম বেজ রঙের শরারা পরেছেন তিনি। দীপাবলিতে তিনি ফি-বছর এরকম নজরকাড়া শরারা-সাজে সামনে আসেন। বংশগরিমার এমন প্রদর্শন কি কারও নজর এড়ায়?



■ মীরাবাই চানু

রুপো পেলেন চানু

তিন বছর পরে বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে পদক পেলেন মীরাবাই চানু। ৪৮ কেজি বিভাগে রুপো জিতলেন ভারতের তারকা। নরওয়েতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তিনি মোট ১৯৯ কেজি ওজন তোলেন (৮৪ কেজি স্ন্যাচ, ১১৫ কেজি ক্লিন অ্যান্ড জার্ক)। এই নিয়ে বিশ্ব ভারোত্তোলনে তৃতীয় পদক পেলেন তিনি। ২০২২ থেকে এই বিভাগের প্রতিযোগিতায় দেশের ট্রোফি খরাও কাটল। চানু প্রথমে ৮৪ কেজি স্ন্যাচ দিয়ে শুরু করেন। কিন্তু এর পরে তিনি ৮৭ কেজি স্ন্যাচে দু'বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তৃতীয় স্থানে ছিলেন তিনি এই সময়। তিনি ফিরে এসেন এর পরে ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১০৯, ১১২ ও ১১৫ কেজি ওজন তুলে। তাঁর শেষ প্রয়াসে ১১৫ কেজি ওজন তোলার পরে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক এবং সব মিলিয়ে রুপো নিশ্চিত হয়ে যায়।

বিশ্বে বিরল

এশিয়া কাপ জেতার পরে, শুধু পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা না করার 'অপরাধ'-এ ভারতকে ট্রোফি দেওয়া হল না। বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে এরকম ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি। পহেলগাম ঘটনার প্রতিবাদে ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেট মাঠে নামলেও, কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে না তারা। এমনকি ট্রোফি জিতলেও, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মহসিন নকভির কাছ থেকে ট্রোফি নেবে না। কারণ মহসিন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এর জেরে মহসিন ট্রোফি নিয়ে চলে গেলেন, ভারতকে ট্রোফি দিলেন না। এদিকে পাকিস্তানকে এশিয়া কাপের সব ক'টি ম্যাচে হারিয়ে আক্ষরিক অর্থেই চ্যাম্পিয়ন হল সূর্যকুমার যাদবের ভারত। অদৃশ্য ট্রোফি নিয়েও সেলিব্রেট করেন তাঁরা।



■ ভারতীয় ক্রিকেট দলের জয়



■ সেই বিতর্কিত সেলিব্রেশন

বিতর্কিত সেলিব্রেশন

নেহাতই প্রদর্শনী একটি প্রতিযোগিতা। বিরাট কোনও ট্রোফিও ছিল না পুরস্কার হিসেবে। সেই দাবা প্রতিযোগিতায় আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারত ৫-০ ব্যবধানে হারল। এবং তাতে জিতে মার্কিন দাবাড়ু হিকারু নাকামুরা এক বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। ভারতীয় দাবাড়ু ডি গুকেশকে হারানোর পরে তাঁর 'রাজা' ঘুঁটি ছুড়ে মারলেন দর্শকদের দিকে। এই 'ঔদ্ধত্য' দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দাবাভক্তরা। রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার ভ্লাদিমির ক্রামনিকও বিষয়টি ভাল চোখে দেখেননি। আমেরিকা বনাম ভারত ম্যাচে দুই দেশের একাধিক বিখ্যাত দাবাড়ু অংশ নেন। ভারতের হয়ে লড়েছিলেন ডি গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি, দিব্যা দেশমুখরা। অন্যদিকে নাকামুরা ছাড়াও ফাবিয়ানো কারুয়ানা, কারিসা ওয়াইপ ছিলেন। সেখানে গুকেশের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইয়ে জেতেন নাকামুরা। গোটা ম্যাচটাই খুব হালকা চালে হয়েছিল। কিন্তু নাকামুরা জিততেই গুকেশের 'রাজা' দর্শকদের দিকে ছুড়ে মারেন। এবং নাকামুরা এই নিয়ে অনুতপ্তও নন।



ইতিহাসে তিরন্দাজি

বিশ্ব প্যারা-তিরন্দাজিতে সোনা জিতে ভারতের শীতলদেবী ইতিহাস গড়লেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তিনি। বিশ্বের এক নম্বর তিরন্দাজ ওজ়নুর কিউরে গির্ডিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শীতল। কম্পাউন্ড তিরন্দাজির ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে তিনি জিতেছেন ১৪৬-১৪৩ ফলে। প্রতিযোগিতায় শীতলই একমাত্র তিরন্দাজ, যাঁর দু'টি হাত নেই। পা ও থুতনির সাহায্যে লক্ষ্যে তির ছোড়েন তিনি। অন্যদিকে কম্পাউন্ড তিরন্দাজির মেয়েদের দলগত বিভাগে রানার্স হয়েছেন শীতল ও সারিতাদেবী। তুরস্কের কাছে হেরেছেন তাঁরা। তবে শীতলের এই কীর্তিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হল।

■ শীতলদেবী

রোহিত জমানার ইতি

ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা সাদা বলের অধিনায়ককে সরে যেতে হল ট্রোফি জেতানোর পরেই। এটা কি প্রাপ্য রোহিত শর্মার?



রোহিত থেকে হাত থেকে ব্যাটন এবার শুভমনের হাতে



২০১৭ সালে প্রথমবার ওয়ান ডে ক্রিকেটে ভারতের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। পরে ২০২১ সালে বিরাট কোহলিকে সরিয়ে পাকাপাকিভাবে ভারতের একদিনের দলের অধিনায়ক করা হয় তাঁকে। সেই সময় থেকে, মানে ২০১৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫৬টি একদিনের ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত। তাঁর নেতৃত্বে ভারত জিতেছে ৪২ ম্যাচ। পরাজয় ১২ ম্যাচে। একটি ম্যাচ টাই হয়েছিল। কোনও ফলাফল হয়নি একটি ম্যাচে। সব মিলিয়ে অধিনায়ক রোহিতের জয়ের হার ৭৫ শতাংশ! গত ২০২৩ সাল থেকে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি জেতা পর্যন্ত, ২৫টি সাদা বলের ক্রিকেট ম্যাচ খেলে তাঁর নেতৃত্বে ভারত জিতেছে ২৩টি ম্যাচে। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি জিতে, আইসিসি ট্রোফি জেতার ক্ষেত্রে ভারতের খরাও কাটিয়েছেন। অথচ সেই ট্রোফি জয়ী অধিনায়ককেই কিনা আগামী অস্ট্রেলিয়ার সফরে ছেঁটে ফেলা হল! ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের কথা ভেবে রোহিতকে সরিয়ে শুভমন গিলকে যেভাবে অধিনায়ক বানানো হয়েছে, তাতে বিতর্কের আগুন নিভছে না কোনওভাবেই। কারণ এর পিছনে অনেকেই কোচ গৌতম গম্ভীরের হাত দেখছেন। কারণ গৌতম সুপারস্টার সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী এবং তিনি এখন থেকেই ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের রোডম্যাপ সাজিয়ে নিতে চাইছেন। কিন্তু রোহিত এবং বিরাট কোহলিকে যেভাবে শুধু দলে রেখে দেওয়া হল, তা কি তাঁদের প্রাপ্য সত্যিই? বিশেষ করে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি তাঁদের যা অবদান, তাতে? এমনিতেই সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া আর কোনও খেলোয়াড়কেই বিদায়ী সম্বর্ধনা দেয়নি



■ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি



■ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে রোহিতের?



■ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি জেতার পর দলের সঙ্গে রোহিত। নীচে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কামিন্সের সঙ্গে



■ বন্ধু ও কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে



ভারতীয় ক্রিকেট। রোহিত-বিরাট ব্যতিক্রম হবেন না, জানা কথা। কিন্তু যে সিরিজ়টিকেই এই দুই খেলোয়াড়ের শেষ সিরিজ় বলে মনে করা হচ্ছে, সেখানে রোহিতকে অধিনায়ক রেখে দিলে তো বিতর্কও এড়ানো যেত এবং শুভমনও তৈরি হয়ে যেতে পারতেন! কিন্তু যা হয়, রোহিত এখন মানসিকভাবে অনেকটাই দূরে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। নয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি জেতার কৃতিত্বও নিজের পূর্ব কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে দিতেন না (ওই সময় ভারতীয় দলের কোচ গম্ভীর ছিলেন)। বোঝাই যাচ্ছে, এভাবে বিদায় নিয়ে খুশি নন রোহিত। দেখা যাক, তিনি খেলোয়াড় হিসেবে কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন ভারতীয় দলে।

প্রাপ্তি, প্রত্যাশা, প্রতিকূলতা আর স্মৃতির

সিরিজ় হোক বা সিনেমা, নানাবিধ চরিত্রে যাঁরা বড় মাপের ছাপ ফেলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম **দেবরাজ ভট্টাচার্য** এবং **ঐশ্বর্য সেন**। নতুন সিরিজ় মুক্তি পেয়েছে তাঁদের। সিরিজ়ে না হলেও, সাক্ষাৎকারে তাঁরা ধরা দিলেন জুটিতে। বললেন মনের কথা। তাঁদের মুখোমুখি সাগরিকা চক্রবর্তী

সাক্ষাৎকার শুরুর আগেই ছবির তোলার পর্বটা সেরে ফেলতে চান দু'জনে। কারণ একটানা সাক্ষাৎকারে বেশ ক্লান্ত। "আমরা কিন্তু জুটি হিসেবে কাজ করিনি"! এক সঙ্গে দাঁড়াতে বলায়, করুণ হয়ে এমনটাই জানালেন অভিনেতা, তথা গায়ক দেবরাজ ভট্টাচার্য। তবে সুন্দর ছবি তুলতে যে তাঁদের আপত্তি নেই, সে কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন ঐশ্বর্য। কারণ 'ভূত তেরিকি'তে জুটি হিসেবে না হলেও, একসঙ্গে তো প্রথমবারই কাজ করলেন তাঁরা!

প্র ভূত নিয়ে ভয়ের বা মজার কোনও স্মৃতি রয়েছে?

ঐশ্বর্য: আমি খুব ভিতু এবং অবশ্যই ভূতকে ভয় পাই। ভূত নিয়ে কোনও মজার বা ভয়ের স্মৃতি নেই ঠিকই, তবে আমি চাইও না কোনওদিন তা হোক।

দেবরাজ: আমি আবার এই ভূত বিষয়টাকেই বিশ্বাস করি না। তাই তা নিয়ে আতঙ্ক বা ভয় তো আমার নেই-ই। এখনও পর্যন্ত কোনও অভিজ্ঞতাও হয়নি। এখন যদি এখানে সবটা অন্ধকার হয়ে যায়, আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্র ভূত ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় রয়েছে?

দেবরাজ: (খানিক হেসে) হ্যাঁ, মানুষ মানেই মনে ভয় তো রয়েছে। আমার কাছে তো প্রতিদিন বেঁচে থাকা, জীবনযাপন করাটাও ভয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছে! এখন রোজই ভয়ঙ্করভাবে দিনযাপন করে চলেছি।

ঐশ্বর্য: আমি দেবরাজদার সঙ্গে একেবারে সহমত পোষণ করছি। গত বছর থেকে এখনও পর্যন্ত যা যা ঘটে চলেছে, খবরের চ্যানেল খুললে বা খবরে কাগজ খুললে যা যা পড়ছি, দেখছি, শুনছি... তাতে আতঙ্ক দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভূতের ভয়ের চেয়েও আশেপাশের ঘটনাগুলো যেন বেশি আতঙ্কের।

প্র দেবরাজ তো 'বল্লভপুরের রূপকথা'র পর আবারও একই ঘরানার গল্পে কাজ করলেন। ঐশ্বর্য যদিও প্রথমবার। এই ধরনের কাজের সংখ্যা বাংলায় কম। মেকিং নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অ্যাকশন, থ্রিলার, রোম্যান্সের মাঝে এই ধরনের প্রোজেক্টে কাজ করাটা কতটা তৃপ্তির?



■ 'ভূত তেরিকি' সিরিজ়ের চরিত্ররা



দেবরাজ: হ্যাঁ 'বল্লভপুরের রূপকথা'র পর এইরকম হরর-কমেডিতে দ্বিতীয়বার কাজ করলাম। এই ধরনের কাজ করতে অদ্ভুতভাবে ভাল লাগে। আসলে হরর-কমেডি হলে ভয় কম, মজা বেশি থাকে। ঠিক যেমনভাবে বাংলায় 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর মতো জনপ্রিয় ছবি তৈরি হয়েছে। এছাড়াও হিন্দিতে 'স্ত্রী'র মতো ছবি রয়েছে। সেখানে অবশ্য ভয়টা কিছুটা বেশি। মূলত মজার ছলে বাংলায় যে সব ভূতের ছবি বা সিরিজ় বানানো হয়, তা বেশ ভাল। এই ধরনের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও এটাই বলতাম। তাছাড়া ভাল অভিনেতা, অনির্বাণের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তো ভাল হবেই।

ঐশ্বর্য: এই ঘরানার ছবিতে আমি প্রথমবার কাজ করলাম। অনেকেই হয়তো জানে না, আমি 'বল্লভপুরের রূপকথা'র জন্য অডিশন দিয়েছিলাম। দেবরাজদাও হয়তো জানত না।

দেবরাজ: না, আমি এটা জানতাম।

ঐশ্বর্য: ওটা আমার খুব পছন্দের একটা ছবি। আমি সেই সময় সিলেক্ট হইনি। তখন থেকেই এই ধরনের কাজ করার ইচ্ছে প্রবল। তাছাড়া অনির্বাণদা, দেবরাজদার মতো মানুষদের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছেও ছিল।

প্র এরকমই মনে থেকে যাবে, এমন আর কোনও অতীত রয়েছে আপনাদের?

ঐশ্বর্য: হ্যাঁ, আমার তো অবশ্যই আছে। কেরিয়ারের শুরুতে অনেক অডিশন দিয়েছিলাম। কিন্তু টেলিভিশন থেকে প্রথম যে-দিন সুযোগটা পাই, সে-দিন ছিল আমার জন্মদিন। জন্মদিনের সেরা উপহার হয়েই থাকবে ওটা।

দেবরাজ: স্মৃতির কথা বললে তালিকা শেষ হবে না। সেই তালিকায় প্রথমে রয়েছে 'বিবাহ অভিযান'। বিরসাদা আমাকে ফোন করেছিলেন ওই ছবির টাইটেল ট্র্যাকটা গাওয়ার জন্য। ওটা আমার প্রথম কল। তারপর তো ওই ছবিতে অভিনয়ও করি। তারপরে আমার মনে রাখার মতো বড় ব্রেক 'বল্লভপুরের রূপকথা'। মাঝে অনেক কাজ



পাতা: দেবরাজ ভট্টাচার্য ও ঐশ্বর্য সেন



■ ফোটো: অনির্বাণ সাহা

■ দেবরাজ এবং ঐশ্বর্য

করেছিলাম। কিন্তু সবই ছোট। তো সেই সময়ে একটা হল ভিজিটে গিয়েছি। হঠাৎ সিনেমা হলে একটা ভিড় দেখছি 'দেবরাজদা, দেবরাজদা' বলে হাত নাড়ছে, আর ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম ওই ভিড়ে আমি আটকে পড়েছি। আমার সঙ্গে সত্যমও। অনির্বাণ আবার এই ব্যাপারগুলো ভাল জানে, টুক করে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। শেষে সিকিউরিটি এসে আমাদের বের করে। এটা আমার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর স্মৃতিও।

প্র এই প্রাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছনোর আগে সকলেরই একটা স্ট্রাগল পিরিয়ড থাকে। আপনাদের সেই সময়টা কেমন ছিল?

দেবরাজ: এটা অনেক বড় গল্প। তবে স্ট্রাগল তো সবার জীবনেই রয়েছে। আমার মনে হয়, যে সোনার চামচ মুখে নিয়ে বড় হয়েছে, সেও



■ 'আমার বস' ছবিতে ঐশ্বর্য, সঙ্গে রাখি ও শিবপ্রসাদ

প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এমন নয় জল-মুড়ি খেয়ে কষ্ট করে পড়ে থেকেছি। কিন্তু হ্যাঁ, লড়েছি। আর প্রতিকূলতা তো জীবনের একটা অংশ। অভিনয় করে বাঁচবে বা শিল্প সাহিত্যের মধ্যে বাঁচবে... এই জীবনটা বেছে নেওয়াটাই কঠিন। আর্থিকভাবে সচ্ছল কোনও পেশা বেছে না নিয়ে, এরকম অনিশ্চিত জীবনকে বেছে নেওয়াই বড় সিদ্ধান্ত এবং আমার ভাষায় স্ট্রাগল ওটাই। আর আমরা যারা এই অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে টিকে রয়েছি, তাঁদের যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্য।



ফোটো: অনির্বাণ সাহা

প্র কিন্তু আপনার তো গানটাই প্রথম পরিচিতি এবং পেশাও বলা চলে...

দেবরাজ: না, একেবারেই ভুল। আমি বরাবর অভিনয়ই শিখেছি।

ঐশ্বর্য: কী! এটা সত্যি?

দেবরাজ: ১৯৯৮ সাল থেকে আমি থিয়েটার করছি। আজ পর্যন্ত কোনওদিন গান শিখিনি। আমার গানের গুরু, আমার কান। শুনে শিখেছি সবটাই। এতদিন পর্যন্ত যে স্ট্রাগলটা আমি করেছি, তা গানের জন্য নয়, অভিনয়ের জন্য। ৩৯ বছর বয়সে যতটুকু পাচ্ছি তা আমার মতো যাঁরা লড়াইয়ে টিকে আছেন, তাঁদের সকলের সুবাদে।

ঐশ্বর্য: আমার জার্নিটাকে আমি কিন্তু একেবারেই স্ট্রাগল হিসেবে দেখি না। কারণ আমি তো ছোট থেকেই অভিনেত্রী হতে চেয়েছি। তাই তার জন্য যা-যা করার দরকার, সব প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু দেবরাজদা যেটা বলল, সেই টিকে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু পেয়ে যাওয়ার পর, হাল ছেড়ে দিলে হয় না।

প্র টিকে থাকার লড়াইয়ে কাজ না পাওয়ার লড়াইটা তো থাকে?

দেবরাজ: আমি না পাওয়াটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ওটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এতটাই মজবুত যে, এই এইটুকু পাওয়ায় আমার 'না পাওয়া'কে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এসব আমাকে বিচলিত করে না। এইটুকু একটা জায়গা, সেখানে এত লোকের ভিড়... এগুলো তো হবেই। কারও মনে হবে এত ছোট রোলে হবে না, কারও মনে হবে এই বাজেটে পোষাবে না। আমার এসব নেই। এই যেটা ঐশ্বর্য বলল, সব জেনেই তো এসেছি। এখন ভেবে কী হবে!



'হুলিগানিজ়ম' টিমের বিদেশ টুরে অনির্বাণ, দেবরাজ ও অন্যান্যরা

ঐশ্বর্য: আর, কারও ভাল হচ্ছে, আমার কেন হচ্ছে না, এটা ভেবে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা বৃথা। হয়তো আমি এখানে বসেও জানি না পরে কী কাজ পাব, আদৌ পাব কিনা। কিন্তু এখন যেটা পাচ্ছি, সেটাই উপভোগ করব।

দেবরাজ: বাঙালি জাতি নিজে কী পাচ্ছে না সেটা নিয়ে না ভেবে, বিপরীতের মানুষটা কী পাচ্ছে সেটা নিয়ে ভাবে। এটাই বন্ধ করতে হবে। কাজের প্রতি সৎ থাকলেই সাফল্য আসবে।

ম্যাজিক চিকেন ফ্রাই: প্রাজক্তা কোলি

কনটেন্ট ক্রিয়েটর থেকে অভিনেত্রী হওয়া প্রাজক্তা কোলি এখন সকলের প্রিয়। তিনি এখন তারকা। যদিও আগে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছু কম ছিল না। কিন্তু তারকা মানেই তো বাড়তি আকর্ষণ! এই যেমন প্রাজক্তার মায়ের হাতের তৈরি প্রিয় ম্যাজিক চিকেন ফ্রাই নিয়েও অনুরাগীদের কৌতুহলের শেষ নেই





বোনলেস চিকেন



আদা-রসুন বাটা



ম্যাজিক মশলা

প্রাজক্তা কোলি বাড়ির খাবার খেতেই বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু বাড়ির খাবার হলেও, তা হতে হবে মুখরোচক। তবে নতুন প্রাজক্তা কোলিকে দেখলে চেনা দায়। খাবারে রাশ টেনে, ওজন কমিয়ে, তিনি এখন স্বাস্থ্য সচেতন। কিন্তু তাতে কী? মায়ের হাতের ম্যাজিক চিকেন ফ্রাই তাঁর চাই-ই চাই। সন্ধের কফি-পাতে এই স্ন্যাক্স থাকলে, জমে যাবে আড্ডাটা।

উপকরণ:

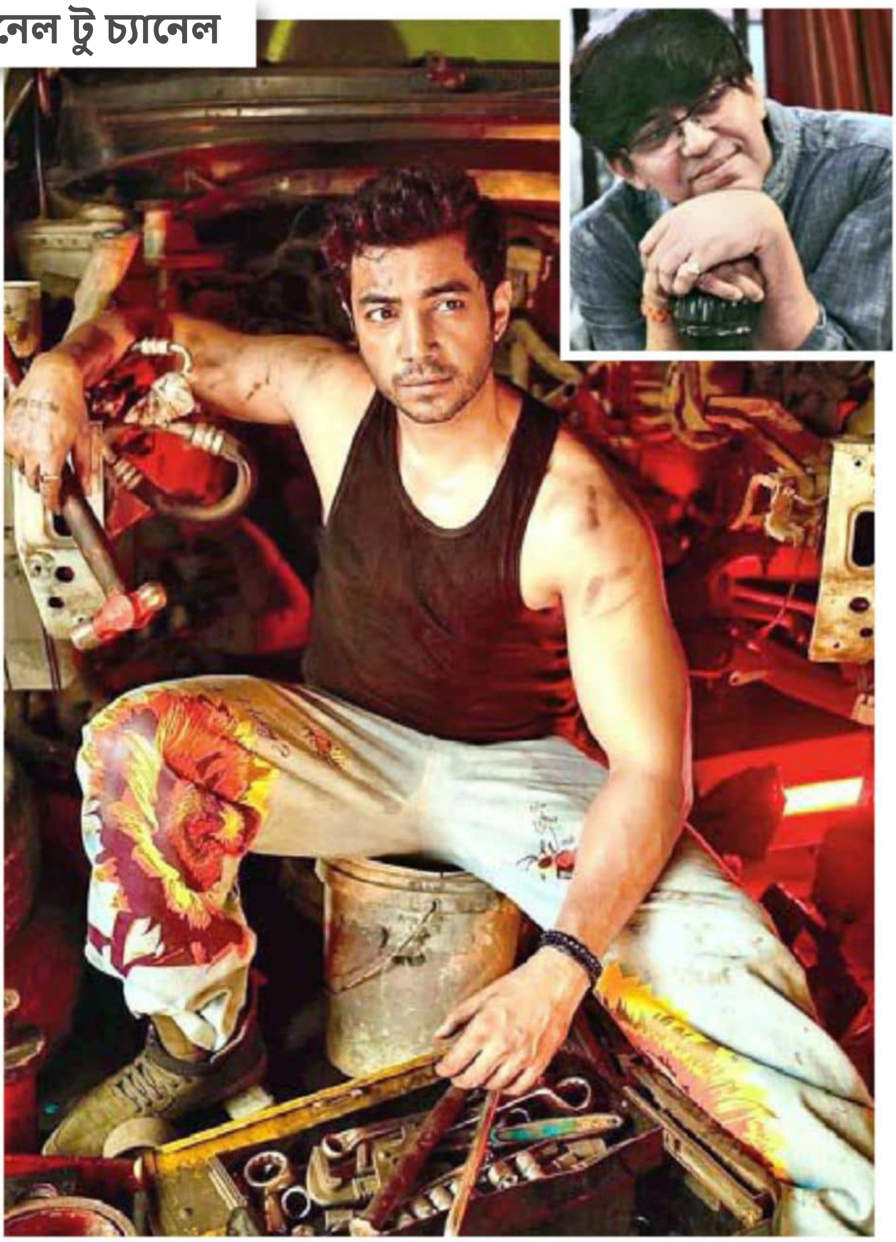
বোনলেস চিকেন ৩০০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ৫ টেবিল চামচ, নুন স্বাদ মতো, কাঁচালঙ্কা বাটা ২ টেবিল চামচ, ভিনিগার ৩ টেবিল চামচ, গোটা জিরে ১ চামচ, ধনে ১ চামচ, মেথি দানা ১ চামচ, মৌরি ১ চামচ, শুকনো লঙ্কা ১ চামচ, গোটা গোলমরিচ ১ চামচ, ছোট এলাচ ৩-৪ টে, দারুচিনি ২ টো, লবঙ্গ ২ টো, সাদা তেল পরিমাণ মতো

প্রণালী:

প্রথমে চিকেনগুলো ভাল করে ধুয়ে, ভিনিগার, আদা-রসুন বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, নুন ও অল্প তেল দিয়ে ভাল করে ম্যারিনেট করে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য রেখে দিতে হবে। ও দিকে এই সময় বানিয়ে নিতে হবে ম্যাজিক মশলা। কড়াইতে গোটা জিরে, ধনে, মৌরি, মেথি, শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, ছোট এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, সব কিছু শুকনো খোলায় ভাল করে নেড়ে নিতে হবে। এবার ওই মশলার একটি ভাল গুড়ো বানালেই তৈরি ম্যাজিক মশলা। ম্যারিনেট করা মাংসে এই মশলাটা দিয়ে দিতে হবে। এরপর মাংসটা আবারও ভাল করে মাখিয়ে নিতে হবে। দু'ঘণ্টা পর কড়াইতে তেল গরম করে, গরম তেলে এক এক করে চিকেনের টুকরোগুলো ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ম্যাজিক চিকেন ফ্রাই।



প্রাজক্তা কোহলি



■ রোহন ভট্টাচার্য, স্নেহাশিস চক্রবর্তী (ইনসেটে)

রোহন বনাম স্নেহাশিস

স্নেহাশিস চক্রবর্তীর হাত ধরেই অভিনয় জীবনের শুরুতে পরিচিতি পেয়েছেন রোহন ভট্টাচার্য। আর তাঁকেই এখন অমান্য করলেন রোহন? এক সময় স্নেহাশিস চক্রবর্তী পরিচালিত 'ভজ গোবিন্দ' ধারাবাহিক করেই রোহনের পরিচিতির শুরু। ঠিক যেমন ভাবে তৃণা, প্রতীক, অঙ্কিতা, হিয়া, শ্বেতার মতো অভিনেতাদের অভিনয় জীবনের শুরুতেই জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছেন পরিচালক, তেমনটা রোহনের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। কিন্তু হঠাৎই ক্ষুব্ধ পরিচালক নাকি জানিয়েছেন, তিনি চাইলেই আরও ১০০ টা রোহন তৈরি করতে পারবেন! মুহূর্তেই ভাইরাল সেই খবর। কেন ক্ষুব্ধ তিনি? স্নেহাশিসের বর্তমান ধারাবাহিক 'পরশুরাম'-এ ইন্দ্রজিতের বদলে প্রথম প্রস্তাব গিয়েছিল রোহনের কাছে। কিন্তু অন্য কাজের অজুহাত দেখিয়ে, সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন অভিনেতা। সেই থেকেই নাকি মনোমালিন্যের শুরু। যাঁর পরিচালনায় কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন অভিনেতারা, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন তো বটেই। অথচ পরে এই খবরের সত্যতা যাচাই করার সময় পরিচালক ও অভিনেতা, দু'জনেই পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করেন। বলেন, এমন কোনও ঘটনা নাকি ঘটেইনি। তবে রোহন কাজটি করছেন না। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, 'পরশুরাম'-এর মতো অ্যাকশন ধারাবাহিকে অভিনয় করলে রোহনের কেরিয়ার আরও মজবুত হত।

বড় কাজের শুরু

ছোটপর্দার পরিচিত মুখ শ্রীমা ভট্টাচার্য। একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বিরতি নিয়েছিলেন একটানা ধারাবাহিকের কাজ থেকে। সুস্থ হয়ে আর ধারাবাহিকে ফেরেননি। এখন শোনা যাচ্ছে, শ্রীমার হাতে পরপর তিনটি ছবির কাজ। তাঁর কেরিয়ারে পরপর তিনটি বাংলা ছবির কাজ এই প্রথম। বড় মাপের না হলেও, এই কাজগুলোয় নাকচ করেননি অভিনেত্রী। জানা গিয়েছে, শৌর্য দেব পরিচালিত 'প্রোমোটার বৌদি', সৌম্যজিৎ আদক পরিচালিত 'টেক কেয়ার ভালবাসা' এবং মৈনাক ভৌমিকের 'মেড ইন কলকাতা', এই তিনটি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শ্রীমা। আপাতত ছোটপর্দায় তাঁর দেখা মিলবে না। ছবির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অভিনেত্রী।

■ শ্রীমা ভট্টাচার্য







■ ‘রাঙামতি তিরন্দাজ’ এবং ‘পরশুরাম’ ধারাবাহিকের দৃশ্য

শেষের পথে

শেষ হচ্ছে দর্শকদের পছন্দের এবং এক সময়ের টিআরপি ব্রেকিং ধারাবাহিক ‘কথা’। দর্শকদের মন খারাপ তো রয়েইছে, চোখের জল ফেলছেন ধারাবাহিকের কলাকুশলীও। বিশেষত মুখ্য চরিত্রে থাকা সাহেব ভট্টাচার্য এবং সুস্মিতা দে। এই ধারাবাহিকে তাঁদের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রির পাশাপাশি, অফস্ক্রিন সম্পর্ক নিয়েও জল্পনার শেষ ছিল না। তবে সে সব ধীরে ধীরে শেষ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শেষ দিনের শুটিং সম্পন্ন করেছে টিম ‘কথা’। এক সময় এই ধারাবাহিক শীর্ষে থাকলেও, এখন এটি বন্ধের অন্যতম কারণ খারাপ টিআরপি। শেষ কয়েক মাসে অত্যাধিক মাত্রায় টিআরপি ড্রপ করেছিল ‘কথা’র। তাই কিছুটা দ্রুততায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।



■ ‘কথা’ ধারাবাহিকের একটি দৃশ্যে সাহেব-সুস্মিতা

লড়াই চলবে

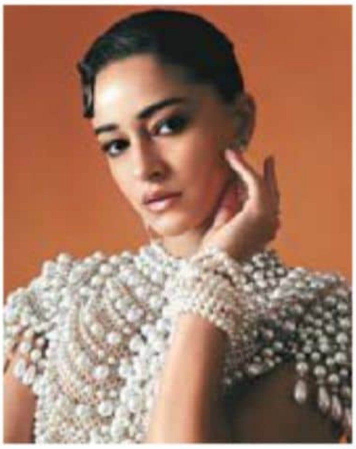
প্রথম সারির ধারাবাহিক মানেই অ্যাকশন। ‘জগদ্ধাত্রী’, ‘পরশুরাম’-এর মতো ধারাবাহিক শেষ কয়েক মাসে সেটাই প্রমাণ করেছে। নতুন, ভিন্ন স্বাদের অন্য ধারাবাহিক এলেও, অ্যাকশনধর্মী সিরিয়ালের সাফল্যে এতদিন ভাটা পড়েনি। কিন্তু দু’-একটা অন্যরকম ধারাবাহিকের কাছে এবার হার শিকার করেছে অঙ্কিতা মল্লিক (‘জগদ্ধাত্রী’) এবং ইন্দ্রজিৎ বসুর (‘পরশুরাম’) অ্যাকশন। এর মধ্যে প্রথমেই আছে পারিবারিক গল্প নিয়ে তৈরি ‘পরিণীতা’। তবে এখনও রাজনন্দিনী পালের ‘রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী’ টিআরপি তালিকার শুরুর দিকে আছে। তবে খবর হল, প্রথম দিকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকলেও, পুজোর মরশুমে টিআরপি-র দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে ‘রাঙামতি তিরন্দাজ’। অতি সাধারণ মানের গল্প হলেও দর্শকদের বেশ পছন্দ হচ্ছে এই ধারাবাহিকটি। বলা বাহুল্য, অ্যাকশন ভুলে দর্শকরা এখন অন্য স্বাদে ডুব দিচ্ছেন।

অন্য জন্মদিন

বাড়িতে অশৌচ। তাই বাড়ির দুর্গাপুজোর কোনও কাজে এবার অংশগ্রহণ করেননি শ্রুতি দাস। কিন্তু তাতে কী? তিনি তো এখন নতুন ধারাবাহিকের মাধ্যমে জনপ্রিয়তার শিখরে। সদ্য শুরু হয়েছে তাঁর ধারাবাহিক ‘জোয়ার-ভাঁটা’। যেখানে আরাত্রিকা এবং তিনি একই সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে। তাই তো এখন শ্রুতি যা করছেন, সেটাই ভাইরাল। শ্রুতির বাড়ির পুজোতে তারকাদের সমাগম হয় প্রতিবারই। এরই মধ্যে আবার জন্মদিনও পুজোতেই। জন্মদিন উদ্‌যাপনের মধ্যে নতুন কিছুই নেই। কিন্তু শ্রুতির আবদার ছিল ঠাকুরের সামনে কেক কাটবেন, আর প্রথম কেক নিবেদন করেছেন ঠাকুরকেই। ইন্ডাস্ট্রির কাছের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর এই অভিনব জন্মদিন উদ্‌যাপন, মুহূর্তেই ভাইরাল। বিশেষত প্রতিমাকে কেক খাওয়াতে যাওয়ার মুহূর্তটি। এছাড়াও তাঁর বাড়ির পুজোয় অনস্ক্রিন বোন আরাত্রিকার উপস্থিতি অনুরাগীদের মন ভাল করে দিয়েছে।



■ জন্মদিনে শ্রুতি দাস



‘চাঁদনি বার’-এর সিকোয়েল

‘চাঁদনি বার’-এর সিকোয়েল নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। ২০০১ সালে এই ছবির মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছিলেন তব্বু। পেয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কারও। মধুর ভান্ডারকর পরিচালিত সেই হিট ছবির সিকোয়েল পরিকল্পনা করছেন নির্মাতারা। ‘মুমতাজ়’-এর চরিত্রে তব্বু থাকলেও, এই ছবির সঙ্গে নব প্রজন্মের যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এবং সেই নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রথমেই এসেছে অনন্যা পাণ্ডের নাম। অনন্যা পাণ্ডে ছাড়াও প্রতিযোগিতায় রয়েছেন শর্বরী ওয়াঘ এবং তৃপ্তি দিমরি। ইতিমধ্যে তব্বুর সঙ্গে নির্মাতাদের প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হয়েছে। ২৫ বছর পরেও থাকবে প্রথম পর্বের রেশ। তবে এর বেশি তথ্য প্রকাশ্যে আনেননি কেউ।



তব্বু, অনন্যা পাণ্ডে (ইনসেটে)

প্রাক্তনদের পুনর্মিলন

প্রাক্তনের পুনর্মিলন নতুন কিছু নয়। ঠিক যেমনভাবে ‘নয়না’ আর ‘বানি’কে আবারও একসঙ্গে দেখা গেল। এই পুনর্মিলন অবাক করার মতোই! কথা হচ্ছে, দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর কপূরকে নিয়ে। বিচ্ছেদ হয়েছে অনেক বছর আগেই। অথচ আজও তাঁদের পুরনো প্রেম চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। দু’জনের মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। কিন্তু উষ্ণ আলিঙ্গনে সেই দূরত্ব যে মুহূর্তেই ঘুচে যাবে, তা কি কেউ জানত! সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা হয় তাঁদের। দীপিকাকে দেখেই ছুটে যান রণবীর। জড়িয়ে ধরেন। দু’বার তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। শেষে দীপিকা রণবীরে উদ্দেশে বলেছেন, ‘আবার দেখা হবে।’ তাতে সম্মতি জানিয়েছেন রণবীরও।



রণবীর-দীপিকা, বিমানবন্দরের মুহূর্ত (ইনসেটে)

বাদ আলিয়া

নাগ অশ্বিনের পরবর্তী ছবি থেকে বাদ পড়লেন আলিয়া ভট্ট। দীপিকার মতো আলিয়াকেও নিজের ছবি থেকে বাদ দিলেন পরিচালক। ‘কল্কি’র সিকোয়েলের পাশাপাশি নাগ অশ্বিনের পরের প্রজেক্ট নারীকেন্দ্রিক ছবি। এই ছবির মুখ্য চরিত্র হিসেবে আলিয়ার সঙ্গে কথা এগোলেও, শোনা যাচ্ছে আলিয়ার পরিবর্তে সাই পল্লবীকেই চূড়ান্ত করেছেন পরিচালক। সামনেই মুক্তি পাবে আলিয়ার আগামী ছবি ‘লভ অ্যান্ড ওয়ার’। তারপরে এটাই হত আলিয়ার পরের ছবি। কিন্তু আগামী বছর সেই সময়েই ম্যাডক ফিল্মসের ‘চামুণ্ডা’ ছবির কাজে ব্যস্ত থাকবেন আলিয়া। এদিকে ছবির শুটিংয়ের সময়ে কোনও বদল আনতে নারাজ অশ্বিন। তাই বাদ গেলেন নায়িকা।

আলিয়া ভট্ট



অভিষেক-ঐশ্বর্যা

আদালতে জয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্যে তারকাদের জীবন সংশয়ে। ডিপফেক নামক চক্রান্তের শিকার বলিউডের একাধিক তারকারা। এর মধ্যে রয়েছে বচ্চন পরিবারও। সম্প্রতি এইসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অভিষেক এবং ঐশ্বর্য বচ্চন। আদালতে পেশ করেছিলেন ১৫০০ পাতার অভিযোগপত্র। সেখানে উল্লেখ করেছিলেন একাধিক বেনামি ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব লিঙ্ক। যারা অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন কাজে ক্রমাগত তাঁদের ছবি ব্যবহার করে চলেছে। এই মামলায় জয় হয়েছে তাঁদের। ক্ষুব্ধ তারকা দম্পতি নিজেদের অর্থ এবং ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য গুগলের কাছে চার কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৫০০টির বেশি ওয়েবসাইট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।





শাহরুখ খান

কিংয়ের রাজত্ব

বলিউডের কিং তিনি। প্রমাণ তাঁর কাজ। শুধু তাই-ই নয়, এখন তো তিনি বিলিয়ন ডলার ক্লাবের সদস্যও। টেলর সুইফ্ট, সেলেনা গোমেজ়ের মতো তারকাদের পিছলে ফেলে, অর্থের নিরিখে এগিয়ে গেলেন শাহরুখ খান। এখন সত্যিই বিশ্বে তাঁর রাজত্ব। বর্তমানে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় টাকায় ১২, ৪৯০ কোটি টাকা। বলিউডের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তিনিই। তবে শুধু অভিনেতা হিসেবে নন, কারণ আরও একাধিক আয়ের উৎস রয়েছে তাঁর। তবে অনেকেই শাহরুখের বেশ কাছাকাছি রয়েছেন। জুহি চাওলা (৭,৭৯০ কোটি), করণ জোহর (১,৮৮০ কোটি) এবং অমিতাভ বচ্চন (১,৬৩০ কোটি)। আপাতত বলিউডে রাজত্ব জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শাহরুখেরই।



■ হৃতিক রোশন

হৃতিকের অভিষেক

ওয়েব সিরিজ়ের জগতে পা রাখতে চলেছেন হৃতিক রোশন। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা এইচআরএক্স ফিল্মস ও একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের যৌথতায় আসতে চলেছে ওয়েব সিরিজ়। এদিক থেকে দেখতে গেলে প্রযোজক হিসেবেও হৃতিকের অভিষেক হতে চলেছে বলা চলে। সিরিজ়টির মুখ্য চরিত্রে থাকতে পারেন মলয়ালি অভিনেত্রী পার্বতী থিরুভোথু। আলায়া এফ, সাবা আজ়াদ, সৃষ্টি শ্রীবাস্তবের মতো অভিনেতারাও থাকছেন বিভিন্ন চরিত্রে। সিরিজ়টির পরিচালনায় অজিত পাল সিংহ, যিনি এর আগে ওটিটিতে 'তব্বর' বানিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে, গত তিন বছর ধরেই নাকি পরিকল্পনা চলছে সিরিজ়টির। হৃতিক নিজে খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছেন। সোশ্যাল থ্রিলার গোত্রের সিরিজ়টি আপাতত প্রি-প্রোডাকশন স্তরে আছে। শুট শুরু হবে শীঘ্রই।

আরিয়ান খানের প্রশংসায় ববি দেওল

কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে আরিয়ান খান পরিচালিত 'ব্যাডস অফ বলিউড'। তাতে অভিনয় করেছেন ববি দেওল। পরিচালক হিসেবে আরিয়ানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ববি! এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আরিয়ান খুবই শান্ত ও অ্যাটেনটিভ। 'ব্যাডস অফ বলিউড' সফল হওয়ার কারণ আরিয়ান স্বয়ং। প্রতিটি চরিত্রকে ভাল ভাবে বোঝার ও প্রত্যেক অভিনেতার কথা শোনার অনন্য গুণ আছে ওর মধ্যে।" ববি নাকি স্ক্রিপ্ট না শুনেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন প্রজেক্টটিতে। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "শাহরুখ খানের ছেলে হওয়ার চাপ কী, তা আমি বুঝি। তাই আরিয়ানের প্রজেক্টটিকে সাপোর্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও নিজেই আমাকে স্ক্রিপ্ট শোনায়।"





■ আরিয়ান ও ববি দেওল

ওটিটি বেশি প্রিয় কাজলের

‘ট্রায়াল’ সিজ়ন ওয়ান ও সিজ়ন টু-এর সাফল্যের পর অসম্ভব তৃপ্ত কাজল। এমনিতে বেশ বেছে-বেছে কাজ করেন কাজল, তা সে সিনেমা হোক বা ওয়েব সিরিজ়। কিন্তু এখন নাকি সিনেমা নয়, বরং ওয়েব সিরিজ়ে কাজ করেই বেশি আনন্দ পান তিনি! ‘ট্রায়াল’এর দু’টি সিজ়নেই প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়, আর তারপরেই অভিনেত্রীর এই স্বীকারোক্তি। ওয়েব সিরিজ়ের পরিচালকরা কি শুনতে পাচ্ছেন নায়িকার ইচ্ছের কথা?



■ কাজল





■ রাজ চক্রবর্তী ও পরমব্রত

রাজ চক্রবর্তীর হিন্দি সিরিজ়ে পরমব্রত

রাজ চক্রবর্তীর প্রথম হিন্দি ওয়েব সিরিজ়ে থাকছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, এ কথা তো সকলে জেনে গিয়েছেন। বাংলা ছবি ‘পরিণীতা’ থেকে তৈরি এই সিরিজ়ে পরমের পাশাপাশি থাকছেন প্রিয়াংশু পয়িনুলি, সুমিত ব্যাস ও অদিতি পোহনকরের মতো অভিনেতারা। কলকাতা ও দার্জিলিংয়ে ইতিমধ্যেই শুটিং শেষ। সিরিজ়ের নাম দেওয়া হয়েছে ‘জ়িদ্দি ইশক’।

ফের ওটিটিতে জিতেন্দ্র কুমার

‘পঞ্চায়েত’এর পর ফের ওটিটি মাধ্যমে জিতেন্দ্র কুমার। দীপাবলির আগেই মুক্তি পাবে নতুন ছবি ‘ভাগওয়াত: চ্যাপ্টার ওয়ান: রাক্ষস’। ছবিটিতে জিতেন্দ্র কুমার ছাড়াও রয়েছেন আরশাদ ওয়ারসি। উত্তর প্রদেশের প্রেক্ষাপটে আদ্যোপান্ত থ্রিলারধর্মী এই গল্পে আরশাদ রয়েছেন পুলিশের চরিত্রে। কিন্তু চমকে দেবেন জিতেন্দ্র কুমার, তেমনটাই মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, “এমন চরিত্র আমি আগে করিনি। আমার চরিত্রের বহু স্তর। দর্শক আমাকে যেভাবে দেখতে আশা করেন, একদম তার বিপরীত এটি।” কমেডি থেকে সোজা থ্রিলার গোত্রে জিতেন্দ্রর আগমন নিয়ে উৎসাহী সকলেই।



■ জিতেন্দ্র কুমার



■ প্রসেনজিৎ ও দেব (নীচে)

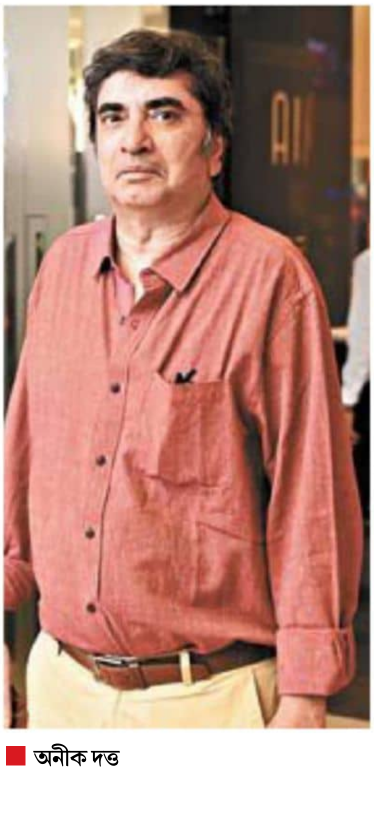
বন্যার প্রতিরোধে

উত্তরবঙ্গে একটানা বৃষ্টির কারণে যেভাবে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং একাধিক প্রাণ গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ালেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও দেব। ইন্ডাস্ট্রির হয়ে তো বটেই, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। ত্রাণ পাঠালেন এবং আর্থিক সাহায্য করলেন। তাঁদের বক্তব্য, এই সময় সংবেদনশীল হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই তাঁদের একমাত্র কর্তব্য। এখন তাঁরা আর শিল্পী নন, সহনাগরিক।



নিজের শর্তে

অনেক জায়গাতেই তিনি বলেছেন 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' তাঁর পরিচালিত শেষ ফিচার ছবি। কিন্তু ছবিটি যেভাবে মানুষের পছন্দ হচ্ছে, তাতে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই অনীক দত্তর কাছে তদ্বির করেছেন, ছবি পরিচালনা যেন তিনি চালিয়ে যান। অবশ্য অনীক বলেছেন, শরীরের অবস্থার কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, অনীক নাকি ঠিক করেছেন, এবার থেকে নিজের শর্তে ছবি তৈরি করবেন। যে প্রযোজনা সংস্থা তাঁর পছন্দের কলাকুশলীর সঙ্গে কাজ করতে দেবে, তাঁর সুবিধের কথা মাথায় রাখবে, তাদের সঙ্গেই ছবি পরিচালনা করবেন তিনি। এবার থেকে সিনেমা তৈরির চাপ আর অনীক নেবেন না। নিজের খুশিতে তৈরি করবেন। দেখা যাক, পরের ছবির সেটে অনীক কবে যান।



■ অনীক দত্ত



■ ছেলে নিষাদের সঙ্গে পরম-পিয়া

প্রিয় পুজোয় একসঙ্গে

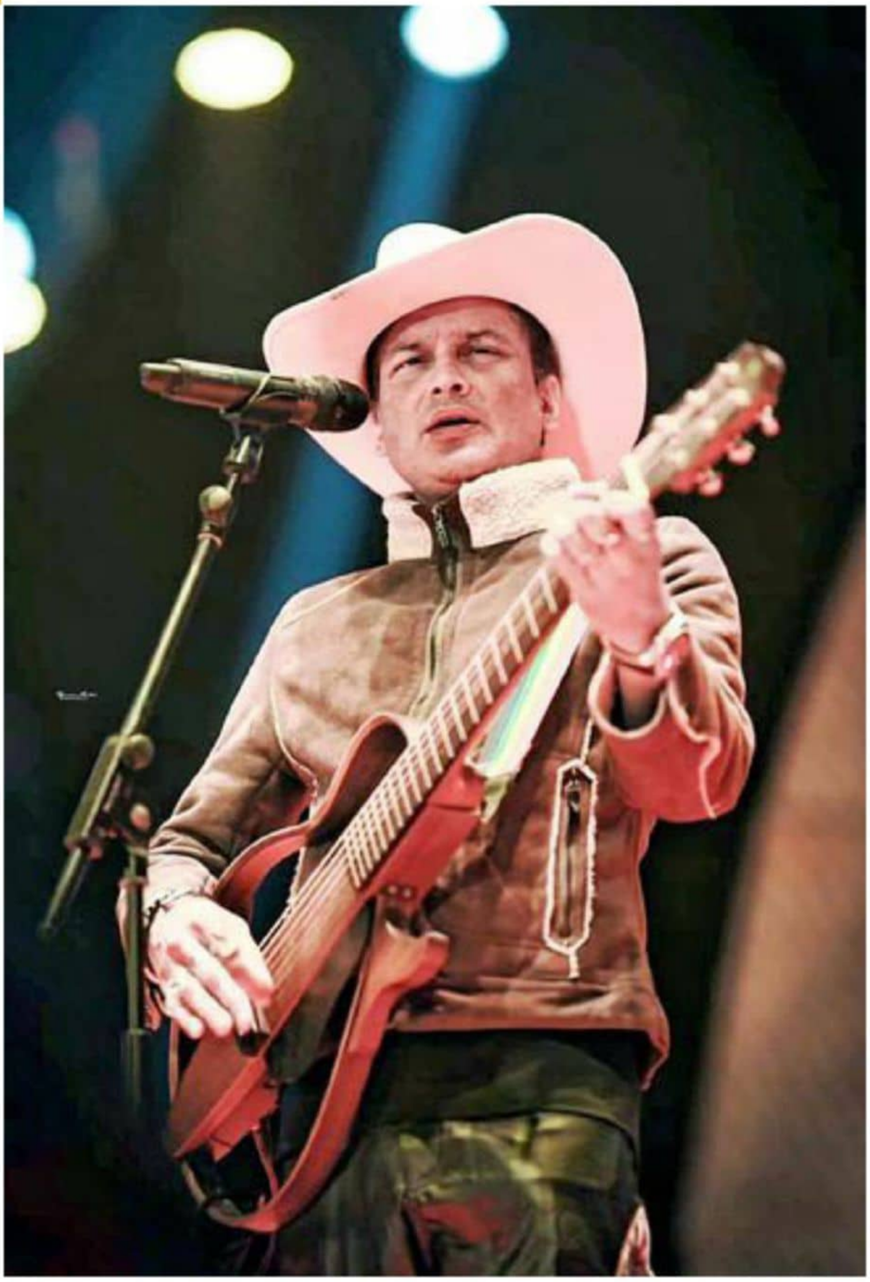
পুজোর দিন কয়েক আগে ছেলে নিষাদের মুখ প্রকাশ্যে এনেছেন পরম-পিয়া। সন্তান জন্মের পর তাঁকে প্রকাশ্যে আনতে কিছুটা সময় নেন তারকা অভিভাবকরা। পরম-পিয়াও সেই পথেই হেঁটেছেন। তবে মাস কয়েকেই সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। ভালবেসে ছেলের ডাকনাম রেখেছেন 'নডি'। কঙ্কনা সেনশর্মা থেকে মিমি চক্রবর্তী, অনেকেই নিষাদ ও তার অভিভাবককে ভালবাসা জানিয়েছেন। ছেলের প্রথম পুজো বলে কথা। তাই অষ্টমীর সকালে ছেলেকে নিয়ে পরম রওনা দিয়েছিলেন মামাবাড়ির পাড়ায়। সঙ্গে ছিলেন পিয়াও। তিন জনের পোশাকেই রংমিলান্তি। বালিগঞ্জ রোডের এই পুজোতেই পরমের ছেলেবেলাটা কেটেছে। তাই প্রতি বছর নিয়মমাফিক অষ্টমীতে ওখানেই যান। ছেলের প্রথম পুজো, অপেক্ষা না করে নিজের প্রিয় পুজোর সঙ্গে তার পরিচয় করালেন তিনি। ফ্রেমবন্দি হল সেই মিষ্টি মুহূর্ত। দুর্গাপ্রতিমার সামনে দিব্যি পোজ় দিয়ে সেলফি তুলল একরত্তিও।



সপরিবার কোয়েল মল্লিক

মুখদর্শন

মেয়ের ক্ষেত্রেও একই রীতি বজায় রাখলেন কোয়েল মল্লিক। কোয়েল দ্বিতীয়বার মা হয়েছেন গতবছর ডিসেম্বর মাসে। সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন মেয়ের নাম কাব্য। কিন্তু কাব্যর মুখ সামনে আনেননি। ছেলে কবীরের সময়ও একই রকম গোপনীয়তা ছিল। অবশেষে মল্লিকবাড়ির দুর্গাপুজোয়, প্রতিমার সামনে ২০২১-এ স্বামী নিসপাল সিংহ এবং ছেলেকে নিয়ে প্রথম ছবি প্রকাশ করেন কোয়েল। চার বছর পর মেয়ে কাব্যর প্রথম ছবি (সামাজিক মাধ্যমের জন্য) কোয়েল মল্লিকবাড়িতে একই জায়গায় তুললেন। সপ্তমীর দিন নিসপাল এবং ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ঠাকুরদালানে, দুর্গাপ্রতিমার সামনে বসে যে ছবি তিনি পোস্ট করেছেন, তাতেই কোয়েলের মেয়ের মুখদর্শন করেছে নেটদুনিয়া। ছেলেমেয়ের পোশাকে রেখেছেন একই রং। বোঝা যাচ্ছে, বাড়ির পুজোতেই ছেলেমেয়েকে সকলের সামনে নিয়ে আসতে পছন্দ করেন কোয়েল।



■ জুবিন গর্গ

কীভাবে মৃত্যু?

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি আদৌ স্বাভাবিক? প্রথমে মনে করা হয়েছিল, স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে শিল্পীর। কিন্তু এখন তো একের পর এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে! আপ্তসহায়ক ও ব্যান্ডের সদস্যদের নিয়ে এর আগে চারজনকে গ্রেফতার করেছিল অসম পুলিশ। কিন্তু এবার গায়কের তুতো ভাই সন্দীপন গর্গকে গ্রেফতার করা হল। তিনি নিজে অসম পুলিশে কর্মরত! সিঙ্গাপুরে যখন গায়ক জলে ডুবে মারা যান, সেই সময় নাকি তাঁর সঙ্গে ছিলেন এই তুতো ভাই সন্দীপন। এখন জেলে রয়েছেন, প্রয়াত গায়কের আপ্তসহায়ক সিদ্ধার্থ শর্মাও। তা ছাড়া জুবিনের ব্যান্ডের সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামী, 'নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যাল'-এর আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত ও আর এক সঙ্গীতশিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্তও জেল হেফাজতে। জুবিনের মৃত্যুর আগে তাঁর দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে জানা নেই, এই রহস্যের শেষ কোথায়।

নতুন কোল্যাব?

এখন বিভিন্ন রাজ্য বা বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতশিল্পীরা কোল্যাব সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এড শিরানের সঙ্গে অরিজিৎ সিংহের 'স্যাফায়ার' তো ইতিমধ্যেই মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। এবার বোধ হয় এই বঙ্গেও লাইভ অনুষ্ঠানে এই সংস্কৃতির আভাস দেখতে পাওয়া যাবে। গায়ক শিলাজিৎ কিছুদিন আগে একটি ঘোষণা করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তাঁর গানের সিগনেচার 'কাক' এবং বাংলা ব্যান্ড 'চন্দ্রবিন্দু'র জুজু একত্রে ফোনে কথা বলছে। এর ফলে যেটা জানা যাচ্ছে, তা হল, খুব তাড়াতাড়ি এই দুই ব্যান্ড একসঙ্গে শো করতে চলেছে। বেশ কিছু বছর আগে শিলাজিতের 'অ্যান্টেনা' গানটির সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর 'বন্ধু তোমায়'-এর একটি মিশ্রণ হয়েছিল। সেই যৌথ প্রোজেক্টকেই এই শোতে নিয়ে আসা হবে কি না, সেটা অবশ্য সময় বলবে। তবে 'চন্দ্রবিন্দু' ও শিলাজিৎ একত্রে এলে যে সঙ্গীত প্রেমী মানুষরা খুশি হবেন, তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।





■ শিলাজিৎ ও চন্দ্রবিন্দু



দেবী চৌধুরানী

6/10

দস্যুরানির গল্প

পরিচালনা: শুভ্রজিৎ মিত্র
অভিনয়: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী, কিঞ্জল নন্দ, সব্যসাচী চক্রবর্তী, দর্শনা বণিক

তিনি বাংলার প্রথম মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী, যাঁর নাম রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সেই নারীর চরিত্রায়ণ বেশ কঠিনই হওয়া উচিত। অতি সাধারণ মেয়ে প্রফুল্লমুখী কি সত্যিই সহজে রানি হয়ে উঠেছিলেন?
হ্যাঁ, পর্দায় দেখলে তা মনে হবে বইকি। শুরুতেই তাঁকে 'ডাকাত রানি' মনে হবে। কিন্তু গল্প বলে অন্য কথা। গল্প আরও বলে, 'দেবী চৌধুরানী' জীবনের শেষ রাত পর্যন্ত তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই কাটিয়েছেন। স্বামী এবং দুই সতীনের সঙ্গে। বড় পর্দা দেখায় ব্রজেশ্বর (প্রফুল্লর স্বামী) প্রাণ হারান মধ্য বয়সে। সঙ্গে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা দ্বিতীয় স্ত্রীও। এই দ্বিতীয় স্ত্রী সাগরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন দর্শনা। ছবিতে তাঁর এবং শ্রাবন্তীর চরিত্রের সমীকরণ মন ভাল করবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসের একটি 'দেবী চৌধুরানী'। সেই উপন্যাসের চিত্রনাট্যের আমূল পরিবর্তন আশা করা যায় না। ব্রিটিশ শাসকদের চোখে আদতে 'দেবী চৌধুরানী' ছিলেন 'দস্যুরানি' আর সাধারণ মানুষের চোখে 'দেবী'। সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ত্রাতা হওয়া যতটা সহজ, 'দস্যুরানি' হওয়া ততটা নয়। সেই চরিত্রকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা বেশ কঠিন। প্রয়োজন অধ্যাবসায়ের। কিন্তু শুধু মুখাভিনয়েই তাতে ইতি টেনেছেন শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তীর এই ছবিতে করার ছিল অনেক কিছুই। প্রথমত অভিনয়, দ্বিতীয়ত চিত্রনাট্যের বেড়াজালে তা হয়ে ওঠেনি। ছবির এবং চরিত্রের প্রয়োজনে নানা কসরত অভিনেতাদের করতেই হয়। কিন্তু অতি নাটকীয়তায় তা বিষ হয়ে ওঠে। যেমন ছবিতে ঘোড়সওয়ারির দৃশ্যে বাস্তবতার ছোঁয়া কম। লড়াইয়ের দৃশ্যেগুলিতে শ্রাবন্তী সাবলীল থাকার চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছেন নিশি (বিবৃতি)। তাঁর অভিব্যক্তি বা অঙ্গভঙ্গি, যা-ই বলি না কেন, তা বেশ নিপুণ। রঙ্গরাজও (অর্জুন চক্রবর্তী) সমান ভাবে পাল্লা দিয়েছেন। কিন্তু খুব সাধারণ মানের গ্রাফিক্সের আঁধারে সবটাই কালো। চিত্রনাট্যের দুর্বলতা ভাল মানের অভিনয়কেও ছাপোষা করে তোলে। এই ছবি তাঁর প্রমাণ। ভবানী চরণ পাঠককে (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) এই ছবির আর এক স্তম্ভ বলা চলে। কিন্তু ভবানী পাঠকের পরিসর এতটাই স্বল্প? সংলাপ বড়ই মাঝারি মানের। চরিত্র অনুযায়ী তাতে সংলাপের ভার না থাকায়, ফিকে হয় চারপাশ। এক্ষেত্রেও তা-ই। তবে প্রসেনজিৎকে এরকম একটি চরিত্রে পর্দায় দেখতে ভাল লাগবে। তিনি সব স্বাদের চরিত্রে মানিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তা অনস্বীকার্য। সব্যসাচী চক্রবর্তীর মতো অভিনেতাকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা অপব্যবহার বলা চলে। ব্রিটিশ ঘেঁষা জমিদার হরবল্লভ রায় (সব্যসাচী চক্রবর্তী) জীবনের শেষ লগ্নে রানিকে যেভাবে রেখেছিলেন, তা দেখানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরিচালক তা না করে, এক প্রতিশোধ পরায়ণ গল্পে পরিণত করেছেন সিনেমাটিকে। যদিও ইতিহাসের পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন তুললেই শুনতে হয়, সিনেমায় তো সামগ্রিক পরিবর্তন হবেই। ব্রিটিশ বিরোধী 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমায় যেন আত্মসন্তুষ্টি রক্ষার্থেই নিমজ্জিত। তবে বাংলা ছবিতে অ্যাকশন মানেই যে দক্ষিণী ছোঁয়া থাকে, পুজোর এই ছবিতে তা নেই। বাংলার গন্ধ আছে, এটাই বাঁচোয়া।



5/10

রঘু ডাকাত

দেবের চরিত্রে রঘু ডাকাত

পরিচালনা: ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনয়: দেব, সোহিনী সরকার, ইধিকা পাল, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, ওম সাহানি

বাংলার ইতিহাসে একাধিক রঘু ডাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই এই চরিত্রটিকে নিয়ে একটি লার্জার দ্যান লাইফ গল্প লিখেছেন পরিচালক এবং সুগত গুহ। আর এই কথাই ছবির শুরুতে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে রঘু ডাকাত একটি প্রতীক মাত্র। কাল্পনিক গল্প দিয়ে তৈরি ছবি। আর এই স্বাধীনতা নিয়েই 'রঘু ডাকাত' অ্যাকশন-গানে ভরপুর একটি পুরোদস্তুর কমার্শিয়াল ছবি হিসেবে প্রকট হয়েছে। এখানে রঘু ডাকাতের চরিত্রে দেব নন, যেন দেবের চরিত্রেই রঘু ডাকাত উপস্থিত হয়েছেন। কারণ বাংলার নীল বিদ্রোহের আবহে এই 'রবিনহুড' ডাকাত এমন অ্যাকশন করছেন, এমন সংলাপ আওড়াচ্ছেন, যা 'খাদান'-এর পৃথিবীকে মনে পড়িয়ে দেয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই ছবির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর দেব নিজে বলে, এখানে রঘু ডাকাতকে 'খাদান'-এর পৃথিবীতে স্থান দেওয়া হল কি না। 'বাংলার ডাকাত' বা বিভিন্ন বইয়ে রঘু ডাকাতের যে গল্প পাওয়া যায়, তার নির্যাসই ব্যবহার করেছেন পরিচালক। অর্থাৎ, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে মৃত পিতার প্রতিশোধ নিতে রঘু ঘোষের রঘু ডাকাত হয়ে ওঠা। কিন্তু তাছাড়া এই ডাকাত সম্পূর্ণ নিজের মর্জিতে চলে। বোঝাই যায়, কমার্শিয়াল ছবির পৃথিবীতে 'দেব'-এর মেগাস্টার সত্তার বন্দনা করার জন্যই এই ছবি তৈরি। এই প্রথম বাংলা সিনেমায় মেগাস্টার দেবের নামে আলাদা টাইটেল কার্ড দেখা গেল। যেমন দক্ষিণী সিনেমায় রজনীকান্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ছবির প্রতিটি পরতে, প্রতিটি লাইনে শুধু দেবের স্টার ইমেজের পুজো করা হয়েছে। দেবও নিজের স্টার সত্তার প্রতি পূর্ণ সুবিচার করেছেন। দেহসৌষ্ঠব ও জ্বালাময়ী সংলাপের আগুনে দগ্ধ করেছেন গোটা ছবিতে। আলাদা করে অভিনয় করতে হয়নি। তবে প্রশ্ন জাগে, এই কাজটি করার জন্য 'রঘু ডাকাত'-এর নামের শরণাপন্ন হতে হল কেন? এই গল্প তো 'নীল' বাদ দিয়ে যে কোনও উপাদান দিয়েই ফাঁদা যেত! তাতে গ্রহণযোগ্য হত আরও বেশি। রুদ্রপুর নামক একটি গ্রামে জমিদার অহীন্দ্র বর্মণের (অনির্বাণ) সঙ্গে মিলে নীল সাহেবরা প্রজাদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালায়, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় রঘু (দেব), গুঞ্জা (সোহিনী) ও ডাকাত মা (রূপা)-রা। তারপর সেই গল্পে সৌদামিনীর (ইধিকা) আবির্ভাবের মাধ্যমে একটি ত্রিকোণ প্রেমের আভাসও দিয়েছেন পরিচালক। সঙ্গে রয়েছে গান। একেবারে জমাটি কমার্শিয়াল পটবয়লার যাকে বলে। ধ্রুব সিনেমার পর্দায় বড় করে গল্প বলতে পারেন। ভাবনার বিপুল সম্ভার রয়েছে তাঁর মধ্যে। সেই জায়গা থেকে তিনি প্রমাণ করলেন, তথাকথিত হিরোকেন্দ্রিক কমার্শিয়াল ছবি তিনি তৈরি করতে সক্ষম। এই ছবিতে দেবের এন্ট্রি এবং বিরতির জায়গাটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু তাছাড়া গল্পটি যেন সেভাবে দানাই বাঁধল না। এখানে প্রতিটি চরিত্র, নিজের গভীরতা নিয়ে পর্দায় এসেছে। প্রত্যেকের আলাদা গল্প রয়েছে। পরিচালক সেসব দেখাতে সময়ও দিয়েছেন। কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন এক সুতোয় সেগুলো গাঁথা হয়নি। টুকরো কোলাজ হয়ে রয়ে গিয়েছে। বরং বলা যায়, অভিনয় সকলেই ভাল করেছেন। 'অহীন্দ্র'র চরিত্রে অনির্বাণের ক্রুরতা বেশ ভাল। কিন্তু একটা সময়ের পরে গিয়ে একঘেঁয়ে হয়ে যায়। 'গুঞ্জা' হিসেবে সোহিনী বা 'সৌদামিনী' ইধিকা যথেষ্ট সময় পেয়েছেন এবং ভাল কাজও করেছেন। ছোট চরিত্রে ওম এবং দুর্বারও ভাল। কিন্তু তাও যেন খামতি থেকে গেল। ডাকাতরা সেই সময় কীভাবে ডাকাতি

করত, সেটাই ভাল করে দেখাননি পরিচালক। অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফি মোটেই ভাল লাগেনি, বরং অ্যাকশন দৃশ্য তৈরির জায়গাগুলো বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। আবহ কিছু সময় শিহরণ জাগায় বটে, কিন্তু সেটা আর পাঁচটা কমার্শিয়াল বাংলা ছবির মতোই শুনতে লাগে। সেই সময়ের ছাপ সঙ্গীত বা গানে পাওয়া যায় না। তাও এই ছবি দেখা সকলের দরকার, কারণ এতে ভীষণ রকম একটা চেষ্টা আছে। 'বাহুবলী', 'আরআরআর'-এর পৃথিবীটাকে এই বঙ্গে তৈরি করার চেষ্টা করেছেন ধ্রুব।

রক্তবীজ ২

অধিক উপাদানে স্বাদ নষ্ট

পরিচালনা: নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অভিনয়: আবীর চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কুশ, মিমি চক্রবর্তী, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনসূয়া মজুমদার, সীমা বিশ্বাস, সুব্রত দত্ত

5.5/10

ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যতই পূর্বপরিচিত হোক, সর্বক্ষণ রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে চলেছেন, আর কাব্য আউড়ে কথা বলে চলেছেন দেখলে কী মনে হবে? একটি স্বপ্ন দৃশ্য, তাই তো? স্বপ্ন দৃশ্য খুব বেশি লম্বা হলে কিন্তু বিরক্তি লাগে। 'রক্তবীজ' যা করে দেখাতে পারেনি, তার সিকোয়েল সেটি করে দেখিয়েছে। বিরক্তি জাগিয়ে দিয়েছে। 'রক্তবীজ'-এর অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় গ্রামের বাড়ির দুর্গাপুজোয় এলেও তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব, দ্বন্দ্ব ভুলে যাননি। সিকোয়েলে এসে, যখন খয়রাগড় বিস্ফোরণ মামলা থেকে উঠে আসে অনেকগুলো ষড়যন্ত্র



তত্ত্ব, তত্ত্বের সূত্র বাংলাদেশ অবধি টানা হয়, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধানরা কেবল গান এবং কাব্য করে যাবেন কি?

একটি বাণিজ্যিক ফুটন্ত কড়াই তৈরি করতে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায় সবরকম উপাদান গল্পে ঠুসে দিয়েছেন। ডিআইজি পঙ্কজ সিংহ (আবীর) এবং এসপি সংযুক্তার (মিমি) সমীকরণ, সন্ত্রাসবাদী মুনির আলমের (অঙ্কুশ) প্রেম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সুলতানা (সীমা) ও ভারতের রাষ্ট্রপতির (ভিক্টর) পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং তার অতীত... টুক করে সরু গলি দিয়ে ঢুকে যায় জলবন্টন চুক্তির প্রসঙ্গও! বর্তমান এবং অতীতের দৃশ্য পরপর এবড়োখেবড়ো হয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে থাকে, তাতে ন্যারেটিভ বারবার ধাক্কা খায়। কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসদমন শাখার মক ড্রিল দেখে দর্শক যখন সবে হাততালি দিতে যাবেন, তক্ষুনি গল্প চলে গেল সন্ত্রাসবাদীর অতীতে। ঠিক যখন ডিআইজি অপরাধীকে চেজ় করছে, পরক্ষণেই সুলতানা ও অনিমেষের অতীত চলে এল... স্ক্রিন মোনোক্রোম! সম্পাদক দৃশ্যগুলোকে কেটেছেন নির্মমভাবে, কিন্তু ক্ষতগুলোতে সুতো বোলাননি। একটি আইটেম গানের দৃশ্যের নেপথ্যে এসপি অস্ত্র অভিযান চালায়। রাজ্যে অস্ত্র ঢুকছে নতুন মুনির আলমের হাত ধরে। অথচ অপারেশন হবে বাংলাদেশে! 'রক্তবীজ'-কে ফ্র্যাঞ্চাইজ় তৈরি করতে গল্পকে আন্তর্জাতিক জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন পরিচালকদ্বয়। কিন্তু ছোটগল্পকে টেনে ভাল উপন্যাস তৈরি করা যায় কি? ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। মাংস যেখানে কম, সেখানে অতিরিক্ত পেঁয়াজ-রসুন, গরম মশলা দিয়ে কি আর পদ সুস্বাদু হয়?

অঙ্কুশ ভাল অভিনয় করেছেন, বেশ ভাল। সুযোগ তিনি কম পান। তাই পেলে খেলায় জিতেই ছাড়েন। তবে চিত্রনাট্য খেই হারানোয়, তাঁকে দেখে ঠিক ভয় লাগে না। রাগও হয় না। আবীর পঙ্কজ সিংহ চরিত্রে খুবই বিশ্বাসযোগ্য, তবে 'অল স্টাইল নো সাবস্ট্যান্স' একটি চরিত্র মনে হয় পঙ্কজ সিংহকে এই সিকোয়েলে। সবচেয়ে খারাপ বোধহয় মিমির সঙ্গে হয়েছে। 'রক্তবীজ'-এ তাঁকে একজন সিরিয়াস পুলিশ আধিকারিক মনে হয়েছিল। সিকোয়েলে তাকে নেহাতই ইনফ্যাচুয়েটেড এক অধস্তন মনে হয়। সে অপরাধীকে সন্দেহ করে না, কাজের সময় দিবাস্বপ্ন দেখে, দবং স্টাইলে চেয়ার পাক খাইয়ে দাঁড় করিয়ে তাতে পা তুলে দাঁড়ায়, হিরো-ভিলেনের লড়াইয়ে ভিউয়িং গ্যালারিতে বসে এদিক থেকে ওদিক দৌড়য়... শেষমেশ কেবল একটি বিকিনি লুকের জন্যই মিমিকে মনে থাকা সম্ভব। কৌশানী খুব স্বল্প পরিসর পেয়েছেন (হয়তো পরবর্তী কিস্তিতে তাঁর চরিত্রটি খোলতাই হবে বলেই), মুনিরের সঙ্গে ঝগড়ার দৃশ্যে তাঁকে ভাল লাগে। ক্লাইম্যাক্সে মুনির এবং পঙ্কজের অ্যাকশন দৃশ্য যতটা রোমহর্ষক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তেমনটা হয়নি। পুরো ছবি জুড়ে 'সন্ত্রাসের কোনও দেশ নেই', 'গঙ্গা-পদ্মা যতদিন বইবে, ভারত-বাংলাদেশ এক হয়ে লড়বে' জাতীয় সংলাপ চাবকে জ্ঞান দেওয়ার মতো মনে হয়। বলুন তো কত ছবিতে এই একই সংলাপ শুনেছেন? হ্যাঁ, চাবকে জ্ঞান দিলে যদি দুই দেশের মানুষ এবং সন্ত্রাসবাদীরা বুঝে যেত, তা হলে লাভ আখেরে হতেও পারত। ছবির বার্তা হয়তো শুভ, পরিচালকদের অভিসন্ধিও। তবে দুই দেশের মৈত্রীস্থাপন হোক বা অ্যাকশন-ড্রামা জঁরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার... সবদিক দেখাতে গিয়ে কোনও দিকই ভাল করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি নির্মাতারা।

দর্শককে জানাই, 'রক্তবীজ ৩' আসবে এবং দ্বিতীয় কিস্তির শেষে গিয়ে তার আবহ রচনাটাই ছবির সবচেয়ে ভাল দিক। তবে শেষ ভাল হলেই সব ভাল হয় না যে!



5/10

যত কাণ্ড কলকাতাতেই

থ্রিল কম, নস্টালজিয়া বেশি

পরিচালনা: অনীক দত্ত

অভিনয়: আবীর চট্টোপাধ্যায়, কাজি নওশবা আহমেদ

ছবির নাম বাঙালি দর্শকের মনে ফেলুদাপ্রেম উসকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবং এই ছবি ফেলুদার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যও বলা যেতে পারে।

পরিচালকের আগের ছবিগুলিতেও সত্যজিৎ রায়ের অনুপ্রেরণার ছাপ স্পষ্ট ছিল। তবে এই ছবিটি ডিটেকটিভ থ্রিলার ঘরানার হয়েও থ্রিলারের উত্তেজনার চেয়ে নস্টালজিয়ার উপর বেশি ভরসা করেছে বলেই মনে হল। ছবিতে ফেলুদার রেফারেন্স থাকলেও মূল চরিত্র কিন্তু তোপসে। না, এই তোপসে ফেলুদার সহযোগী নয়, তবে সে ডিটেকটিভ। এই তোপসে অনীক দত্তর ছবিতে একাধারে গোয়েন্দা, আবার বেশ রোম্যান্টিকও। বাংলাদেশের মেয়ে শাবার (কাজি নওশবা আহমেদ) প্রেমে পড়ে সে। শাবা কলকাতায় তার পূর্বপুরুষদের শেকড় খুঁজছে। সেই জার্নিতে তার আলাপ হয় তপস্মিত্র ওরফে তোপসের সঙ্গে। শুরু হয় ধাঁধা পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর গল্প। দর্শক একে গোয়েন্দা ছবি ভেবে দেখতে গেলেও প্রেম আর গোয়েন্দাগল্প—একসঙ্গে দুইই পাবেন। গল্পের পরতে পরতে সত্যজিৎ রায়ের ছোঁয়া, তাঁর রেফারেন্স। বাঙালি মননকে এভাবে ধরার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু গোয়েন্দা গল্পের জন্য প্রয়োজনীয় টেনশন ছবিতে তৈরি হয়নি জোরালো ভাবে। গল্পজুড়ে কলকাতা ও ঢাকা সমানভাবে উঠে এসেছে প্রেক্ষাপটে। অসংখ্য চরিত্র আছে ছবিতে। দুর্গাপুজোর মধ্যে এক রহস্য সমাধানে নামে ফেলুদা-অনুরাগী তোপসে। গোয়েন্দা গল্প আবার বেশি বলে দিলেই মুশকিল। তবে ছবির গতি খানিক ধীর। ফলে, টানটান উত্তেজনা মাঝেমধ্যেই হারিয়ে যায়। একটু একঘেয়ে লাগে। আবীরের জন্য এ চেনা ময়দান। তবে তিনি এতবার গোয়েন্দা হয়েছেন, যে নতুন কিছু দেওয়া মুশকিল। তবে নওশবাকে যেন এক দমকা তাজা বাতাসের মতো লাগে। ভাল লাগে সৌম্য রায়ের সিনেমাটোগ্রাফি। চিত্রনাট্যের বাঁধুনি আর একটু মজবুত হলে ভাল হত।

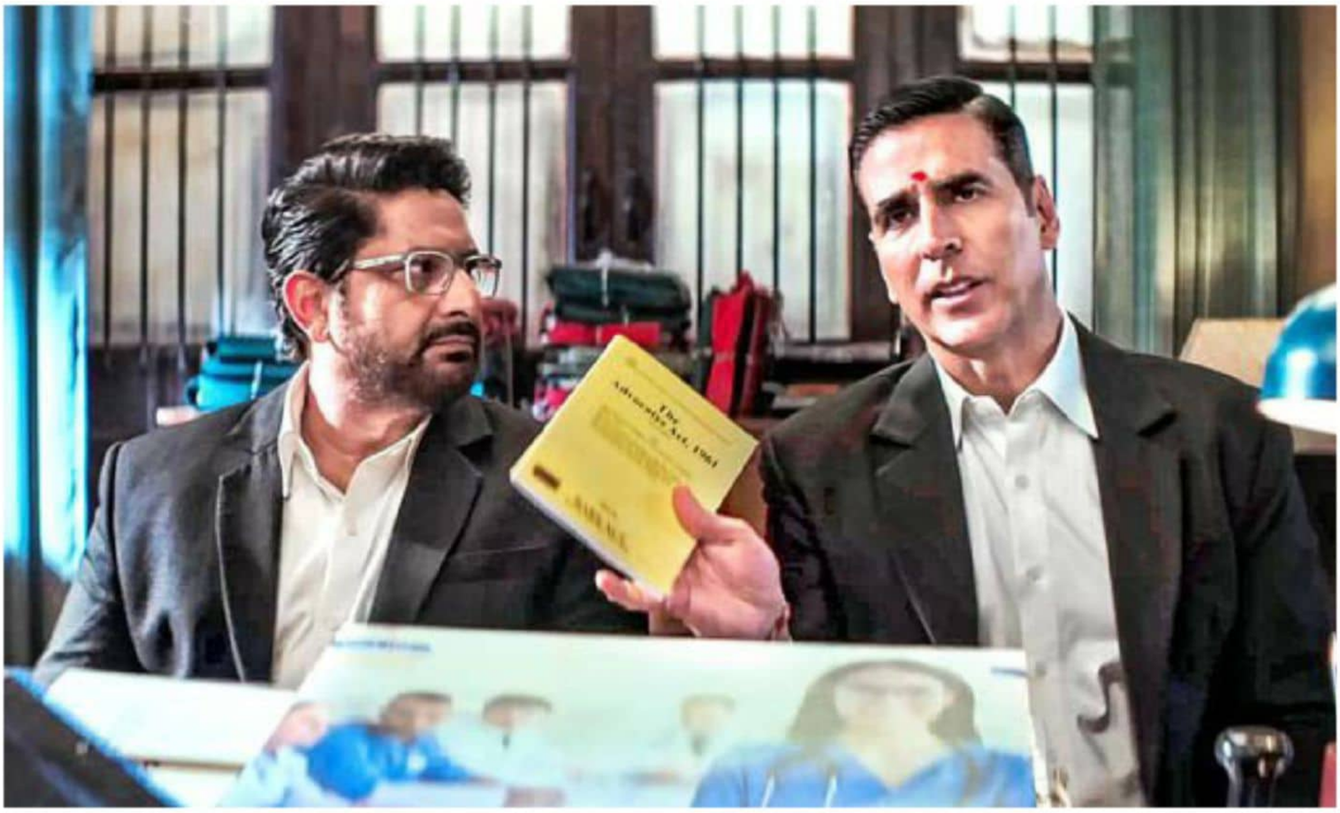
কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান

টিম গেমে নায়কের জয়

পরিচালনা: ঋষভ শেট্টি
অভিনয়: ঋষভ শেট্টি, গুলশন দেভাইয়া, রুক্মিণী ভসন্থ, প্রমোদ শেট্টি, জয়ারাম



ঝাঁ চকচকে ভিশুয়াল, মজবুত চিত্রনাট্য, অভাবনীয় অভিনয়... একটা ছবিকে দুর্ধর্ষ করার জন্য আর কী কী প্রয়োজন জানা নেই। দক্ষিণী ছবি মানে সবকিছু পরিমাণ মতো তো থাকবেই। কিন্তু তাতে যদি কেউ 'বাহুবলী' কিংবা 'পুষ্পা'র সঙ্গে এই ছবিকে গুলিয়ে ফেলে, মস্ত ভুল হবে সেখানেই। 'কান্তারা' অন্য ঘরানার ছবি। লোককথা, রাজতন্ত্র, অ্যাকশন, প্রেম.... যে ছবিতে মিলেমিশে একাকার। আর এমন ভাবে মিশেছে যে, জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো তার তেজ। নিজের নামের পাশে খুব সহজেই পরিচালক, লেখক, অভিনেতা... সব শব্দগুলো একসঙ্গে বসিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু ঋষভ শেট্টিই একমাত্র মানুষ, যে এই সবের মর্যাদা দিতে জানেন। এই ছবির গল্প ১০০ বছর আগের। দক্ষিণ ভারতের এক শান্ত জঙ্গলের, যার নাম কান্তারা। কান্তারার জঙ্গলে আদিবাসী, পশুপাখি, গাছপালার সঙ্গে বাস করেন ঈশ্বর, যিনি আগলে রাখেন তাঁর মধুবনকে। এই ঈশ্বরের হাতেই সৃষ্টি-ধ্বংসের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু ঈশ্বরের এই মধুবনে বাঙ্গারার রাজাদের নজর বরাবরের। ঈশ্বরের মধুবনকে শেষ করতে মরিয়া তাঁরা। তাই তো সৃষ্টি-ধ্বংস এই ছবিতে একেঅপরের পরিপূরক। সেই মধুবনের রক্ষাকর্তা বারমে। ঈশ্বরের পুত্র সে। তাকে রক্ষা করে নরখাদক ব্যাঘ্র। এই ছবি টিম গেম হলেও, ঋষভ একাই সব। অ্যাকশন হোক বা রোম্যান্স, দৈববাণী হোক বা কালীরূপ... তাঁকে টেক্কা দেবে এমন সাধ্য কার? স্বয়ং ভগবান যেন তাঁর শরীরে বাস করেছেন সেই সময়। খুব কাছ থেকে এই লোকসংস্কৃতিকে স্পর্শ না করলে, এত ভাল অভিনয় অসম্ভব। শুধু কি তাই? নিঁখুত পরিচালনা আর অসাধারণ লেখনীর কথা তো আগে উল্লেখ করা উচিত। এই ছবি 'কান্তারা'র প্রিকোয়েল এবং পরের পর্বও আসছে। গল্পের শুরুতে এবং শেষে যেভাবে সেই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তা অনবদ্য। এরকম ছবি শেষ কয়েক বছরে দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও হয়তো হয়নি। যে ছবির টানা ৩০ মিনিটের অ্যাকশন দৃশ্যেও চোখের পলক পড়ে না। বিরক্ত লাগে না বড় ছবি বলে। প্রতিটি রন্ধ্রে ক্লাইম্যাক্স। ঠিক যে মুহূর্তে মনে হবে ছবি শেষ এখানেই, পরের মুহূর্তেই থাকবে বড় চমক। ঋষভের ভাবনা অবশ্যই সার্থক। কিন্তু আরও লোকবল সেই সার্থকতার সঙ্গী। লোককথা ও পুরাণকে সার্থক রূপপ্রদান করতে সাহায্য করেছেন, অনিরুদ্ধ মহেশ এবং শনীল গুরু। সাধুবাদ জানানো দরকার তাঁদেরও। এই ছবিকে আরও সার্থক করে তুলেছে গুলশন, রুক্মিণীর মতো তারকাদের অভিনয়। গুলশন তো ভাল অভিনেতা নিঃসন্দেহে। কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে প্রায় সকলকে পিছনে ফেলে দেয় রুক্মিণীর অভিনয়, অভিব্যক্তি। অরবিন্দ কাশ্যপের সিনেমাটোগ্রাফি এই ছবির আরেক সম্পদ। বি অজনীশের মিউজিকের কথাও উল্লেখ্য। এছাড়াও এই ছবিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে বিশেষ কিছু চরিত্র। এরকম ছবি যতই দীর্ঘ হোক, যতই টানা অ্যাকশন থাক... পুরাণের প্রতিস্থাপনকে অক্ষুণ্ণ রেখে অভিনয়ের জোরে নিমেষেই কয়েক কোটির ব্যবসা করে ফেলতে পারে। প্রয়োজন পড়ে না প্রচারের।



জলি এলএলবি ৩

6/10

বাস্তবসম্মত

পরিচালক: সুভাষ কপূর
অভিনয়: অক্ষয়কুমার, আরশাদ ওয়ারসি, সৌরভ শুক্ল, গজরাজ রাও, সীমা বিশ্বাস, রাম কপূর

এই সিরিজ়ের আগের দু'টি ছবিই দর্শকমনে দাগ কেটেছিল। আর এবার 'জলি এলএলবি ৩' সেই জনপ্রিয়তা ও প্রত্যাশাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ট্রেলারে ছবিটিকে যতটা হাল্কা মনে হয়েছিল, বাস্তবে কিন্তু ততটা হাল্কা নয় ছবিটি। এক কৃষক রাজারাম সোলাঙ্কির আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় ছবির গল্প। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী জানকী (সীমা বিশ্বাস) দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী হরিভাই খৈতানের (গজরাজ) বিরুদ্ধে মামলা করেন। খৈতানের 'বিকানের টু বস্টন' প্রকল্প আসলে ২০১১ সালের উত্তরপ্রদেশের জমি অধিগ্রহণ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তৈরি, যা ছবিকে আরও জুড়ে দিয়েছে বাস্তবের সঙ্গে। অক্ষয়কুমার ও আরশাদ ওয়ারসির অভিনয় এই ছবির সম্পদ। অক্ষয়ের তীক্ষ্ণ সংলাপ আর আরশাদের কমেডি দর্শককে মুগ্ধ করবে বলেই আশা করা যায়। তবে তাঁদের চরিত্র কেবল মজার নয়, নৈতিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত সাধারণ মানুষ হিসেবেও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। কখনও কৌতুক, কখনও আবেগ... এই টানাপড়েনই প্রাণবন্ত করে তুলেছে ছবিকে। আগের দু'টি ছবির মতো বিচারক সুন্দরলাল ত্রিপাঠীর চরিত্রে সৌরভ শুক্ল গোটা ছবির মেরুদণ্ড। এবার তাঁর চরিত্রে নতুন স্তর দেখা দিয়েছে। ভাল লাগে রাম কপূরকেও। ছবির সংলাপে রয়েছে ব্যঙ্গ, কমেডিও ভরপুর। কৃষক আত্মহত্যার মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে পরিচালক অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ না হয়ে ভারসাম্যের সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। গানের ব্যবহার বিরক্তির সৃষ্টি করে।

ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

অস্কার দৌড়ে এগিয়ে থাকবে

পরিচালনা: পল থমাস অ্যান্ডারসন
অভিনয়: লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, টিয়ানা টেলর, শন পেন, চেজ় ইনফিনিটি

8/10

থমাস পিঞ্চোর ১৯৯০ সালের উপন্যাস 'ভাইনল্যান্ড' থেকে এই ছবির গল্প অনুপ্রাণিত। আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক সেই উপন্যাসকে সাড়ে তিন দশক পর পর্দায় এনেছেন পরিচালক পল থমাস অ্যান্ডারসন। তা করতে গিয়ে উপন্যাসের মূল সুরটি অক্ষুণ্ণ রেখে বাদবাকিটা নিজের মতো গড়ে নিয়েছেন, নতুন চরিত্রও আমদানি করেছেন। ছবির শুরুতেই আমেরিকার সীমান্তে সেনাবাহিনীর নজরদারিতে বন্দি অভিবাসীদের দেখানো হয়। অভাবী মানুষের কাঁটাতার পেরোনোর যন্ত্রণা পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল, আজ তা আরও বেড়েছে বই কমেনি। ফলে শুরুর দৃশ্য থেকেই ছবিটি হয়ে উঠেছে সমকালীন। অভিবাসীদের ওই ক্যাম্প থেকে মুক্ত করছে কাল্পনিক, সশস্ত্র বিপ্লবী দল ফ্রেঞ্চ ৭৫— ধুন্ধুমার সেই ঘটনা দিয়ে ছবির গল্প শুরু। পরবর্তী আধ ঘণ্টায় বব (লিওনার্দো) ও তাঁর স্ত্রী পার্ফিডিয়া-র (টিয়ানা) বিপ্লবমুখর দিনগুলো দেখানো হয় দ্রুত। এর মাঝেই দু'জনের একটি মেয়ে, উইলা, জন্ম নেয়। তার মুখ চেয়ে বব বিপ্লব ভুলে সংসারী হতে চাইলেও পার্ফিডিয়া বিপ্লবের নেশা ছাড়তে পারে না। অনতিবিলম্বে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে ফ্রেঞ্চ ৭৫ দলের অন্য সদস্যদেরও ধরপাকড়ের মুখোমুখি হতে হয়। বব তার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় অজ্ঞাতবাসে। এই ঘটনার ষোলো বছর পর পার্ফিডিয়ার প্রেমে পাগল সেনা অফিসার স্টিভেন লকজ (শন) উইলাকে (চেজ়) অপহরণ করলে মেয়ের খোঁজে বব নেমে পড়ে এক অসমযুদ্ধে। ইতিমধ্যে নেশার কবলে পড়ে বিপ্লবের দিনগুলোর অনেক 'কোডওয়ার্ড',

যা তাকে এখন বাঁচাতে পারত— সে গিয়েছে ভুলে! রাষ্ট্রবিরোধী বিপ্লবের অবসানলগ্নে যে শিশুকন্যার জন্ম, তাকে কেন অপহরণ করল লকজ? এর উত্তরেও লুকিয়ে আছে বড় চমক। রুদ্ধশ্বাস এই ছবিতে আমেরিকার প্রশাসনে শ্বেতাঙ্গদের দাপট, মেয়ের খোঁজে বাবার ব্যাকুলতা, দ্রুতগতির কার চেজ়, বোমা-গুলি-বন্দুকের পাশাপাশি ছড়িয়ে আছে তুখোড় রসবোধের মণিমুক্তো। ফলে প্রায় তিন ঘণ্টার ছবি কখনওই ‘বোর’ করে না। অভিনয়ে ক্যাপ্রিও প্রত্যাশা ছাপিয়ে অনবদ্য, যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন অন্যরাও। ছবির অপূর্ব সিনেম্যাটোগ্রাফির কৃতিত্ব পরিচালক ও মাইকেল বাওম্যানের। ক্লাইম্যাক্সে উঁচু-নিচু ঢেউখেলানো রাস্তায় ছুটন্ত গাড়ির ওঠা-নামার দৃশ্য রোলার কোস্টার রাইডের চেয়ে কোনও অংশে কম রোমাঞ্চকর নয়! সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত, সংলাপ, চিত্রনাট্য, অভিনয়, পরিচালনা— এ বছরের শ্রেষ্ঠ হলিউড ছবির দাবিদার হয়ে ওঠার মতো অনেক উপাদানই একটি মাত্র ছবিতে মজুত, দেখে মন ভরে যায়।





ফেলুদা ফেরত: যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

ফেল করল ফেলুদা

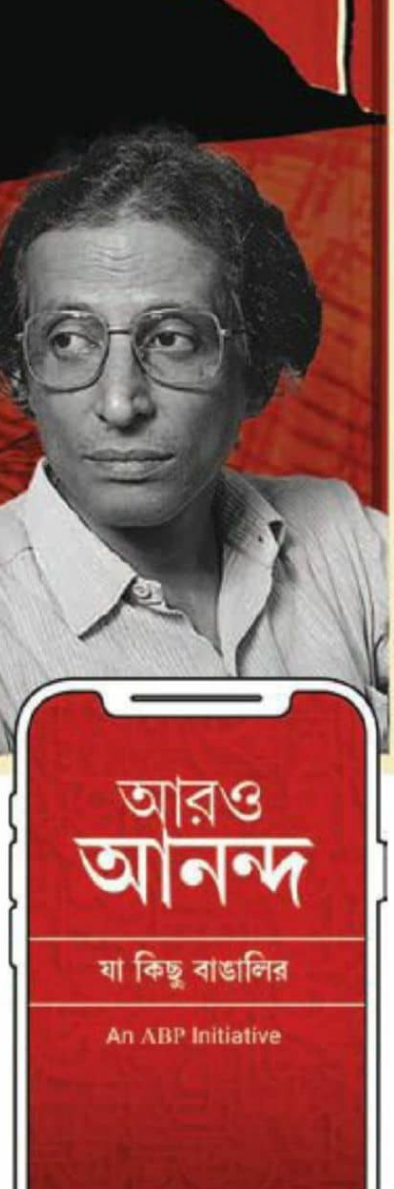
পরিচালনা: সৃজিত মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: টোটা রায়চৌধুরী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, ভরত কল, খরাজ মুখোপাধ্যায়, কল্লন মিত্র

4/10

আড্ডাটাইমসের ‘ফেলুদা ফেরত’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের প্রথম সিরিজ় ‘ছিন্নমস্তার অভিশাপ’ বেশ ভাল লেগেছিল। ‘যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু’ সৃজিতের ভাষায় ‘পিরিয়ড’ ফেলুদা নয়। অর্থাৎ গল্প থেকে সমকালীন চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন পরিচালক। খুব ভাল কথা। কিন্তু কখনও সে সময় এগিয়ে যায়, কখনও পিছিয়ে যায়। যেমন, ফেলুদা স্মার্ট ওয়াচ পরে। কিন্তু চার মিনার সিগারেট খায়। লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাসাডর হয়েছে সবুজ শেভরোলে হ্যাচব্যাক, কিন্তু তিনি সেকেলেই রয়ে গিয়েছেন। সমকালীন বলতে গাড়ির মডেল, মোবাইল ফোন, লেদার জ্যাকেট এসেছে (তোপসে যেমন জিজ্ঞেস করে, এলএসডি এবং অ্যাসিড একই মাদকদ্রব্য কিনা!)। কিন্তু টেক্সটে কোনও বদল আনেননি পরিচালক। বাজেটের সমস্যার কথা সৃজিত আগেই বলেছেন। তবে সেই সমস্যা এতটাই বড় যে সস্তা ফোনের ক্যামেরায় দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয়? ক্যামেরা নড়ে, এক দৃশ্যের সঙ্গে অন্য দৃশ্যের সিনেমাটোগ্রাফির গুণমানও মেলে না। ফেলুদার গল্পে ভ্রমণ বড় অংশ। আর সেই কাঠমান্ডু ভ্রমণের দৃশ্যগুলোও খারাপ। এমনকি, উত্তরবঙ্গকে তরাই অঞ্চল বলে দেখানো হয়েছে। যে বাংলোয় ‘দশম অবতার’-এর শেষ দৃশ্য শুট করা হয়েছে (যেখানে জয়া আহসান খাদে পড়ে যান), সেখানেই ‘যত কাণ্ড…’র ক্লাইম্যাক্স শুট করা হয়েছে। লালমোহন বাবু যখন এলএসডি-র গ্রাসে বেশ হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করছেন, তখন ফেলুদা সর্বক্ষণ চোয়াল কঠিন করে থাকে, তোপসে অবাক! বইতে যা-ই থাকুক, এই ছোটখাটো জিনিসগুলো বদল করলে হয়তো সিরিজ়টি উপভোগ্য হতে পারত। অভিনয়ের দিক দিয়ে একমাত্র অনির্বাণ চক্রবর্তীকে ভাল লাগে। বিশাল প্রত্যাশা না থাকলেও এ সিরিজ়টি হতাশ করে। বিনোদন জোগাতে ফেল করে ফেলুদা। সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সিরিজ় ফরম্যাটে আর ফেলুদা বানাবেন না… ভাগ্যিস!



বত্রিশ
পাটি দাঁত
গল্প রচনায়
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গল্পপাঠে
অম্বরীশ ভট্টাচার্য



আরও
আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative

ANANDALOK 12 OCTOBER 2025 RNI NO.27039/74 INR 35.00